রাঁচি, মঙ্গলবার
13:06:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>239 >>29 Joystha 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৩৯ >> << ২৯শে, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০>>

জোকোভিচের ফ্রেঞ্চ ওপেন শিরোপা জয়, রেকর্ড ২৩তম গ্র্যান্ড স্লাম

সার্বিয়া ঃ ৩৬ বছর বয়সেও নোভাক জোকোভিচ টেনিসে তার আধিপত্য বজায় রাখলেন। রোলা গাঁরোর টেনিস কোর্টে অনবদ্য খেলা প্রদর্শন করে তিনি জিতে নিলেন ফ্রেঞ্চ ওপেন টেনিস শিরোপা। এটি তার রেকর্ড ২৩তম গ্র্যান্ড স্লাম। তিনি নরওয়ের ক্যাসপার রুডকে ৭-৬, ৬-৩, ৭-৫ গেমে পরাজিত করেন। এই জয়ের ফলে ৩৬ বছর বয়স্ক জোকোভিচ ১৮০০ সালের পর থেকে টেনিসের ইতিহাসে সর্বাধিক সিঙ্গেলস শিরোপাধারী অপর খেলোয়াড় রাফায়েল নাদালের চাইতে এগিয়ে গেলেন। নাদাল আহত থাকায় এই টুর্নামেন্টে খেলেননি। তিনি ১৪ বার ফ্রেঞ্চ ওপেন শিরোপা জিতেছেন। জোকোভিচ একমাত্র খেলোয়াড় যিনি টেনিস অঙ্গনে প্রতিটি বড় টুর্নামেন্টে অন্তত তিনবার শিরোপা জিতেছেন। এর আগে ২০১৬ এবং ২০২১ সালে তিনি ফ্রেঞ্চ ওপেন জেতেন। এছাড়াও তিনি ১০বার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন, ৭বার উইম্বলডন, ৩বার ইউএস ওপেন জিতেছেন।

বাজার দর

SENSEX : 62724.71 +99.08
NIFTY : 18601.50 +38.10

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
40.00 °c	27.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .35 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .02 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

মিয়ানমারে জান্তা বিরোধীদের ওপর বিমান হামলার তীব্রতা বাড়াচ্ছে

নেপিদো ঃ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের ২ বছরেরও বেশি সময় পর মিয়ানমারের সামরিক সরকার তাদের শাসনের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান সশস্ত্র ও বেসামরিক প্রতিরোধের বিরুদ্ধে প্রাণঘাতী বিমান হামলার তীব্রতা বাড়ানো অব্যাহত রেখেছে। মানবাধিকার সংস্থা ও বিশ্লেষকরা জানান, বেসামরিক ব্যক্তিরাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সব হামলার লক্ষ্যবস্তু ও ভুক্তভোগী। সারা দেশ থেকে পাওয়া বিমান হামলার তথ্য মানবাধিকার সংস্থা, দাতব্য সংস্থা ও প্রতিরোধকারীদের বক্তব্যের সঙ্গে মিলে যায়। তারা জানিয়েছেন, মিয়ানমারের সামরিক যুদ্ধ বিমান, হেলিকপ্টার ও ড্রোন সারা মিয়ানমার জুড়ে নজিরবিহীন হারে লক্ষ্যবস্তুর ওপর বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাচ্ছে। ব্রিটিশ গবেষণা সংস্থা দ্য ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করার পর থেকে যুদ্ধের হিসাব রাখছে। সংস্থাটি এ বছরের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত প্রতি মাসে গড়ে ৪৯টি করে আকাশ পথে হামলা গণনা করেছে, যেটি গত বছরের মাসিক ৩৯টি হামলার চেয়ে ২৫ শতাংশ বেশি। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আর্মড কনফ্লিক্ট লোকেশন অ্যান্ড ইভেন্ট ডাটা প্রজেক্ট বা এসিএলইডি বিমান হামলা বেড়ে যাওয়ার বিষয়টির ওপর নজর রাখছে। প্রকল্পের দেওয়া হিসেব অনুযায়ী, এ বছরের প্রথম ৩ মাসে ১৫০টি হামলা হয়েছে, যা সামরিক অভ্যুত্থানের পর যেকোনো ত্রৈমাসিকে সর্বোচ্চ সংখ্যক হামলা। প্রকল্পটি আরও জানায়, বিমান হামলার বাড়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। তারা সামরিক বাহিনীর আকাশ পথে হামলায় জানুয়ারি থেকে মার্চে ১৪৬টি মৃত্যুর ঘটনা চিহ্নিত করেছে। এ সংখ্যাটিও অভ্যুত্থানের পর যেকোনো ত্রৈমাসিকের সর্বোচ্চ। প্রকল্পটি মার্চের শেষ থেকে এখন পর্যন্ত আরও ৩৩০ জনের মৃত্যু চিহ্নিত করেছে, যার মধ্যে ১১ এপ্রিলের হামলাও অন্তর্ভুক্ত। এ হামলায় মিয়ানমারের কেন্দ্রে অবস্থিত সাগাইং অঞ্চলের একটি উৎসব উদযাপনের জন্য উপস্থিত হওয়া অন্তত ১৬০ পুরুষ, নারী ও শিশু নিহত হন। দাতা সংস্থাগুলো জানিয়েছে, বেসামরিক ব্যক্তিরাই মূলত আক্রান্ত হচ্ছেন।

৩৩ ভাগ জার্মান পুরুষের কাছে নারীকে পেটানো 'গ্রহণযোগ্য'

বার্লিন ঃ এক সমীক্ষার ফলাফল দেখে মানবাধিকার কর্মীরাও বিস্মিত এবং উদ্বিগ্ন। সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রতি তিনজনে একজন, অর্থাৎ অন্তত ৩৩ ভাগ জার্মান পুরুষ মনে করেন, কখনো কখনো নারীর গায়ে হাত তোলা বড় কিছু নয়।

শিশুদের আন্তর্জাতিক দাতব্য প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সি ১০০০ জন নারী এবং ১০০০ জন পুরুষের কাছে নারী-পুরুষের সমান অধিকার সংশ্লিষ্ট কিছু প্রশ্নের জবাব চাওয়া হয়। এক প্রশ্নের জবাবে ৩৩ ভাগ পুরুষ জানান, ঝগড়ার এক পর্যায়ে উত্তেজনাবশে নারীর গায়ে হাত তোলা 'গ্রহণযোগ্য'। তাদের অনেকেরই সেই অভিজ্ঞতা আছে, কারণ, সমীক্ষায় দেখা গেছে, অন্তত ৩৪ ভাগ পুরুষ অতীতে এক বা একাধিকবার নারীর সঙ্গে সহিংস আচরণ করেছেন।

প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল জার্মানির সমীক্ষা আরো জানাচ্ছে, জার্মানির অনেক পুরুষ ঘরের বাইরে, অর্থাৎ অফিস, আদালতে কাজ করা নারীদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল নন, কারণ, সমীক্ষায় অংশ নেয়া ৫২ ভাগ পুরুষ মনে করেন, সংসারের জন্য আয়-উপার্যন পুরুষদেরই করা উচিত। তারা আরো মনে করেন, নারীদের বিশেষত ঘরের কাজই করা উচিত। পছন্দমতো যৌনজীবন যাপনের বিষয়ে জার্মানদের উল্লেখযোগ্য একটা অংশের মানসিকতাও মানবাধিকার কর্মীদের বিস্মিত করেছে। সমীক্ষায় অংশ নেয়া ৪২ ভাগ মানুষ জানিয়েছেন, সমকামিতা নিয়ে কোনো প্রচার তারা পছন্দ করেন না।

নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজের জন্য পরিচিত ফেডারেল ফোরাম মেন-এর কারস্টেন কাসনার সমীক্ষার ফলাফলে খুব বিস্মিত। জার্মানির ফুঙ্কে সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেছেন, ''৩৩ ভাগ পুরুষ নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতাকে যে এভাবে দেখছে এটা নিঃসন্দেহে চিন্তার বিষয়। জরুরি ভিত্তিতে এ অবস্থা পরিবর্তন করা দরকার।''

জার্মানিতে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা অবশ্য নতুন কিছু নয়। কেন্দ্রীয় পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালে পুরুষ সঙ্গীর নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন এক লাখ ১৫ হাজারেরও বেশি জার্মান নারী। হিসেব করে দেখা গেছে, সে বছর প্রতি ঘণ্টায় নির্যাতিত হয়েছিলেন কমপক্ষে ১৩ জন নারী।

কানাডায় বৃষ্টি অচিরেই কুইবেকের দাবানল নিয়ন্ত্রণে আনবে বলে আশাবাদ

ব্রিটিশ কলাম্বিয়া ঃ শনিবার কানাডার এক সরকারি আবহাওয়াবিদ বলেছেন, খুব সম্ভবত রবিবার থেকে বৃষ্টি পূর্ব কানাডার ধোঁয়ায় ঢাকা বাতাস পরিষ্কার করতে সহায়তা করবে। তবে দাবানলে জ্বলতে থাকা কুইবেক প্রদেশ পর্যন্ত বৃষ্টি পৌঁছাতে আরও কয়েকদিন সময় লাগবে। শনিবার সকাল পর্যন্ত সমগ্র কানাডা জুড়ে ৪২৬টি জায়গায় আগুন জ্বলছিল, যার ১৪৪টিই কুইবেকে। গ্রীষ্মকালে কানাডার বনগুলোতে দাবানলের ঘটনা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু চলমান দাবানলের মাত্রা এবং স্বাভাবিক সময়ের আগে শুরু হওয়ার বিষয়টি নজিরবিহীন। এ পর্যন্ত আগুনে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে প্রায় ৪৪ লাখ হেক্টর জমি পুড়েছে। যার ফলে হাজারো কানাডীয় নাগরিক বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। এই আগুনের ফলে সৃষ্টি হওয়া ধোঁয়া চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং টরন্টো থেকে শুরু করে নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত বাসিন্দারা নিশ্বাস নিতে সমস্যায় পড়ছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের আবহাওয়াবিদ জেরাল্ড চেং শনিবার সংবাদদাতাদের জানান, রবিবার থেকে দক্ষিণ ওন্টারিও ও দক্ষিণ-পশ্চিম কুইবেকে বৃষ্টি হওয়ার কথা রয়েছে, যা ধোঁয়া নির্মূল করতে সাহায্য করতে পারে। মঙ্গলবার থেকে কুইবেকের উত্তরাঞ্চলে বৃষ্টি পৌঁছানোর কথা রয়েছে, যেখানে সবচেয়ে বড় আকারে আগুন জ্বলছে। তবে চেং জানান, পূর্বাভাস অনুযায়ী বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাত্র ১ থেকে ২ সেন্টিমিটারের মতো হতে পারে। আমাদের দুঃচিন্তার কারণ হচ্ছে, এই বৃষ্টিপাত যথেষ্ট নয়, আরও বলেন তিনি। কর্মকর্তারা জানান, সোমবার নাগাদ ফ্রান্স থেকে আসা ১০০ দমকলকর্মী সহ প্রায় ১ হাজার ২০০ দমকলকর্মী কুইবেক জুড়ে আগুন নেভানোর কাজে নিয়োজিত থাকবেন। কানাডার কুইবেক একটি গাছগাছালিতে ঘেরা প্রদেশ, যেখানে ৮৫ লাখ মানুষের বসবাস এবং এর মোট ভূখণ্ডের পরিমাণ জার্মানি, স্পেন ও ফ্রান্সের সমন্বিত ভূখণ্ডের চেয়েও বেশি। কুইবেকের উত্তরাঞ্চলের শহরগুলো থেকে ১৩ হাজারেরও বেশি মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

তালিবানের আপত্তি সত্ত্বেও পাকিস্তানে আফগান শরণার্থীদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত

কাবুল ঃ পাকিস্তানে বসবাসকারী আফগান শরণার্থীদের বিরুদ্ধে দেশটি মাসব্যাপী অভিযান অব্যাহত রেখেছে। যার ফলে প্রয়োজনীয় নথি না থাকার অভিযোগে শত শত আফগানকে আটক করা হচ্ছে। তালিবান নেতারা পাকিস্তানকে 'তাৎক্ষনিকভাবে' এই প্রক্রিয়া বন্ধের অনুরোধ জানিয়েছেন। পাকিস্তানে বসবাসরত আফগান শরণার্থীরা ভয়েস অফ আমেরিকাকে জানিয়েছেন, এই প্রক্রিয়া শুধু যে অব্যাহত রয়েছে তা নয়, বরং সাম্প্রতিক দিনগুলোতে ইসলামাবাদ, রাওয়ালপিন্ডি ও সংলগ্ন এলাকাগুলোতে এর তীব্রতা আরও বেড়েছে। ইসলামাবাদে অবস্থিত আফগানিস্তানের দূতাবাস বৃহস্পতিবার এক টুইটার বার্তায় জানিয়েছে, দূতাবাসের তালিবান কর্মকর্তারা পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করে পাকিস্তানে বসবাসরত আফগানদের আটক ও হয়রানির বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন, এবং জানিয়েছেন, এসব উদ্যোগ তাৎক্ষনিকভাবে বন্ধ হওয়া উচিৎ। পাকিস্তানি পক্ষ (আগফান) দূতাবাসের নেতৃবৃন্দকে পারস্পরিক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে এবং আরো জানিয়েছে, যাদের আইনি নথি নেই, শুধু তাদেরকেই গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। ইসলামাবাদে নিযুক্ত আফগান দূতাবাসের তালিবান কর্মকর্তা আবদুল করিম হাক্কানি ভয়েস অফ আমেরিকাকে বুধবার জানান, ৩০০-৪০০ আফগানকে পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনী আটক করেছে। তিনি আরও জানান, তারা এই ব্যক্তিদের শিগগির মুক্তির জন্য পাকিস্তানী কর্মকর্তাদের সঙ্গে দর কষাকষি করার চেষ্টা করছেন। আফগানিস্তানে সদ্য নিযুক্ত পাকিস্তানের বিশেষ প্রতিনিধি আসিফ দুররানি ভয়েস অফ আমেরিকাকে জানান, যেসব আফগান নাগরিকের সুষ্ঠু নথি নেই, অথবা যারা ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরে পাকিস্তানে থাকছেন, তাদেরকে আটক করার জন্য একটি আইন রয়েছে। পাকিস্তানের কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে জানানো হয়েছে, যেসব আফগান নাগরিকদের নথি নেই, তাদেরকে প্রত্যাবাসন করা হতে পারে। জাতিসংঘের সহায়তায় পাকিস্তান সরকার ২০২১ সালের এপ্রিল থেকে আফগান শরণার্থীদের স্মার্ট কার্ড দেওয়া শুরু করে। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার জানান, পাকিস্তানের ১৩ লাখেরও বেশি নিবন্ধিত আফগান শরণার্থী রয়েছেন। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা জানিয়েছে, প্রায় ৩৭ লাখ আফগান নাগরিক পাকিস্তানে বসবাস করেন। ২০২১ এর আগস্টে তালিবান আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখলের পর প্রায় ১৬ লাখ আফগান পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে পালিয়ে যায়। সংস্থাটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, তাদের মধ্যে প্রায় ৬ লাখ পাকিস্তানে গেছে।

অশান্তি

বিডিও অফিসের ১০০ মিটারের মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি থাকবে

পঞ্চায়েত ঃ জেলায় জেলায় বিরোধীদের মার, মনোনয়ন পেশে বাধা

কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধীদের মনোনয়ন পত্র পেশ করতে বাধা, মারধর, সহিংসতা, নথি ছিনতাই।

সোমবার সারা দিন ধরে মনোনয়নপত্র পেশ করা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় প্রবল অশান্তি হলো। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছিল, বিডিও অফিসের ১০০ মিটারের মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি থাকবে। মনোনয়নপত্র যাতে নির্বিঘ্নে পেশ করা যায়, তাই এই সিদ্ধান্ত। কিন্তু মনোনয়নপত্র পেশ করা শুরু হতেই দেখা গেল অন্য ছবি। জেলায় জেলায় বিডিও অফিসের ভিতরে বিরোধীদের মারধর, মনোননপত্র পেশ করতে না দেয়ার ঘটনা ঘটলো। বিভিন্ন জেলায় তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা সিপিএম, কগ্রেস ও বিজেপি প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র পেশ করতে দেয়নি বলে অভিযোগ। কোথাও বাইক-বাহিনী নিয়ে গোলমাল করা হয়েছে, কোথাও বাঁশ নিয়ে হাঙ্গামা হয়েছে, কোথায় বিডিও অফিসে ঢুকতে বাধা দেয়া হয়েছে, কোথাও প্রার্থীদের নথি ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। বিভিন্ন প্রার্থীকে ধরে মারা হয়েছে। আর এ সবই ধরা পড়েছে টিভির ক্যামেরায়। পূর্ব বর্ধমানে তৃণমূল ও সিপিএমের মধ্যে বড় সংঘর্ষ হয়। বড়শূলে সিপিএম প্রার্থীরা একজোট হয়ে মনোনয়নপত্র পেশ করতে গিয়েছিলেন। সেখানে প্রচুর তৃণমূল কর্মী বাঁশ নিয়ে আগে থেকে প্রস্তুত ছিলেন। পুলিশের উপস্থিতিতে শুরু হয় মার। কিছুক্ষণ পর গোটা এলাকাটা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। পাথর ছোড়া হয়। তিনজন আহত হয়ে হাসপাতালে।

কাকদ্বীপে বিডিও অফিসে ঢুকে মনোনয়নপত্র পেশ করতে কংগ্রেস প্রার্থীকে বাধা দেয়া হয়েছে। । তৃণমূলের কর্মীরা তাদের নথি কেড়ে নেয়। সকাল থেকেই কাকদ্বীপে উত্তেজনা ছিল। কংগ্রেস প্রার্থী শিবানী দাসকে বিডিও অফিস চত্বরেই বাধা দেয়া হয়। তার মনোনয়নপত্র কেড়ে নেয়া হয়। তারপর বিজেপি কর্মীদের রাস্তায় ফেলে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ভাঙড়েও কংগ্রেস প্রার্থীকে বিডিও অফিসের মধ্যেই মারধর করা হয়। কংগ্রেস প্রার্থী আশরাফ আলি মোল্লার অভিযোগ, প্রথমে তৃণমূলের কর্মীরা তাকে বাধা দেয়। তারপর পুলিশের সাহায্যে বিডিও অফিসে ঢুকলে তাকে মারধর করা হয়।

জামুড়িয়াতে বিজেপি প্রার্থীদের মনোনয়ন পেশে বাধা দেয়া হয়। মারা হয়। বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি কর্মীদের আটকে দেয়া হয় এবং মারধর করে সব কাগজপত্র কেড়ে নেয়া হয় বলে অভিযোগ। বিজেপি'র অভিযোগ, পুরোটাই করা হয় পুলিশের সামনে।

বাঁকুড়ার সোনামুখিতে বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামিকে তিনবার হেনস্থা করে তৃণমূল কর্মীরা। ফলে বিজেপি প্রার্থীরা মনোনয়ন পেশ করতে পারেনি। মাথা ফেটছে এক বিজেপি প্রার্থীর। এর প্রতিবাদে সাংসদ সৌমিত্র খাঁ সড়ক অবরোধ করেন।

মিনিখাঁতে তো তৃণমূল কর্মীরা সিপিএমের প্রার্থী অফিস ঘিরে রাখে। ফলে মনোনয়নপত্র জমা দিতে বেরোতেই পারেননি প্রার্থীরা। বেশ কিছু বাইক ভাঙচুর করা হয়েছে। সিপিএমের নেতাদের মারা হয়েছে। সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য সায়নদীপ মিত্র বলেছেন, তৃণমূলের গুণ্ডারা তাদের কর্মীদের বাইক নিয়ে পালিয়েছে। পার্টি অফিসের ভিতরে ঢুকে মারধর করেছে। সবই হয়েছে পুলিশের সামনে।

বীরভূমের কীর্ণাহারে বিডিও অফিসে যাওয়ার পথে বিরোধী প্রার্থীদের মারধর করা হয়।

জামুড়িয়ায় বিজেপি প্রার্থীকে মারধর করা হয়। মুর্শিবাদাদের ডোমকলে ব্যাপক হাঙ্গামা হয়।

পাণ্ডুয়ায় বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়কে বিডিও অফিসে ঢুকতে বাধা দেয় পুলিশের।

মনোনয়নপত্র পেশ করার বিষয়টি দেখার জন্য তিনি বিডিও অফিসে ঢুকতে যাচ্ছিলেন। পুলিশ যেতে দেয়নি। লেকেটের প্রশ্ন, নিজের এলাকায় জনপ্রতিনিধিকে ঢুকতে দেবে না পুলিশ?

কলকাতা হাইকোর্টে পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার দিন বাড়ানো নিয়ে এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা নিয়ে শুনানি হয়। নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, ৯ থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত মনোনয়নপত্র পেশ করার কথা বলা হয়েছিল, তা একদিন বাড়িয়ে ১৬ জুন পর্যন্ত করা যেতে পারে। প্রধান বিচারপতি তখন বলেন, তাহলে পঞ্চায়েত ভোট ১৪ জুলাই করতে হয়। তিনি বলেন, মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার জন্য যে সময় দেয়া হয়েছে, তা যথেষ্ট নয়। তিনি স্পর্শকাতর ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগ করার কথা বলেন।

উত্তরবঙ্গের প্রথম স্কিল হাবের উদ্বোধন মালদার গৌড় কলেজে

মালদা ঃ উত্তরবঙ্গের প্রথম স্কিল হাবের উদ্বোধন হল মালদার গৌড় কলেজে।প্রধানমন্ত্রী কুশল বিকাশ যোজনার আওতায় খুললো এই স্কিল হাব।বৃহস্পতিবার কলেজ প্রাঙ্গনে উদ্বোধন হয় স্কিল হাবের।এই স্কিল হাবে ছয়টি বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ থাকছে ছাত্রছাত্রীদের কাছে। বিষয়গুলি হল - গ্রাফিক্স ডিজাইন, হেলথ কেয়ার হাইজিন, এপ্রেন্টিস বিউটিশিয়ান, ড্রাইভার মেকআপ আর্টিস্ট, যোগা প্রশিক্ষণ।এই বিষয়গুলিতে ছয় মাসের ডিপ্লোমা কোর্স করতে পারবে আগ্রহীরা। কোর্স শেষে দেওয়া হবে সার্টিফিকেট।থাকবে কর্মসংস্থানের সুযোগ। প্রত্যেকটি কোর্স হবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। শুধু গৌড় কলেজের ছাত্রছাত্রীরা নয় কোর্স গুলির জন্য উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে যে কেউ আবেদন করতে পারবে। দক্ষতা উন্নয়ন মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে হবে রেজিস্ট্রেশন।কোর্সে ভর্তির আবেদন করার জন্য ন্যূনতম উচ্চ মাধ্যমিক বা তার সমতুল্য যোগ্যতা থাকতে হবে।গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্সের ক্ষেত্রে সিট সংখ্যা থাকছে ৪০। অন্যান্য কোর্সের ক্ষেত্রে সিট সংখ্যা থাকছে ৫০। গৌড় কলেজের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের কোঅর্ডিনেটর ড.অনির্বাণ রায় জানান,আজ এই স্কিল হাবের উদ্বোধন হচ্ছে। ছয় মাসের কোর্স শেষে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। কলেজ চত্বরে বিভিন্ন কক্ষে হবে এই কোর্সগুলির ক্লাস।

গন জ্ঞাপন ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপিকা নাসিফা খান লদি বলেন, উত্তরবঙ্গের প্রথম কোন কলেজে এই স্কিল হাব খুললো। এর ফলে ছাত্রছাত্রীদের অনেক সুবিধা হবে। এই কোর্সগুলি বাইরে কোথাও করতে গেলে অনেক ব্যায়সাপেক্ষ হয়। এই মুহূর্তে শুধু শুরু হওয়ার অপেক্ষা।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে সচেতনতা অভিযান

শিলিগুড়ি ঃ সকাল ৯ টায় বিশ্ব পরিবেশ দিবসের অঙ্গ হিসাবে, গেট বাজারে প্লাস্টিক বিরোধী প্রচার অভিযানে যুবভারতীর সাথে উত্তরের পরিবেশের যৌথ মঞ্চ (সামাজিক ও পরিবেশ প্রেমি সংগঠনের যৌথ মঞ্চ)।শুক্রবার সকালে, শিলিগুড়ির গেট বাজার এলাকায় একটি পদযাত্রার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষকে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ বর্জনের বার্তা দেওয়া হয়। বাজারের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে এই পদযাত্রাটি জানা গিয়েছে, পরিবেশ সচেতনতায় ও প্লাস্টিক ব্যবহার রোধে আরো বেশকিছু কর্মসূচি নিয়েছে এই সংগঠন।

একটি গাছ উপহার দিলে ও লাগালে বাঁচবে অনেকের জীবন" পুলিশকর্মী তথা সমাজকর্মী বাপন দাস

শিলিগুড়ি ঃপ্রচন্ড গরমের হাত থেকে রক্ষা পেতে আমরা সবসময় গাছের ছায়া খুঁজি,এখন সেরকম গাছের ছায়া খুঁজে পাই না তার কারণ গাছ কেটে কেটে বড়ো বড়ো বাড়ি ঘর তোলা হচ্ছে।আজ বন্ধুচল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন এবং পুলিশকর্মী তথা সমাজকর্মী বাপন দাস এর যৌথ উদ্যোগে শিলিগুড়ির হাশমি চক,সেবক মোড,এয়ারভিউ মোড়,পানিট্যাংকি মোড় এর যে ট্রাফিক পুলিশ পয়েন্ট রয়েছে সেখানে ট্রাফিক পুলিশ এবং পথচলতি মানুষদের জল, ও আর এস,এবং একটি করে গাছের চারা দিলেন।আজকের এই কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজকর্মী বাপন দাস সকলকে বললেন বিয়ে বাড়ি গিয়ে থাকলে যে ভাবে উপহার দিয়ে থাকে তার পাশাপাশি একটি গাছ দিলে নতুন প্রজন্ম এবং আমাদের সকলের জন্য খুবই উপকারী।

আর্ট গ্যালারীর দীর্ঘদিনের দাবি মিটতে চলেছে কোচবিহারে

কোচবিহার ঃ সংস্কৃতি চর্চায় কোচবিহারের শিল্পীদের জন্য আর্ট গ্যালারী তৈরি হবে কোচবিহারে। গ্যালারীর সামনে বসবে কোচবিহারের রাজকন্যা গায়েত্রী দেবীর মূর্তি। কোচবিহার শহরের মাঝে ব্রাম্মমন্দির লাগোয়া জমিতে হবে এই চারতলা ভবনটি। কোচবিহার পুরসভার পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও পুরসভার আধিকারিকরা এদিন এলাকা ঘুরে দেখেন। ব্রাম্মমন্দির লাগোয়া এই পরিত্যাক্ত জমিটি ছিল পুরসভার আওতায়। হেরিটেজ কমিটির সঙ্গে এব্যাপারে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানান কোচবিহার জেলায় আর্ট গ্যালারীর দাবি দীর্ঘদিনের। হেরিটেজ কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সংস্কৃতি চর্চায় শিল্পীদের জন্য এই আর্ট গ্যালারীটি তৈরি হবে । জানা গেছে, চতুর্থ তল এই আর্ট গ্যালারীতে সঙ্গীত বিদ্যালয়, চিত্র শিল্পীদের ছবি প্রদর্শনী, নাটক চর্চা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য হবে ভবন। যেখানে প্রায় দুশটি দর্শকাসন থাকবে। ৪০ ফুট চওড়া ও ৯০ ফুট লম্বা হবে এই বিল্ডিংটি। ব্রাম্ম মন্দির লাগোয়া জমিতে আগে ছিল গায়েত্রী দেবী সঙ্গিত চর্চাকেন্দ্র। তবে দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে এখন বেহাল দশা এই চর্চাকেন্দ্রটির। এই চর্চাকেন্দ্রের জমি ও পুরসভার জমি মিলিয়ে তৈরি হবে এই আর্ট গ্যালারীটি।

নর্তকীর সাথে উদ্দাম নাচ কংগ্রেস নেতার

মালদা ঃ প্রকাশ্যে মঞ্চে চটুল গানের সঙ্গে টাকা উড়িয়ে নর্তকীর সাথে উদ্দাম নাচ কংগ্রেস নেতার। চাচোলের একটি বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানে কংগ্রেস নেতার নর্তকীর সঙ্গে হাত ধরাধরি করে এমন নাচের দৃশ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই মালদায় এখন রাজনৈতিক সমালোচনার ঝড় উঠেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়াটা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে হিন্দি গানের নর্তকীর সঙ্গে কোমর দুলিয়ে নাচছেন চাচোলের ওই কংগ্রেস নেতা আলী হোসেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া আবারও কয়েকটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে নাচতে নাচতে টাকা উড়াচ্ছেন তিনি।

এমনকি সেই ভিডিও ওই কংগ্রেস নেতা পোস্ট করেছেন নিজের ফেসবুক প্রোফাইল থেকে। আর যে ভিডিওগুলি সামনে আসতেই শোরগোল পড়ে গেছে রাজনৈতিক মহলে। এদিকে চাচলে তৃণমূল বিধায়ক নিহার ঘোষ জানিয়েছেন, আলী হোসেন কয়েক দিন আগেই তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান করেছে। আসলে

এই ধরনের রুচির মানুষ তৃণমূলে থাকতে পারে না। তাই কংগ্রেসে গিয়েছে।

উল্লেখ্য, বুধবার চাঁচলের একটি অনুষ্ঠান বাড়িতে আলী হোসেনের চটুল নাচের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ভাইরাল হয়েছে। যা নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। চাঁচল ব্লক তৃণমূলের সহসভাপতি অমিতেশ পান্ডে বলেন, আমাদের দল রুচিশীল সংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তিদের দল। উনার এই সমস্ত কান্ড কারখানার জন্য দল উনার সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়েছিল। তারপরেই উনি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন।

যদিও কংগ্রেস নেতা আলী হোসেনের বক্তব্য, ওই অনুষ্ঠানটি তার ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল। এখন কংগ্রেসের যোগ দিয়েছি তাই তৃণমূল এইসব সামনে এনে বদনাম করার চেষ্টা করছে।

অন্যদিকে ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে ওই চটুল নাচের মঞ্চতে চেয়ারে বসে হাততালি দিচ্ছেন জেলা পরিষদ সদস্য সামিউল ইসলাম। নর্তকী এবং আলী হোসেনের নাচ উপভোগ করছেন তিনি। যদিও সামিউল ইসলাম জানিয়েছেন,নিমন্ত্রণ ছিল বলে গিয়েছিলাম।

অন্যদিকে চাঁচল ব্লক কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কাজী আতাউর রহমান বলেন, এতদিন তৃণমূল এনিয়ে কিছু বলেনি। এখন এই ধরনের ভিডিওকে সামনে এনে রাজনীতি করছে।

ভাইপোকে পিটিয়ে ঘরের সিলিংয়ে ঝুলিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠলো কাকু এবং কাকিমার বিরুদ্ধে

মালদা ঃ ভাইপোকে পিটিয়ে ঘরের সিলিংয়ে ঝুলিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠলো কাকু এবং কাকিমার বিরুদ্ধে । বুধবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার গোলামোড় এলাকায়। এই ঘটনার পিছনে পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ জড়িত রয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে পুলিশ। মৃত যুবকের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। একজনকে আটক করেছে পুলিশ বাকি অভিযুক্তরা গা ঢাকা দিয়েছে। তাদের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম সুকুমার সাহা ওরফে বিষ্ণু (১৯)। তার বাড়ি গোলামোড় এলাকায়। বুধবার রাতে দেহটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে খবর। রাতেই অভিযোগ দায়ের হয়েছে কাকু প্রফুল্ল সাহা,কাকি দিপালী সাহা ও তাদের দুই ছেলে দীপঙ্কর সাহা ও প্রদীপ সাহা সহ মোট পাঁচ জনের বিরুদ্ধে। ঘটনার পরেই কাকু প্রফুল্ল সাহাকে পুলিশ আটক করেন এবং বাকিরা বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায় বলে খবর।

মৃতের পরিবারের অভিযোগ, সুকুমারকে মেরে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিয়েছেন কাকু,কাকিমা ও তাদের দুই ছেলে।ঘটনায় জড়িত অভিযুক্তদের কঠোরতম শাস্তির দাবি তুলেছেন পরিবারের লোকেরা।

মৃতের ভাই বিষ্ণু সাহা জানিয়েছেন,দীর্ঘ দিন ধরে বাড়ির সীমানা পাঁচিল দেওয়াকে কেন্দ্র করে তাদের সঙ্গে তার কাকুর পরিবারের বিবাদ চলছিল। এনিয়ে গ্রামে কয়েকবার সালিশি সভাও বসে। কয়েকদিন আগে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় তার কাকু তাদের নামে অভিযোগ দায়ের করে।পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে বিষয়টি পরিদর্শনও করে যায়।বুধবার বিকালে পুলিশ দুই পক্ষকে থানায় আসতে বলেন। উভয় পক্ষের বাদী বিবাদীরা থানায় গেলেও বাড়িতে একাই থেকে যায় তার ভাই সুকুমার সাহা ও কাকুর দুই ছেলে দীপঙ্কর সাহা ও প্রদীপ সাহা।ইতিমধ্যে বাড়ি ফাঁকা পেয়ে কাকুর দুই ছেলে সীমানা পাঁচিল ভাঙতে শুরু করেন।ভাই সুকুমার সাহা বাধা দিতে গেলে তারা বিবাদে জড়িয়ে পড়েন।

ভাই ফোন করে সব ঘটনা জানান। থানায় সমাধান হওয়ার আগেই তার কাকু ও কাকিমা বাড়ি চলে আসেন।ঘঃটাখানেক পরেই ভাইয়ের মৃত্যুর খবর শুনতে পাই। বাড়িতে এসে দেখেন ভাই ফাঁসিতে ঝুলে রয়েছে। তড়িঘড়ি করে হরিশ্চন্দ্রপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত্যু বলে ঘোষণা করেন।তবে তার ভাই আত্মহত্যা করেননি,তাকে মেরে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিয়েছেন বলে দাবি।

হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসলেই জানা যাবে খুন নাকি আত্মহত্যা।

কংগ্রেস বিধায়কদের মিথ্যা মামলার ভয় দেখিয়ে তাদের দলে যোগদান করাচ্ছে তৃণমূলের নীতি - দীপা দাশমুন্সি

উত্তর দিনাজপুর ঃ তৃনমূল মিথ্যা মামলার ভয় দেখিয়ে কংগ্রেসের দল ভেঙে MLA দের কে নিজেদের দলে যোগদান করাচ্ছে, এটাই তৃণমূলের পলিসি, তৃণমূলের চাল, ইসলামপুরের ঝটিকা সফরে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বললেন রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেসের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দীপা দাশমুন্সি। তিনি বলেন, বাইরন বিশ্বাস তৃণমূলে চলে যাবে এটা আগে থেকেই একটা আশঙ্কা ছিল। বাইরন বিশ্বাস চলে গিয়েছে এতে সাগরদিঘির মানুষ বাইরন বিশ্বাসকে সমর্থন করছে না।। চলে যাওয়াতে মানুষ তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে, ধিক্কার জানাচ্ছে।। মানুষ বাম কংগ্রেসের জোটের উপর আস্থা রেখেছে।। অন্যদিকে ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে পরাস্ত করার জন্য সব দলকে একজোট হতে হবে। এটা শুধু কংগ্রেসের বক্তব্য নয় সব দলের বক্তব্য এক হতে হবে। তার জন্য বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার একটা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সেই চেষ্টায় অনেকটাই সাফল্য লাভ করেছেন। এদিনের এই ঝটিকা সফরে এসে কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে বেশ কিছু মানুষ বিভিন্ন দলবল ছেড়ে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দীপা দাশমুন্সির হাত ধরে কংগ্রেসে যোগদান করেন। আগামীতে ইসলামপুরে বড়সড় যোগদান হবে বলে জানান তিনি

দিনহাটায় বাড়িতে ঢুকে বিজেপি কর্মীকে খুনের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

কোচবিহার ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচন এখনও ঘোষণা করা হয়নি, তবে গুলি ও গোলাগুলি শুরু হয়েছে কোচবিহারে। শুক্রবার কোচবিহার জেলার দিনহাটায় এক বিজেপি কর্মীকে গুলি করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে। এর জেরে দিনহাটায় তুমুল উত্তেজনা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ জনতা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করে। দিনহাটার পুটিমারি গ্রাম পঞ্চায়েত এর শিমুলতলা এলাকায় বিজেপি কর্মীর বাড়িতে ঢুকে বিজেপি কর্মীকে গুলি করে খুন করার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। ঘটনার প্রতিবাদে দিনহাটা কোচবিহার অবরোধ করে বিক্ষোভ বিজেপি কর্মীদের। ঘটনার পর ওই বিজেপি কর্মী বাড়িতে যান কোচবিহারের দুই বিধায়ক সহ ফালাকাটার বিধায়ক। যদিও তৃণমূলের তরফে এই অভিযোগ সরাসরি নাকচ করা হয়েছে।

অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবীতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ স্থানীয়দের,পুলিশের গাড়ির সামনে শুয়ে প্রতিবাদ,পুলিশের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি,চরম উত্তেজনা হরিশ্চন্দ্রপুরে

হরিশ্চন্দ্রপুর ঃ যুবককে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারার ৪৮ ঘন্টা কেটে গেলেও এখনো পর্যন্ত অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেননি পুলিশ।অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন মৃতের পরিবার ও গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকাল ১০ টা নাগাদমালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার গোলামোড় এলাকায়।রাস্তায় বাঁশের বেড়া দিয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন এলাকার নারী,পুরুষ ও যুবকেরা।দুই ঘণ্টা ধরে চলে এই বিক্ষোভ।পথ অবরোধকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় গোলামোড় এলাকা।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।অবরোধ তুলতে গেলে উত্তেজনা চরমে ওঠে।শুরু হয় বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি।এমনকি পুলিশের গাড়ির সামনে শুয়ে পড়েন মৃতের পরিবার পরিজনেরা।মৃতের পরিবার ও এলাকাবাসীর অভিযোগ,পুলিস অভিযুক্তদের ধরতে গড়িমসি করছে।পুলিসের দাবি,দুর্ঘটনার দিনেই অভিযুক্ত প্রফুল্ল সাহাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।উল্লেখ্য,গত বুধবার বাড়ির সীমানা প্রাচীর ভাঙচুরে বাধা দিতে গিয়ে ভাইপো সুকুমার সাহা (১৮)ওরফে বিষ্ণুকে মেরে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠে কাকু প্রফুল্ল সাহা,কাকি দিপালী সাহা ও তাদের দুই ছেলে দীপঙ্কর সাহা ও প্রদীপ সাহার বিরুদ্ধে।তাদের নামে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করেন মৃতের পরিবার।অভিযোগ দায়ের করার ৪৮ ঘন্টা কেটে গেলেও এখনো পর্যন্ত পুলিশ কোনো তদন্ত শুরু করেনি বলে অভিযোগ তুলেন।তাই অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান।মৃতের পরিবারের অভিযোগ,সুকুমার সাহাকে খুন করা হয়েছে। দোষীদের কঠোরতম শাস্তির দাবি তুলেছেন মৃতের পরিবার ও গ্রামবাসীরা। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ জানান, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।দুর্ঘটনার দিনেই অভিযুক্তদের মধ্যে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।আজ অভিযুক্তের এক আত্মীয়কে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন স্থানীয়রা।বাকিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

শহরের ফুটপাত দখলমুক্ত করতে এবারে খোদ ময়দানে নামলেন সদর মহকুমা শাসক

মালদা.ঃ শহরের ফুটপাত দখলমুক্ত করতে এবারে খোদ ময়দানে নামলেন সদর মহকুমা শাসক পঙ্কজ তামাং। শুক্রবার মালদা শহরের রথবাড়ি এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। মালদা শহরের রথবাড়ি এলাকায় ফুটপাত দখল মুক্ত করতে আবারো অভিযানে নামল মালদা জেলা প্রশাসন। মহকুমা শাসকের নেতৃত্বে এই অভিযান চালানো হয়। শহরের ফুটপাত উচ্ছেদ অভিযান জেলা প্রশাসনের। শুক্রবার মালদা শহরের রথবাড়ি এলাকায় অভিযান চালানো হয়। সদর মহকুমা শাসক পঙ্কজ তামাং এর নেতৃত্বে চলে অভিযান। অভিযোগ জাতীয় সড়কের ধারে সবজি বিক্রেতারা প্রতিদিন রাস্তার ধারে বসে ব্যবসা করেন।

উত্তর দিনাজপুরে হিট স্ট্রোকে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে

উত্তর দিনাজপুর ঃ তীব্র তাপপ্রবাহের জেরে সানস্টোক হয়ে মৃত্যু হলো এক মহিলার। মৃত ওই মহিলার নাম জয়ন্তী চৌধুরী ।বাড়ি মালদার মোথাবাড়ি এলাকায়।বৃহস্পতিবার উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারে ছেলের শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে এসে অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রথমে হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এরপরই শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ওই মহিলাকে ইটাহার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করে।এই ঘটনার পর মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেলে নিয়ে আসা হয়। অন্যদিকে মৃত্যুর কারণ নিয়ে রায়গঞ্জ মেডিকেলের সহকারি সুপার অভিক মাইতি জানান,ময়নাতদন্ত হলে সবটা জানা যাবে।

শিলিগুড়িতে আয়োজিত হল ৭তম গীতাঞ্জলি ম্যাংগো ফেস্টিভ্যাল

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়িতে আয়োজিত হল ৭তম গীতাঞ্জলি ম্যাংগো ফেস্টিভ্যাল, বিগত ৭বছর ধরে প্রতি বছরেই এই ম্যাংগো ফেস্টিভ্যালটি আয়োজিত হয়ে থাকে তবে বিগত বছরে করোনা অতিমারির কারণে এই ম্যাংগো ফেস্টিভ্যালটি অনুষ্ঠিত করা হয়নি, তবে অতিমারীর সময় অনলাইনের মাধ্যমেই এই উৎসবটি আযোজিত করা হয়, তবে এবছর ফের এই ম্যাংগো ফেস্টিভ্যাল আযোজিত করতে পারে অত্যন্ত খুশি আযোজকেরা। এই ম্যাংগো ফেস্টিভ্যালটি চলবে ৯, ১০ ও ১১ই জুন শিলিগুড়ি মাটিগাড়ার একটি বেসরকারি শপিং মলে, এদিন এক সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই জানালেন গীতাঞ্জলি ম্যাংগো ফেস্টিভ্যালের আযোজকেরা। তারা জানান, ৫ম ম্যাংগো ফেস্টিভ্যালে তাদের কাছে প্রায় ২৫২ প্রকারের আম প্রদর্শনীর জন্য এসেছিল ও এবছরও তারা জানান প্রায় ২৫০ এর ওপর একাধিক প্রকারের আম প্রদর্শনীর জন্য আসবে। এবছর মালদা, মুর্শিদাবাদের পাশাপাশি বাংলাদেশ, নেপাল থেকেও একাধিক প্রকারের আম প্রদর্শনীর জন্য ৭তম গীতাঞ্জলি ম্যাংগো ফেস্টিভালে আসবে।

বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল মালদহের চাঁচল -২ নং ব্লকের চন্দ্রপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের জানিপুর এলাকা

মালদা ঃ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল এলাকা। মালদহের চাঁচল -২ নং ব্লকের চন্দ্রপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের জানিপুর এলাকার ঘটনা।ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে। এলাকা সূত্রের খবর একটি নলকূপের ধারে মজুদ ছিল বোমা। গতকাল মধ্যরাত্রে হঠাৎ বিকট শব্দে কেঁপে উঠে সারা এলাকা। চারিদিক ভরে ওঠে ধোঁয়াই। ছড়িয়ে পড়ে বারুদের গন্ধ। আশঙ্কা করা হচ্ছে এখনো বোমা রয়েছে ওই স্থানে। রাত থেকে ঘটনাস্থলে রয়েছে চাঁচল থানার পুলিশ। কিছুক্ষণের মধ্যেই মালদা থেকে আসছে বোম টিম। উত্তেজনা।বিস্ফোরণের ফলে মাটি উপরে গিয়েছে।ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সুতলি।বিস্ফোরণের তীব্রতাই গাছে আটকে রয়েছে প্লাস্টিক ও বাড়ির চালাও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।ঘটনায় আতঙ্কে রয়েছে এলাকাবাসী।কারা বোমা রাখলো।পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ও ৬ রাউন্ড কার্তুজসহ গ্রেফতার যুবক

শিলিগুড়ি ঃ গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, প্রধান নগর থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে স্বয়ংক্রিয় পিস্তল এবং ৬ রাউন্ড গুলি সহ এক যুবককে গ্রেফতার করেছে। যুবকের নাম সুজন শর্মা। তার বাড়ি কোচবিহার জেলায়। পুলিশ সূত্রে খবর, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল রাতে চম্পাসরি রোডে অবস্থিত একটি দোকানের সামনে থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃত যুবককে শুক্রবার বিকেলে শিলিগুড়ি ডিভিশনাল কোর্টে তোলা হয়। পুলিশ যুবককে রিমান্ডে নিয়ে সব ঘটনা তদন্ত করবে বলে জানা গেছে। পুলিশ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

শিলিগুড়ির হাশমি চকে SUCI এর বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি ঃ রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে ও একাধিক দাবিতে শিলিগুড়ির হাশমি চকে গণ অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হল SUCI শুক্রবার দুপুরে হাশমি চকে এই গণ অবস্থান বিক্ষোভ করা হয়। এই বিক্ষোভ থেকে বেসরকারিকরণের বিরোধিতা, জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল, বিজেপি মন্ত্রীর গ্রেপ্তারের দাবিতে, রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি সহ নানা অভিযোগ তোলা হয়। এদিন দীর্ঘক্ষণ চলে এই বিক্ষোভ।

টোটো চুরির ঘটনায় ২ জনকে গ্রেফতার করলো প্রধাননগর থানার পুলিশ

শিলিগুড়ি। প্রধাননগর থানা অন্তর্গত এলাকা থেকে টোটো চুরির ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতদের পাঠানো হল শিলিগুড়ি আদালতে। ধৃতদের নাম টিঙ্কু বর্মন এবং গণেশ ঝা।দুজনই এক নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত পঞ্চানন কলোনির বাসিন্দা। উল্লেখ্য, প্রধাননগর থানা অন্তর্গত এলাকায় লাগাতার চুরির ঘটনা ঘটছিল।দুষ্কৃতিরা বিভিন্ন জায়গা থেকে টোটো চুরি করে খুব সহজেই ফেরার হয়ে যেত।গত ২৭ মে জংশনের কাছে একটি টোটো চুরি হয়।এই ঘটনার অভিযোগ করা হয় প্রধাননগর থানায়।সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির ১ নম্বর ওয়ার্ড থেকে দুই জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পারে যে, গণেশ ঝা টোটো চুরি চক্রের মাস্টার মাউন্ড।ধৃত দুজনকে শুক্রবার শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়েছে।গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

নেপালে আয়োজিত নবম আন্তর্জাতিক ময়ুর ক্যারাটে কাপে দারুন সাফল্য ভারত ক্যারাটে একাডেমির

শিলিগুড়ি। নেপালের কাকরভিটায় আয়োজিত ময়ুর ক্যারাটে কাপে অনবদ্য ফল করল শিলিগুড়ির ভারত ক্যারাটে একাডেমি। আন্তর্জাতিক ওই ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় সোনা ও রূপা অর্জন ভারত ক্যারাটে একাডেমির তিন খেলোয়াড়ের।শুক্রবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠকে ওই টুর্নামেন্ট ও খেলোয়াড়দের সাফল্যের কথা তুলে ধরেন ভারত ক্যারাটে একাডেমির সভাপতি রূপা শীল। গত ২৭ ও ২৮ মে কাকরভিটায় আয়োজিত হয় ওই ময়ুর ক্যারাটে কাপের। প্রায় ১২০০ খেলোয়াড় ওই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। সেই প্রতিযোগিতায় ভারত ক্যারাটে একাডেমির হয়ে শিলিগুড়ির পাতিকলোনির বাসিন্দা সুরজিৎ মুখার্জি সোনা ও এনজেপির বাসিন্দা সোনালি সরকার ও সেতু মন্ডল রূপো অর্জন করে।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

আগামী ১২ থেকে ১৪ মাসের ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর নির্মীয়মান গুয়াহাটি এবং উত্তর গুয়াহাটি সেতুর কাজ সম্পূর্ণ হবে বলে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

সিলসাকো বিলের ১৫০ টি পরিবারের জন্য মহানগরের ১৫ লক্ষ ব্যক্তিকে গণবন্দী করা যাবে না, উচ্ছেদ অভিযান চলবেই

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ মহানগরের নির্মীয়মান ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর গুয়াহাটি এবং উত্তর গুয়াহাটি সেতুর কাজ পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন বর্তমান সময় পর্যন্ত আর্থিকভাবে এই সেতুর ৭৩ শতাংশ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ ২৬০০ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে এই সেতু নির্মাণ প্রকল্পের জন্য ইতিমধ্যে ১৯০০ কোটি টাকা খরচ হয়ে গেছে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী ১২ থেকে ১৪ মাসের মধ্যে এই সেতু নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হবে বলে ঘোষণা করেছেন তিনি। উল্লেখ্য ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর গুয়াহাটি এবং উত্তর গুয়াহাটি নির্মীয়মান সেতুর কাজকর্ম খতিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে রবিবার আইডব্লিউএআই জাহাজের মাধ্যমে নির্মান স্থল প্রদর্শন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এরপর উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন এই প্রকল্পের জন্য মোট ২৬০০ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক এবং অসম সরকার যৌথভাবে এই সেতু নির্মাণ কাজে জড়িত রয়েছে। বর্তমান সেতুনির্মাণের কাজ সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে। এভাবে চলতে থাকলে আগামী এক বছর কিংবা ১৪ মাসের মধ্যে এই সেতু নির্মাণে কাজ সম্পন্ন হবে। তিনি বলেন বিহারে একই কোম্পানি নির্মাণ করা সেতু ভেঙে যাওয়ার পর সরকার এক্ষেত্রে অধিক সচেতন হয়েছে। তবে বিহারের এসে সেতু সঙ্গে অসমের সেতুর নির্মাণ তথা ডিজাইন সম্পূর্ণ পৃথক বলে জানালেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন বিহারে তিনটা ডিজাইন মিলিয়ে সেই সেতু নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু অসমের নির্মীয়মান এই সেতুর ডিজাইন এক্সট্রা ডোজ এর অধীনে প্রস্তুত করেছে তাইওয়ানের একটি কোম্পানি। তাছাড়া ভারতের আইআইটির মাধ্যমে এই সেতু পর্যবেক্ষণ করানো হবে। একই সঙ্গে রাজ্য সরকার এই সেতুর ক্ষেত্রে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট স্টাডি করাবে বলে জানালেন তিনি।

অন্যদিকে মহানগরের সিলসাকো বিলের উচ্ছেদ অভিযানের ক্ষেত্রে কঠোর স্থিতি নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন সেখানে দখল করে থাকা ১৫০ টি পরিবারের জন্য মহানগরের ১৫ লক্ষ ব্যক্তিকে পণবন্দী করা যাবে না। ফলে উচ্ছেদ অভিযান চলবেই। তবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। তারা চাইলে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ নিতে পারবেন অথবা ২০-৩০ লক্ষ টাকার একটি করে ফ্ল্যাট সরকার তাদের জন্য প্রদান করতে পারবে বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন ১৫০ টা পরিবারের জন্য সারা মহানগরের বসবাসকারীদের ক্ষতি করা যাবে না। তাছাড়া সিলসাকো বিলে তার নিজস্ব বাড়ি নেই অথবা সরকারের কোনো প্রকল্প নেই। একমাত্র মহানগরকে কৃত্রিম বন্যা মুক্ত করতে এই বিলে বন্যার জল এনে ফেলতে হবে। সরকার ইতিমধ্যে ৬১ হাজার বিঘা জমি বেদখল মুক্ত করেছে। সম্প্রতি ওরাং অভয়ারণ্যে অভিযান চালিয়ে ১৫ হাজার ব্যক্তিকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। সে সময় কোনো ধরনের হৈচৈ হয়নি। অথচ এই ১৫০ টি পরিবারের জন্য তিনটি রাজনৈতিক দল একমাত্র রাজনৈতিক ফায়দার জন্য বিষয়টি নিয়ে অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি করছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন তার একটি ফোনের পর বদরুদ্দিন আজমল নিজের জমি ছেড়ে দিয়েছেন। কোচ রাজবংশী সম্মেলনের জমিও সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তরুণ গগৈ সরকারের আমলে জিনজার হোটেলকে জমি বরাদ্দ করা হয়েছিল। দখল করা এবং জমি বরাদ্দ করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ফলে এবার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেটাও ফিরিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা করছে সরকার। ইতিমধ্যে হাইকোর্টে আবেদন করেও মামলা হেরে গেছে জিনজার হোটেল। ফলে অতি শীঘ্রই এই হোটেলের জমিও সরকার পেয়ে যাবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। অন্যদিকে এসআই জোনমণি রাভার মৃত্যুর তদন্ত অতি শীঘ্র সিবিআই এর হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানালেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন ডিজিপি জিপি সিংহ আগামীকাল নতুন দিল্লি যাচ্ছেন। সেখানে তিনি সিবিআই এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই মামলা গ্রহণ করার জন্য তাদেরকে অনুরোধ জানাবেন। আগামী সপ্তাহের মধ্যে মামলাটি সিবিআই এর হাতে চলে যাবে বলে মনে করছেন তিনি।

স্মার্ট মিটারে গ্রাহকদের বিদ্যুতের বিল স্বয়ং খতিয়ে দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, অভিযোগ দাখিলের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ, টোল ফ্রি নাম্বার এবং ইমেইল আইডি জারি

অভিযোগ সংক্রান্তে প্রয়োজনে বিচার বিভাগীয় তদন্তের ঘোষণা করবে সরকার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ স্মার্ট মিটারের দৌলতে ব্যাপক বিদ্যুৎ বিলে নাজেহাল রাজ্যবাসী। সারা অসম জুড়ে বিদ্যুতের স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে গ্রাহকদের প্রতিবাদ অব্যাহত রয়েছে। অবশেষে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন। স্মার্ট মিটারে বিদ্যুতের বিলের গন্ডগোলের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে ১০০ জন অজানা গ্রাহকের বিদ্যুতের বিল পর্যবেক্ষণ করছেন তিনি। তাছাড়া স্মার্ট মিটারের বিদ্যুতের বিল সংক্রান্ত কোনো ধরনের অভিযোগের ক্ষেত্রে হোয়াটসঅ্যাপ, টোল ফ্রি নাম্বার এবং ইমেইল আইডি জারি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন স্মার্ট মিটার সংক্রান্ত নানা অভিযোগের ক্ষেত্রে যদি প্রযোজন হয় বিষয়টি বিচার বিভাগীয় তদন্তের আওতায় আনা হবে।

উল্লেখ্য ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর গুয়াহাটি এবং উত্তর গুয়াহাটি নির্মীয়মান সেতুর কাজকর্ম খতিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে রবিবার আইডব্লিউএআই জাহাজের মাধ্যমে নির্মান স্থল প্রদর্শন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এরপর উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন স্মার্ট মিটারে বিদ্যুতের বিল নিয়ে যেই অভিযোগগুলো রয়েছে সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিশেষ করে তিনি স্বয়ং ১০০ জন অজানা গ্রাহকের বিদ্যুতের বিল পর্যবেক্ষণ করছেন। মহানগরের উজান বাজার এবং নলবাড়ির এই গ্রাহকদের যাবতীয় তথ্য পর্যবেক্ষণ করে এটা দেখা যাচ্ছে যে স্মার্ট মিটার লাগানোর পর তাদের বিদ্যুতের বিল পূর্বের তুলনা কম আসছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন ২০২১ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই গ্রাহকদের প্রতি মাসের বিদ্যুতের বিল তিনি খতিয়ে দেখছেন। পরবর্তীকালে এভাবে ১০০০ জন গ্রাহকের বিদ্যুতের বিল পর্যবেক্ষণ করবেন বলে তিনি জানান।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গ্রাহকদের উদ্দেশ্যে বলেন বিদ্যুতের বিল তুলনা করার ক্ষেত্রে পাশাপাশি দুই মাসের বিল তুলনা করলে চলবে না। দুই বছরের একই মাসের বিল তুলনা করতে হবে। তাছাড়া গত বছরে ওই মাসে আবহাওয়া কেমন ছিল সেটাও নজরে রাখতে হবে। তবে ৩০ পয়সা করে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর ফলে কিছুটা হলেও সামান্য পরিমাণে বিদ্যুতের বিল বৃদ্ধি পাবে।তিনি বলেন যেই সরকার অরুণোদয় প্রকল্পের জন্য প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা ব্যয় করছে, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের অধীনে হিতাদিকারিদের নানা ধরনের সুযোগসুবিধা দিচ্ছে, সেই সরকার বিদ্যুৎ গ্রাহকদের থেকে অযথা টাকা আদায় করতে যাবে। তাছাড়া গ্রাহকদের থেকে বহু টাকা আদায় করে বিদ্যুৎ বিভাগে ব্যাপক টাকার তহবিল গড়ে উঠেছে সেটাও নয়। গত বছরের তুলনায় চলতি বছরে বিদ্যুৎ বিভাগের গ্রাহকদের থেকে আদায় করা সর্বমোট টাকার পরিমান কম বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত সরকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় যাবেনা। কারণ এখানে সর্ব সাধারণ মানুষই সর্ব সেরা। ফলে স্মার্ট মিটার সংক্রান্ত নানা অভিযোগের ক্ষেত্রে যদি প্রযোজন হয় সম্পূর্ণ বিষয়টির বিচার বিভাগীয় তদন্ত করানো হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

অন্যদিকে স্মার্ট মিটারে বিদ্যুতের বিলের গন্ডগোল সংক্রান্ত কোন ধরনের অভিযোগ থাকলে সেটা জানাতে মুখ্যমন্ত্রীর তরফে হোয়াটসঅ্যাপ, টোল ফ্রি নাম্বার এবং ইমেইল আইডি জারি করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী বিদ্যুৎ গ্রাহকরা ১৯১২ টোল ফ্রি নাম্বারে কথা বলে অভিযোগ জানাতে পারবেন। তাছাড়া এক্ষেত্রে তিনটি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার ৭৫৭৫৯৯৬৬৬, ৮৮৭৬১০০১০০, ৯১২৭৫২৮৪৯৮ এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। একই সঙ্গে apdclcomplaintgmail.com ইমেইল আইডির মাধ্যমে গ্রাহকরা বিদ্যুৎ বিভাগকে স্মার্ট মিটার সংক্রান্ত যাবতীয় অভিযোগ জানাতে পারবেন।

বিজেপিকর্মীদের উপর হামলা

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ এগারো জুন রাত্রে ইলামবাজার ব্লকের ধরমপুর গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তগত ধানায় ও পলাশবোনি গ্রামে বিজেপি কর্মীদের উপর আক্রমণ চালানোর অভিযোগ উঠে তৃনমূল আশ্রিত দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে । যেসব বিজেপি কর্মী মনোনয়ন জমা করবে তাদেরকে বিভিন্নভাবে হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ । প্রশাসনকে ফোন করা সত্ত্বেও অনেক দেরিতে পুলিশ আসে বলে অভিযোগ বিজেপিকমীদের । সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল ।

বীরভূমে ভবষূল কার্যালয় দখল কংগ্রেসের

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) অনুব্রতহীন বীরভূম জেলায় তৃনমূল কার্যালয় দখল নিলো কংগ্রেস । এগারো জুন বিকালে ময়ূরেশ্বর বিধানসভাকেন্দ্রের ঝিকড়ডা গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত কোট গ্রামে তৃণমূল কার্যালয় দখল করলো কংগ্রেস । প্রায় হাজার কর্মী তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান করলো । নবাগতদের হাতে কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলে দেন জেলা কংগ্রেস কার্যকরী সভাপতি সৈয়দ কাফাসদদোজা । তারপর তৃনমূল কার্যালয়ের রং মুছে দিয়ে কংগ্রেসের দলীয় প্রতীক আঁকা হয় । সৈয়দ কাফাসদদোজা বলেন, তৃনমূলের দুনীতি,স্বজন পোষনের বিরুদ্ধে এই যোগদান । পঞ্চায়েত নির্বাচনে এর প্রভাব পড়বে । তৃনমূল কার্যালয় দখল প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মানুষের উচ্ছাস আবেগ । গ্রামবাসীদের মিষ্টি মুখ করায় । ভালো দলে যোগদান করলো বলে করেছে ।

পঞ্চায়েত সমিতিতে বিজেপি প্রার্থী বগটুই স্বজনহারা সোমা

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) না তৃণমূল থেকে নয় বিজেপি থেকে পঞ্চায়েত ভোটে লড়াই করবে বগটুই গ্রামের স্বজনহারা পরিবারের সদস্যরা । সেই নিয়েই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চর্চা । বারো জুন সোমবার স্বজনহারা পরিবারের পক্ষ থেকে সোমা বিবিকে প্রার্থী করার জন্য রামপুরহাট মহকুমা শাসকের দফতরে এসে হাজির হন মিহিলাল সেখ সহ অন্যান্যরা । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,গত বছর একুশে মার্চ রামপুরহাট একনং ব্লকের বগটুই গ্রামে গণহত্যার ঘটনা ঘটে । এরপরেই চর্চা শুরু হয় রাজ্য তথা দেশজুড়ে । ঘটনার স্থলে একের পর এক নেতানেত্রীরা এসে হাজির হন । এলাকায় এসে হাজির হন খোদ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বংদ্যোপাধ্যায় । সেখানেই শেষ নয় । ঘটনার একবছর পূর্তি হতেই মৃতদের স্মৃতিতে শহীদবেদী বানিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন নিয়েও হয় রাজনৈতিক লড়াই । স্বজনহারাদের বাড়ির সামনে তৃণমূল বিজেপি দুই রাজনৈতিক দল দুটি শহীদ বেদী বানিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে । মূলত মর্মান্তিক হত্যালিলার পর থেকেই স্বজনহারা পরিবারের লোকজন কোন পক্ষ নেয় সেই নিয়ে রাজনৈতিক লড়াই চলছিলই । অবশেষে সেই স্বজনহারা পরিবারের সদস্যরা পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূল নয় বিজেপির হয়ে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিল । সোমবার মনোনয়ন দাখিলের জন্য তাঁরা হাজিরও হল রামপুরহাট মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে । মিহিলাল সেখ বলেন, স্বজনহারা পরিবারের পক্ষ থেকে সোমা বিবি রামপুরহাট একনং পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপি প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন । তবে আরও একজন স্বজনহারা পরিবারের সদস্য গ্রামপঞ্চায়েত স্তরে লড়াই করবেন । তবে কে হবে সেটা এখনও নিশ্চিত হয় নি ।

মনোনয়ন জমা নুরুলের

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) সোমবার বীরভূম জেলা পরিষদের উনত্রিশ নং আসনে তৃনমূলের মনোনয়নপত্র জমা দিলেন তৃণমূল প্রার্থী নুরুল ইসলাম । সিউড়ি দুইনং ব্লক তৃণমূল সভাপতি নুরুল ইসলাম । নুরুল বলেন, দলের নির্দেশে মনোনয়নপত্র জমা দিলাম । শান্তিপূর্ণভাবে সুষ্ঠু মনোনয়ন জমা হবে । আমি জয়ের ব্যাপারে একশো শতাংশের বেশি নিশ্চিত । লড়াই করে জেতার আনন্দই আলাদা ।

আলিপুরদুয়ারের হসপিটাল রোডে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে দুটি দোকান পুড়ে গেছে

আলিপুরদুয়ার ঃ আলিপুরদুয়ার হাসপাতাল রোডে শুক্রবার কাকভোরে বিধবংসী অগ্নিকান্ডে দুটো দোকান ভস্মীভূত হয়েছে।দুটো অটোমোবাইলের পার্টসের দোকান রয়েছে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় দমকলের ৩ টি ইঞ্জিন।দোকান দুটি বিল্ডিংয়ের ভেতরে থাকায় সমস্যা হয় দমকল কর্মীদের।প্রায় সাত ঘন্টার চেষ্টায় আগুন আয়ত্বে আসে।কি কারনে আগুন লেগেছিল তা খতিয়ে দেখছে আলিপুরদুয়ার দমকল। ওই দুটো দোকানের যাবতীয় জিনিসপত্র পুড়ে গেছে।ক্ষতির পরিমান কয়েক লক্ষ টাকা।পাশাপাশি ৪ টি গোডাউন ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।দমকলের ওসি বিশ্বজিত রায় জানিয়েছেন ওই বিল্ডিং থেকে দমকল কর্মীরা ১৩ জন আবাসিক কে উদ্ধার করেছে।

বিশ্ব তামাকবিরোধী দিবসে মানুষকে সতর্ক করছেন মাইক্রোভাসকুলার সার্জন

শিলিগুড়িঃ বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে মৌখিক ক্যান্সার এবং মার্কোভেসকুলার সার্জেন ডক্টর প্রিয়দর্শন কুমার একটি সাক্ষাৎকারে জানালেন যে এই নেশা থেকে একেবারেই বেরোতে চাইলে তা বের হতে পারে তার সহজ উপায় মন থেকে একবার মেনে নিতে হবে যে এই নেশা যারা করেন তাদের জন্য খুব ক্ষতিকারক,তিনি আরও জানান যে ১২ থেকে ২০ বছরের মধ্যে যে সব যারা রয়েছে তাদেরকে যদি এই তামাক জাতীয় দ্রব্য থেকে দূরে রাখা যায় তাদেরকে যদি সতর্ক করা হয় তাহলে ভবিষ্যতে ৮৭ প্রতিশোধ বাচ্চারা এই নেশা থেকে দূরে থাকবে।

জেলা স্বাস্থ দপ্তরের উদ্দোগে কোচবিহার ল্যান্সডাউন হলে পালিত হল বিশ্ব তামাক বর্জন দিবস

কোচবিহারঃ কোচবিহার জেলা স্বাস্থ দপ্তরের উদ্দোগে কোচবিহার ল্যান্সডাউন হলে পালিত হল বিশ্ব তামাক বর্জন দিবস। বিশ্ব তামাক বর্জন দিবস উপলক্ষে এই দিন কোচবিহার দেবীবাড়ি থেকে একটি রেলির আযোজন করে স্বাস্থ দপ্তর। এই রেলি কোচবিহারের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে কোচবিহার ল্যান্স ডাউন-এ সমাপ্ত হয়।

বরিশাল ও খুলনা সিটি নির্বাচন ঃহামলা ও ইভিএম নিয়ে অভিযোগ

ঢাকা। বরিশাল ও খুলনা সিটি নির্বাচনে সোমবার সকাল ৮টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। ভোটগ্রহণ চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

দুপুরের আগে নির্বাচন কমিশনার উৎসবমুখর পরিবেশে ভোটগ্রহণ চলছে বলে মন্তব্য করলেও পরে বিভিন্ন এলাকায় হামলার অভিযোগ ওঠেছে। বরিশাল সিটি করপোরেশনের ৫ নং ওয়ার্ডে ১৫ এজেন্টকে ঢুকতে না দেওয়ার অভিযোগ করেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. কামরুল আহসান রুপন। ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের রূপাতলী জাগুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোটকেন্দ্রে ইভিএম জটিলতায় প্রায় ৩০ মিনিট ভোট বন্ধ ছিল। একই সিটির একটি কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের কর্মী সমর্থকের হামলায় আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মেয়রপ্রার্থী ফয়জুল করিম। এদিকে খুলনা সিটি করপোরেশনের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের একটি কেন্দ্রে ইভিএমে হাতপাখায় ভোট দিলে নৌকায় চলে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মেয়র প্রার্থী আব্দুল আউয়াল। ভোটগ্রহণ শুরুর আগে ভোটগ্রহণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে নির্বাচন কমিশন (ইসি) সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে বলে গণমাধ্যমকে জানায়। গত শনিবার মধ্যরাতে শেষ হয়েছে দুই সিটি নির্বাচনের প্রচারণা। বরিশাল সিটি নির্বাচনে এবার মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সাত জন। আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আবুল খায়ের আবদুল্লাহ, জাতীয় পার্টির ইকবাল হোসেন তাপস, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করিম ও জাকের পার্টির মিজানুর রহমান বাচ্চু ছাড়াও স্বতন্ত্র প্রার্থী আছেন ঘড়ি প্রতীকের মো. কামরুল আহসান রুপন, হাতি প্রতীকের আসাদুজ্জামান ও হরিণ প্রতীকের আলী হোসেন। এ সিটিতে সদ্যবিদায়ী মেয়র সেরনিয়াবাত সাদিক আবদুল্লাহকে আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন না দিয়ে দেওয়া হয়েছে তার চাচা আবুল খায়ের আবদুল্লাহকে। এতে স্থানীয় আওয়ামী লীগের মধ্যে বিভক্তি দেখা যায়। নির্বাচনে বিএনপি না থাকলেও, দলটির সাবেক নেতা কামরুল আহসান রুপন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এ অবস্থায় ইসলামী আন্দোলন প্রার্থী মুফতি ফয়জুলের অবস্থান কিছুটা শক্ত বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ ছাড়া, সাধারণ কাউন্সিলর পদে ১১৮ জন এবং সংরক্ষিত কাউন্সিলর পদে ৪২ জনসহ মোট ১৬৭ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ৩০টি ওয়ার্ডে ১২৬টি কেন্দ্রের ৮৯৪টি বুথে ভোটগ্রহণ চলছে। প্রস্তুত করা হয়েছে এক হাজার ৫০০ ইভিএম। বরিশাল সিটিতে ভোটার সংখ্যা দুই লাখ ৭৪ হাজার ৯৯৫ জন। এর মধ্যে নারী ভোটার এক লাখ ৩৮ হাজার ৭১ জন এবং পুরুষ ভোটার এক লাখ ৩৬ হাজার ৯২৪ জন। বরিশাল সিটির পাঁচ নং ওয়ার্ডের দুই কেন্দ্রে ১৫ এজেন্টকে ঢুকতে না দেওয়ার অভিযোগ করেছেন মেয়র পদে টেবিল ঘড়ি প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. কামরুল আহসান রুপন। নগরীর কালুশাহ সড়কে আলেকান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে সোমবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে ভোট দেন রুপন। ভোট দেওয়ার পর তিনি দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, পাঁচ নং ওয়ার্ডের মতিনপুর কেন্দ্রে ঘড়ি মার্কার ছয় এজেন্ট ও জাহানারা কেন্দ্রে সাত এজেন্টকে প্রিসাইডিং কর্মকর্তা ঢুকতে দেননি। তিনি বলেন, প্রিসাইডিং কর্মকর্তা প্রার্থীর সিগনেচার চাচ্ছেন। যিনি আমার প্রধান এজেন্ট তার সই আছে। তারপরও এটা নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। প্রিসাইডিং কর্মকর্তার বক্তব্য, এই এজেন্ট ফরম গত রাতে নিয়ে আসার কথা। এ ধরনের কোনো কথা আমাদের আগে জানায়নি। নিয়ম তো যদি ৮টায় আসে বা ১০টায় আসে তাহলেও তো এজেন্টকে ঢুকতে দেবে। এই সিটির ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের রূপাতলী জাগুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোটকেন্দ্রে ইভিএম জটিলতায় প্রায় ৩০ মিনিট ভোট বন্ধ ছিল। পাশাপাশি ফিঙ্গার প্রিন্টের ক্রস ম্যাচিং করতে গিয়ে ভোট প্রক্রিয়া ধীরগতিতে চলছে বলে জানিয়েছেন প্রিসাইডিং কর্মকর্তারা। দীর্ঘ লাইনে প্রায় ২দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করে ভোট না দিয়ে ফিরে গেছেন কয়েকজন। বরিশাল সিটির একটি কেন্দ্রে পরিদর্শনে গিয়ে হামলায় আহত হয়েছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মেয়রপ্রার্থী ফয়জুল করিম। তার অভিযোগ, আওয়ামী লীগের কর্মী সমর্থকরা এই হামলা চালিয়েছে। ঘটনার সত্যতা পেয়েছে পুলিশ। সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এ বিষয়ে পুলিশ কমিশনার কার্যালয়ে অভিযোগ জানান তিনি। বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার সাইফুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মেয়রপ্রার্থী মুফতি সৈয়দ ফয়জুল করিমের ওপর হামলা হয়েছে। কিন্তু কে বা কারা হামলা করেছে, তা আমরা এখনো নিশ্চিত না। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে আমরা হামলাকারীদের শনাক্ত করার চেষ্টা করছি। পুলিশ কমিশনার কার্যালয় থেকে বেরিয়ে ফয়জুল করিম সাংবাদিকদের বলেন, আমি এর আগে রিটার্নিং কর্মকর্তা বরাবর লিখিত অভিযোগ দিয়েছিলাম। সেখান থেকে বেরিয়ে শুনতে পাই ২২ নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের ভোটারদের ঢুকতে দিচ্ছে না। তারা বলেছে, নৌকায় ভোট না দিলে ঢুকতে দেয়া হবে না। তিনি আরো বলেন তাদের হামলায় আমিসহ কয়েকজন আহত হয়েছি। আওয়ামী লীগের লোকজন, নৌকার ব্যাচধারী লোকজনই আমাদের ওপর হামলা করেছে। অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে নৌকা প্রতীকের প্রধান নির্বাচনী সমন্বয়কারী আফজালুল করিম ডেইলি স্টারকে বলেন, কে বা কারা এ হামলা করেছে, তা আমরা জানি না। এদিকে ফয়জুল করিমের ওপর হামলার পর বরিশালের হাতেম আলী চৌমাথার এলাকায় হাতপাখার সর্মথকরা জড়ো হয়ে স্লোগান দেয়। এসময় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশ এসে তাদেরকে বুঝিয়ে শুনিয়ে সেখান থেকে সরিয়ে দেয়। যদিও মুফতি সৈয়দ ফয়জুল করিমের ওপর হামলাকে 'আকস্মিক ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা' বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আহসান হাবিব খান। সোমবার আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে তিনি আরও বলেন, ফয়জুল করিমের ওপর হামলার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তারের জন্য ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে (ইভিএম) ভোটগ্রহণ চলছে। দ্য ডেইলি স্টার লিখেছে, সকালে খুলনার ছয় নম্বর ওয়ার্ডের পাবলা সবুজ সংঘ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে গিয়ে দেখা যায় ৮টার আগেই অন্তত ৫০ নারীপুরুষ ভোটার দাঁড়িয়ে আছেন। শুরুর দিকে একটু বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে বলে ভোটারদের একজন অভিযোগ করেন। রিটার্নিং কর্মকর্তার তথ্য মতে, সিটি কর্পোরেশনের ২৮৯টি কেন্দ্র আছে। এ নির্বাচনে ১৮০ প্রার্থী অংশ নিচ্ছেন। তাদের মধ্যে মেয়র পদে পাঁচ জন, সাধারণ কাউন্সিলর পদে ১৩৬ জন ও সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ৩৯ জন আছেন। এর মধ্যে সাধারণ ওয়ার্ডে দুই জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ায় এবং এক প্রার্থী নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোয় নির্বাচনে লড়ছেন ১৭৭ প্রার্থী। সিটির ৩১টি ওয়ার্ডে এই নগরের এবারের নির্বাচনে মোট ভোটার আছেন পাঁচ লাখ ৩৫ হাজার ৫২৯ জন। তাদের মধ্যে নারী ভোটার দুই লাখ ৬৬ হাজার ৬৯৬ জন। মোট ২৮৯ ভোটকেন্দ্রের এক হাজার ৭৩২টি ভোটকক্ষে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ভোটকেন্দ্র সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের জন্য দুই হাজার ৩১০টি সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। এবার নির্বাচনে ১৬১টি কেন্দ্রকে 'গুরুত্বপূর্ণ' ও ১২৮ টি কেন্দ্রকে 'সাধারণ' হিসেবে চিহ্নিত করেছে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ (কেএমপি)। ওই তালিকা অনুযায়ী প্রায় ৫৬ শতাংশ কেন্দ্রই 'ঝুঁকিপূর্ণ'। ভোটগ্রহণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে ২৮৯ প্রিসাইডিং কর্মকর্তা, এক হাজার ৭৩২ সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তা এবং তিন হাজার ৪৬৪ পোলিং কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করছেন। খুলনায় মেয়র পদে পাঁচ জন, সাধারণ ৩১টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদে ১৩৬ জন ও সংরক্ষিত ১০টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদে ৩৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। মেয়র পদে আওয়ামী লীগ মনোনীত ও সদ্য বিদায়ী মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. আব্দুল আউয়াল ও জাতীয় পার্টির মো. শফিকুল ইসলাম মধুর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সম্পাদকীয়

ন্যাটোর সবচেয়ে বড় আকাশ প্রতিরক্ষা মহড়া শুরু

জার্মানির আকাশে সোমবার থেকে ন্যাটোর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় আকাশ প্রতিরক্ষা মহড়া শুরু হয়েছে। চলবে ২৩ জুন পর্যন্ত। এই সময় জার্মানির আকাশে বিমান চলাচলের তিনটি এলাকা সাময়িকভাবে বন্ধ থাকবে। ফলে বাণিজ্যিক বিমানগুলো ঐ এলাকা ব্যবহার করতে পারবে না। ১৯৪৯ সালে ন্যাটো গঠনের পর ‘এয়ার ডিফেন্ডার ২৩’ নামের এই মহড়াই হতে যাচ্ছে সামরিক জোটটি সবচেয়ে বড় আকাশ প্রতিরক্ষা মহড়া। এর জন্য চার বছর ধরে প্রস্তুতি নিচ্ছে জার্মানি। মহড়ায় ২৫ দেশের সর্বোচ্চ আড়াইশ বিমান অংশ নেবে। এর মধ্যে মার্কিন বিমানবাহিনীর অত্যাধুনিক এফ৩৫ স্টিলথ কমব্যাট এয়ারক্রাফটসহ ১০০টি বিমান রয়েছে।

ন্যাটোর সবচেয়ে আধুনিক যুদ্ধবিমানল হচ্ছে এফ৩৫। ন্যাটো দেশগুলোর দশ হাজারের বেশি সেনা মহড়ায় অংশ নিচ্ছেন। মহড়ার একটি অংশ হচ্ছে এয়ারফিল্ড খালি করা। ২০২১ সালে আফগানিস্তানে তালেবান ক্ষমতা দখল করার পর কাবুল বিমানবন্দরে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে কী করণীয়, তা এই মহড়ায় অনুশীলন করা হবে। এছাড়া আকাশ থেকে স্থলে থাকা সেনাদের সহায়তা করা, শত্রুর ফাইটার জেটের সঙ্গে আকাশে যুদ্ধ করা, ফাইটার বোম্বার দিয়ে মাঝারি পাল্লার মিসাইল প্রতিহত করা ইত্যাদি মহড়াও অনুষ্ঠিত হবে। শত্রুর সাবমেরিন বা জাহাজ প্রতিহত করার অনুশীলনও করবেন সেনারা। মহড়া চলাকালীন সময়ে ফ্লাইট পরিচালনা ঠিক রাখতে জার্মানির বিমানবন্দরগুলোর কর্মঘণ্টা বাড়ানো হয়েছে। ‘‘এসব ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে ফ্লাইট বাতিলের ঘটনা ঘটবে না বলে আমি আশা করছি,’’ বলেন জার্মানির বিমানবাহিনীর কর্মকর্তা ইঙ্গো গেয়ারহারৎস। তবে বিমান বিলম্বে ছাড়া ও দেরি করে গন্তব্যে পৌঁছানোর সম্ভাবনার বিষয়টি উড়িয়ে দিতে চাননি তিনি। তবে জার্মানির এভিয়েশন বিশেষজ্ঞ ক্লেমেন্স বলিঙ্গার জানান, গত ৩০ বছর ধরে জার্মানির বেসামরিক ও সামরিক কন্ট্রোল টাওয়ার অপারেটররা মিলেমিশে কাজ করছেন। তারা একে অপরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে কাজ করছেন। ইউরোপের আর কোনো দেশে এমনটা করা হয় না। যেমন ফ্রান্সের বিমানবাহিনী তাদের সাধারণ কার্যক্রমের সময় কোনো একটি ফ্লাইট জোন পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়। ফলে সেইসময় কোনো বাণিজ্যিক বিমান ঐ এলাকা দিয়ে উড়তে পারে না। এই মহড়ার মাধ্যমে ন্যাটো প্রতিরোধ সংক্রান্ত একটি রাজনৈতিক বার্তা দিতে চাইছে বলে মনে করছেন জার্মান ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যাফেয়ার্সের টোরবেন আর্নল্ড।

কলকাতা মেট্রো এবং ভারতে নদীর নীচ দিয়ে রেলপথের প্রথম পরিকল্পনা নেন যে ব্রিটিশ প্রকৌশলী

মনিদীপা ব্যানার্জী
প্রাবন্ধিক

কলকাতা শহরের যাত্রীরা যখন এ বছরের শেষে ভারতের প্রথম নদীর নীচ দিয়ে চলা ট্রেনে চড়বেন, তখন বাংলায় জন্ম নেয়া এক ব্রিটিশ প্রকৌশলী যে এরকম একটি পরিকল্পনা এক শতাব্দী আগেই নিয়েছিলেন সেটা তাদের মনে পড়ার কথা নয়। সেই পরিকল্পনাটি অবশ্য বাস্তবায়িত হয়নি।

স্যার হার্লি ডালরিম্পলহে যে উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনাটি নিয়েছিলেন সেটি সাড়ে ছয় কিলোমিটার দীর্ঘ এক পাতাল রেল ব্যবস্থা, যেখানে ছিল মোট দশটি স্টেশন। এতে আরও ছিল হুগলী নদীর নীচ দিয়ে একটি টানেল তৈরির কথা, যাতে করে কলকাতাকে হাওড়ার সঙ্গে সংযুক্ত করা যায়। কিন্তু অপর্যাপ্ত তহবিল এবং কলকাতার মাটির ভূতাত্ত্বিক গঠন নিয়ে সন্দেহের কারণে এই বিশাল পরিকল্পনাটি কখনোই বাস্তবে রূপ নেয়নি।

তবে শেষ পর্যন্ত ১৯৮৪ সালের অক্টোবরে কলকাতায় একটি মেট্রো রেল ব্যবস্থা চালু হয়। এটি শুরু হয়েছিল মাত্র ৩ দশমিক চার কিলোমিটার দীর্ঘ একটি লাইন এবং ৫টি স্টেশন দিয়ে। এখন কলকাতার ব্যস্ত মেট্রোরেল ব্যবস্থা ৩১ কিলোমিটার দীর্ঘ, আর স্টেশনের সংখ্যা ২৬। পুরো লাইনের অর্ধেক অংশই মাটির নীচে। এই ডিসেম্বরে কলকাতা মেট্রোর আরেকটি অংশ চালু হতে যাচ্ছে, যেটি যাবে হুগলী নদীর নীচ দিয়ে। এটি হবে ভারতে নদীর তলদেশ দিয়ে যাওয়া প্রথম রেলপথ।

হুগলীর তলদেশে যে একজোড়া টানেল খনন করা হয়েছে তার দৈর্ঘ্য ৫২০ মিটার, আর কলকাতার দিক থেকে হুগলী পর্যন্ত মেট্রো রেল সংযোগের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৪ দশমিক ৮ কিলোমিটার। টানেলটি তৈরি করা হয়েছে নদীর তলদেশের ৫২ ফুট নীচে। যখন এই লাইনটি খোলা হবে, তখন এই পথে ঘণ্টায় তিন হাজার যাত্রী চলাচল করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

তবে নদীর নীচ দিয়ে যাওয়া মেট্রোর এই অংশটি আসলে পূর্ব কলকাতায় হাওড়া এবং সল্ট লেকের আরও বৃহত্তর একটি সংযোগের অংশ। স্যার হার্লি ১৯২১ সালে প্রথম যে পরিকল্পনাটি নিয়েছিলেন, বলা যেতে পারে এটির ডিজাইন হুবহু একই রকম।

তবে স্যার হার্লি কেবল একটি মেট্রো লাইন ডিজাইন করেননি তিনি কলকাতার জন্য ভূগর্ভস্থ মেট্রোর একটি পূর্ণাঙ্গ মহাপরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন, যেটির লাইন আরও উত্তরে এবং কলকাতার অনেক দক্ষিণে পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

তিনি তার এই পরিকল্পনা বিশদভাবে তুলে ধরেন ‘ক্যালকাটা টিউব রেলওয়েজ’ নামের এক বইতে। এই বইতে কলকাতার অনেক জটিল মানচিত্র এবং প্রস্তাবিত মেট্রো লাইনের অনেক ড্রয়িং আছে। এরকম টিউব রেল করতে গেলে কীরকম খরচ পড়বে, তার হিসেবও আছে।

কলকাতার এই প্রস্তাবিত মেট্রো রেলে তিনি সব স্টেশনে এস্কেলেটর এবং পাখা বসানোরও সুপারিশ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, ট্রেনগুলিতে এবং ভূগর্ভস্থ স্টেশনগুলিতে আরামদায়ক তাপমাত্রা বজায় রাখার ব্যাপারটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কলকাতায় কোন কোন মৌসুমে মাটির উপরেই যেরকম গরম পড়ে সেটি বিবেচনায় রাখতে হবে।

স্যার হার্লি যখন তার কলকাতার পরিকল্পনার কথা ভাবছিলেন, ততদিনে কিন্তু লন্ডন, প্যারিস এবং নিউ ইয়র্কে আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে চালু হয়ে গেছে।

লন্ডনে বিশ্বের প্রথম আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে চালু হয় ১৮৬৩ সালের ১০ জানুয়ারি। প্যাডিংটন হতে (তখন বলা হতো বিশপ রোড) ফ্যারিংডন স্ট্রিট পর্যন্ত এই লাইন পরিচালনা করতো মেট্রোপলিটন রেলওয়ে।

বিশ্বে নদীর নীচ দিয়ে নির্মিত প্রথম টানেল ছিল টেমস টানেল, যেটি খুলে দেয়া হয়েছিল ১৮৪৩ সালে। এটি তৈরি করেছিলেন স্যার ম্যাক ব্রুনেল নামের এক প্রকৌশলী এবং তার ছেলে ইসামবার্ড। ব্যস্ত নদী টেমসের নীচ দিয়েও যেন মালামাল পার করা যায়, সেটাই ছিল তাদের লক্ষ্য। কিন্তু কাজ শুরু করার পর তাদের তহবিল ফুরিয়ে গেল। ফলে শেষ পর্যন্ত এই টানেলটি কেবল পথচারীদের জন্য একটি আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে খুলে দেয়া হয়।

তবে ১৯২১ সাল নাগাদ টেমস নদীর নীচ দিয়ে অন্তত দশটি টানেল চালু হয়, যার বেশিরভাগই ছিল রেল চলাচলের জন্য। তবে সড়ক, পথচারী পারাপার হতে শুরু করে নানা ধরণের কাজেও কিছু টানেল ব্যবহৃত হয়।

কাজেই স্যার হার্লি যখন ১৯২১ সালে কলকাতায় হুগলী নদীর নীচ দিয়ে একটি টানেলের ডিজাইন করলেন, সেটি সেই অর্থে বড় কোন ঘটনা নয়।

তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৬১ সালে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায়। তিনি প্রকৌশল বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করেন এডিনবারা বিশ্ববিদ্যালয়ে, এরপর যোগ দেন লন্ডন আন্ডারগ্রাউন্ডে। তিনি কাজ করতেন বেকারলু লাইন, হ্যাম্পস্টেড টিউব এবং পিকাডিলি লাইনে। সেসময় ব্রিটিশ ভারতের শাসনভার ছিল যে ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের ওপর, তারা সিদ্ধান্ত নিল যে কলকাতার একটি টিউব রেল ব্যবস্থা থাকা দরকার। তখন ১৯২১ সালে এই পরিকল্পনার দায়িত্ব দেয়া হলো স্যার হার্লির ওপর।

কলকাতা তখন আর ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী নয়, কিন্তু তখনো এটি এক ব্যস্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক নগরী। হাওড়ার কারখানাগুলো তখনো বেশ ভালোভাবে চলছে। কলকাতা আর হাওড়ায় কাজের সন্ধানে তখন সারা ভারত থেকে মানুষ আসতো। কিন্তু সেখানে গণপরিবহন ব্যবস্থা বলতে সেরকম কিছু ছিল না। তখন হাওড়া এবং কলকাতার মধ্যে একমাত্র সড়ক যোগাযোগ ছিল হুগলী নদীর ওপর একটি পন্টুন ব্রিজের মাধ্যমে। নৌকায় করেও নদীর দুই তীরে যাত্রী পারাপার করা হতো। বিখ্যাত হাওড়া ব্রিজ চালু হয়েছিল এর অনেক পরে, ১৯৪৩ সালে।

তবে স্যার হার্লি কলকাতার টিউব রেলের পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন কলকাতার মাটিতে পা না দিয়েই। তিনি তার এক সহকারীকে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন সব প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ এবং অনুসন্ধান চালানোর জন্য, যাতে করে তিনি কলকাতা এবং সংলগ্ন পৌরসভা হাওড়ার জন্য একটি টিউব রেলওয়ে নির্মাণের ব্যাপারে রিপোর্ট তৈরি করতে পারেন।

স্যার হার্লি যে রেল নেটওয়ার্ক প্রস্তাব করেছিলেন, তার প্রথম অংশটি হওয়ার কথা ছিল পূর্ব কলকাতার একটি পাড়া বাগমারি হতে হাওড়ার বেনারস রোড পর্যন্ত।

তবে তখনই এই মহাপরিকল্পনার খরচ ধরা হয়েছিল ৩৫ লাখ পাউন্ড। অত্যন্ত ব্যয়বহুল বলে বিবেচিত হওয়ায় এই প্রকল্পে অর্থ যোগানো সম্ভব হবে না বলে মনে করা হয়েছিল।

এই টিউব রেলের স্বপ্ন যে আর বাস্তবায়িত হবে না ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে দ্য ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেটের প্রথম পাতায় সেই খবর প্রকাশিত হয়েছিল।

খরচের কথা বিবেচনা করলে, তারা মনে করেছেন যে মাথার ওপর দিয়ে রেল লাইন তৈরি করা হলে সেটাই বরং অনেক ভালো হবে, পৌরসভার একজন কাউন্সিলের এক সভার পর তখন মন্তব্য করেছিলেন।

কাজেই ভারতে নদীর নীচ দিয়ে প্রথম রেললাইন তৈরির পরিকল্পনা এভাবেই ধামাচাপা পড়ে গেল।

স্যার হার্লির টিউব রেলের পরিকল্পনা যদিও কোনদিন আলোর মুখ দেখেনি, কলকাতায় তিনি অনেক ছাপ রেখে গিয়েছিলেন। ১৯২৮ সালে কলকাতার বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানি, সিইএসসি, তাকে অনুরোধ করেছিলেন হুগলী নদীর নীচ দিয়ে একটি টানেল নির্মাণের জন্য, যেটি কলকাতা হতে হাওড়া পর্যন্ত যাবে। আর এই টানেল দিয়ে টানা হবে বিদ্যুতের তার। এই চ্যালেঞ্জ তিনি গ্রহণ করেন, তবে শর্ত দেন যে তিনি আস্থা রাখেন এমন ঠিকাদারকে কাজটি দিতে হবে। সিইএসসি রাজী হয়েছিল। ১৯৩১ সালে কলকাতায় নদীর নীচ দিয়ে প্রথম টানেল তৈরি হলো।

হুগলী নদীর নীচ দিয়ে তৈরি স্যার হার্লির সেই টানেল এখনো ব্যবহৃত হয়। তবে এই টানেলের ভেতর দিয়ে বিদ্যুতের লাইনই কেবল গেছে, ট্রেন চলে না।

সাময়িকী

ইন্টারনেটে আসক্ত ৯১ ভাগ শিক্ষার্থী?

রশীদ স্বপন
কলামিস্ট

ইন্টারনেটের কারণে ৮৫ ভাগেরও বেশি শিক্ষার্থী কোনো না কোনো সময়ে মানসিক সমস্যায় পড়েছেন। আর ইলেট্রনিক ডিভাইসের কারণে প্রায় ৭১ ভাগ শিক্ষার্থী নেতিবাচক প্রভাবের মুখোমুখি হন।

‘আঁচল ফাউন্ডেশন’ নামে একটি বেসরকারি সংস্থা তাদের এক জরিপে এই তথ্য জানিয়েছে। তাদের জরিপে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ইলেকট্রনিক গেজেটও অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তবে তাদের এই জরিপ নিয়ে প্রশ্নও আছে। বিশ্লেষকেরা বলছেন, এটা জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা। বাস্তবে সংখ্যাটা এত বেশি নাও হতে পারে।

প্রতিষ্ঠানটি সারাদেশের এক হাজার ৭৭৩ জন শিক্ষার্থী শিক্ষার্থীর মধ্যে চরিপ চালায় যাদের বয়স ১৬ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। এরমধ্যে নারী ৪৯.৫ এবং পুরুষ ৪৯.৭ শতাংশ। তৃতীয় লিঙ্গের ০.৮ শতাংশ। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত জরিপটি চালানো হয়।

বিশ্লেষকেরা বলছেন,ইন্টারনেট ভিত্তিক যত প্রোডাক্ট তৈরি করা হচ্ছে তারা টার্গেটই হলো আসক্ত করা। তাই এই ব্যাপারে অভিভাবকদের সবার আগে সচেতন হতে হবে। কারণ ইন্টারনেট মানুষের প্রতিদিনের জীবনের অংশ হয়ে গেছে। এটা বাদ দেয়ার কোনো উপায় নেই। তাই এখন দরকার ইন্টারনেট লিটারেসি।

জরিপে অংশ নেয়া শিক্ষার্থীর মধ্যে ৭২.২ শতাংশ শিক্ষার্থী জানিয়েছেন তারা তাদের জীবনে কখনো না কখনো মানসিক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন। এই মানসিক সমস্যার জন্য ৮৫.৯ শতাংশ শিক্ষার্থী ইন্টারনেটকে দায়ী করেন।

ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী বলেন,আমাদের তরুণদের ব্যস্ত রাখার মতো কোনো ব্যবস্থা আমরা রাখছি না। বিনোদন বা পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোরও এখন তেমন সুযোগ নাই। শহরে খেলার মাঠ নাই ফলে তরুণরা ইন্টারনেটে সময় কাটাচ্ছে। এটা এক সময় তাদের মধ্যে আসক্তি তৈরি করে। তারা বাস্তব দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভার্চুয়াল জগতের বাসিন্দা হয়ে উঠছে। এতে তাদের মানসিক এবং শারীরিক দুই ধরনের সমস্যাই হচ্ছে। এই জরিপে যদি ৪০ থেকে ৫৫-৬০ বছরের নাগরিকদের অন্তর্ভুক্ত করা হতো তাহলে ভিন্ন আরেকটি চিত্র পাওয়া যেত। যা থেকে এই ইন্টারনেট আসক্তির কারণ বের করা সহজ হতো মনে করেন, এই অধ্যাপক। জরিপে অংশ নেয়া শিক্ষার্থীদের ৯৪.১ শতাংশ পড়াশুনার কাজে ইন্টারনেট ব্যবহার করলেও পড়াশুনাসহ দরকারি কাজের চেয়ে বিনোদন বা সময় কাটানোর জন্যই শিক্ষার্থীরা বেশি সময় ইন্টারনেটে ব্যয় করেন। তারা দিনের বড় একটি সময় অনলাইনে থাকছেন। সর্বোচ্চ ৩৬.৬ শতাংশ শিক্ষার্থী দিনে পাঁচসাত ঘন্টা ইন্টারনেটে থাকেন। পড়াশোনার ফাঁকে অনলাইনে গেলে ৫২.৬ শতাংশের পড়াশোনার মনোযোগ হারিয়ে যায়। ৩১.২ শতাংশের পড়াশুনায় অনীহা জন্ম নেয়। আঁচল ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট তানসেন রোজ বলেন, আমরা গভীর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখতে পেরেছি। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। পড়াশুনা ছেড়ে অন্য নেতিবাচক কাজে যুক্ত হয়ে পড়া। একটি কল্পনার জগতে বাস করার প্রবণতা এমনকি আত্মহত্যার মতো ঘটনাও ঘটেছে। আছে শারীরিক নানা প্রতিক্রিয়া। রাত জেগে ইন্টারনেটে থাকলে তার তো বিভিন্ন ধরনের শারীরিক সমস্যা হবেই। তিনি মনে করেন, ইন্টারনেট ব্যবহার করার শুরুতেই একজনকে এর সব দিক সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। কারণ ইন্টারন্টে ছাড়া তো আমরা চলতে পারব না। তাই এর ভালো ও খারাপ দিক সম্পর্কে খোলাখুলি সন্তানদের সঙ্গে আলাপ করতে হবে। ইন্টারনেটের কারণে ৫৭.২ শতাংশ শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক জীবনে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। তাদের মধ্যে ৫৯.৬ শতাংশ মনে করেন ইন্টারনেটে সময় ব্যয় তাদের পড়াশোনার ক্ষতি করছে। ১৭.৮ শতাংশ ইন্টারনেটে পর্ন দেখা, সাইবার ক্রাইম, বাজি ধরা ও বুলিংসহ অপ্রীতিকর কাজে যুক্ত হয়ে পড়েছেন।

বিপজ্জনক ভাইরাস বহন করতে পারে মগডালের মশা

নিকোলেটা রেনৎস

মশার কারণে মারাত্মক রোগ ছড়িয়ে পড়ার উদাহরণ কম নয়। করোনা বহন না করলেও আগামী মহামারির ভাইরাস মশা যে বহন করবে না, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। বিজ্ঞানীরা এমন বিপজ্জনক মশা সম্পর্কে আরো জানার চেষ্টা করছেন।

অ্যাডাম হেন্ডি ও তাঁর টিম অ্যামাজন রেন ফরেস্টে ফাঁদ পাতেন। তাঁরা আসলে মশার পেছনে ধাওয়া করছেন। কারণ সেই মশা সম্ভবত এমন এক ভাইরাস বহন করতে পারে, যা আগামী মহামারির কারণ হবে। সে ক্ষেত্রে ভাইরাস শিকারিরা সময় থাকতে সেই মশা শনাক্ত করতে চান। প্রথম দল হিসেবে তাঁরাই প্রাণীর দেখা পেতে পারেন। তবে তার জন্য চাই অনেক ধৈর্য্য ও অধ্যাবসায়।

গাছের মাথার উপর বিশেষ বিপজ্জনক মশা বাস করে বলে জানা গেছে। অ্যাডাম ও তার টিম সেই মশাই ধরতে চান। অ্যাডাম ও তাঁর টিম এমন মশার সন্ধান করছেন, যেগুলি ওয়েস্ট নাইল বা ডেঙ্গুর মতো তথাকথিত আরবোভাইরাস বহন করে। সেই ভাইরাস মেরুদণ্ডী প্রাণীর শরীরে বংশবৃদ্ধি করে এবং মশার কামড়ের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সেই মশার উপর নজরদারি চালানো অত্যন্ত কঠিন। প্রায় ১০,০০০ হেক্টর এলাকা জুড়ে অপেক্ষাকৃত অক্ষত রিজার্ভ ফরেস্টে আরো একটি গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে। প্রশ্ন হলো, জঙ্গলের গভীরের মশা কি বাইরের অংশের মশার তুলনায় ভিন্ন ভাইরাস বহন করে? সেই প্রশ্নের জবাব পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। অ্যাডাম হেন্ডি বলেন, ‘‘প্রথমে মশা ধরতে আমাদের বেশ বেগ পেতে হয়েছে, কারণ আগে এই প্রাণী সম্পর্কে বেশি গবেষণা হয়নি। সেই মশা ধরার বিষয়ে আমরা অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েছি। সেই প্রক্রিয়ায় আমাদের অনেক কষ্ট হয়েছে।’’

সত্যি বিপজ্জনক মশা ঠিক কোথায় বাস করে? অ্যাডামের অনুমান, গাছের একেবারে উপরের অংশের মশা মানুষের জন্য হুমকি বয়ে আনে। সেই ধারণা প্রমাণ করতে তিনি জঙ্গলের মাঝে দশ মিটার উঁচু রিসার্চ প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলেছেন।

অ্যাডাম বলেন, ‘‘গাছের মাথার মশা মানুষের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক, কারণ সেই প্রাণী এমন প্যাথোজেন বহন করে, সাধারণত আমরা যেগুলির সংস্পর্শে আসি না। আমাদের ইমিউন সিস্টেম সেই বিপদ চেনে না।’’

গাছের মাথায় যে প্রজাতির মশা বাস করে, সেই প্রাণী উষ্ণ ও শুকনো পরিবেশ পছন্দ করে। নীচে জঙ্গলের মাটির উপর অন্য প্রজাতির মশা দেখা যায়, যারা ছায়া ও শীতল পরিবেশে থাকতে চায়। কিন্তু বিপজ্জনক মশা কখন গাছের মগডাল থেকে নীচে নামে? সেই প্রশ্নের উত্তর পেতে অ্যাডাম ও তাঁর টিম বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন জায়গায় মশা ধরছেন। তিনি মনে করেন, ‘‘আমরা যখন জঙ্গলের ধারে গাছ কেটে ভবন অথবা সড়ক তৈরি করি, আমরা সেখানকার ‘মাইক্রোক্লাইমেট’ বদলে দেই। গাছের মগডালের নীচের পরিবেশ তখন গরম ও শুকনো হয়ে পড়ে। ছাউনির নীচে যে প্রজাতির মশা থাকে, তাদের সেটা পছন্দ। সে ক্ষেত্রে সেই প্রজাতি জমির আরও কাছাকাছি চলে আসে। তখন মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের আশঙ্কাও বেড়ে যায়।

ঘন জঙ্গলে মশার উপর নজরদারি হয়তো সম্ভব। কিন্তু রেইন ফরেস্টে গাছ কাটা কমানো আরও সহজ উপায়। কারণ প্রতিটি নতুন সড়ক হয়তো বিপজ্জনক মশা ডেকে আনছে।

জানা অজানা

পশু বলি নয়,পশুত্ব বলি

সুনীল কুমার দে

বলি অর্থে সমর্পন বা সোঁপে দেওয়া।আমাদের হিন্দু ধর্মে বলি প্রথার প্রচলন আছে।যারা শাক্ত অর্থাৎ শক্তির উপাসক তারা মায়ের নামে পশু বলি দিয়ে থাকে।শক্তি অর্থে দুর্গা, কালী, চন্ডী, জগদ্ধাত্রী, মনসা প্রভৃতি দেবীদের বোঝায়।তাদের পূজাতে, ছাগ, হাঁস, মহিষ প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়।শক্তির পূজা দুই মতে করা হয়,এক হলো সার্ত মত আর দুই হলো তন্ত্র মত।সার্ত মতে বলি নেই মাকে তারা পরম বৈষ্ণবী বলে।তন্ত্র মতে বলি দেওয়ার প্রথা আছে।তন্ত্র মতে পঞ্চ ম কারের সাধনা আছে।পঞ্চ মকার হলো মদ,মাংস,মাছ,মুদ্রা ও মিথুন। এই পঞ্চ মকারের সাধনা করতে গিয়ে বেশির ভাগ সাধকের পতন হয়ে থাকে।তন্ত্র মতে পঞ্চ ম কারের সাধনায়,রামপ্রসাদ,বামাক্ষেপা ও রামকৃষ্ণ দেব সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। রামকৃষ্ণ দেব তো ৬৪ প্রকারের তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছিলেন কিন্তু তিনি মাকে পশু বলি দেন নি।অথচ তিনি মাকে সাক্ষাৎ দর্শন করেছিলেন,মাকে নিজের হাতে খাইয়েছিলেন,মায়ের সাথে কথা বলতেন।রামপ্রসাদ ও বামাক্ষেপা ও মায়ের দর্শন লাভ করেছিলেন তন্ত্র সাধনা করে ও বিনা পশু বলি দিয়ে।প্রাচিন কালে মায়ের নামে শুধু পশু নয়,নরবলি ও দেওয়া হতো।নহুষ রাজা নরমেধ যজ্ঞ করেছিলেন আর মানুষ বলি দিয়েছিলেন।কালান্তরে নর বলি বন্দ হয়ে যায় কিন্তু পশু বলি থেকে যায়।আজও বহু জায়গায় মায়ের নামে পশু বলি দেওয়া হয়।আসলে পশু বলি নয়,পশুত্ব বলির কথা বলা হয়েছে।আমাদের মনে যে পশুত্ব ভাব ও আ সুরিক ভাব আছে তা মায়ের চরণে সমর্পন বা বলি দিয়ে ভক্তি ও পবিত্র মনে সাধন ভজন ও পূজা করাই হলো আসল পূজা।সনাতনী শাস্ত্রে পাঁঠা বলির কোনো উল্লেখ নেই।উল্লেখ রয়েছে ছাগ বলির কথা।ছাগ মানে ছাগল বা পাঁঠা নয়।ছাগ শব্দের অর্থ ছয় রিপু যথা,, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, ও মাৎসর্য্য।এই ছয় রিপু কে এক কথায় ছাগ বলে।প্রকৃত অর্থে এই ছয় রিপুকেই বলি দিতে হয়। তা ছাড়া মা তো জগৎ জননী।তিনি শুধু মানুষের জননী নন,পশু,পাখি,কীট, পতঙ্গ,মানুষ সবার জননী।তাই ছাগ বা পাঁঠা ও তো মায়ের সন্তান।মা কি করে নিজের সন্তানের রক্ত খেয়ে খুশি হবেন।মাকে আমরা প্রণাম করছি, যা দেবী সর্বভুতে সু মাতৃ রূপেণ সংস্থিতা বলে।সুতরাং সেই করুণাময়ী ও দয়াময়ী মাকে রাক্ষসী বানাতে চাই।তাই আমার মতে বলি প্রথা শুধু মাত্র একটি অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার ছাড়া কিছুই নয় যা সমাজের কিছু ক্ষমতাশালী মানুষ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এই প্রথার প্রচলন করেছে।তাই মায়ের নামে নিরীহ পশুদের বলি দেওয়া হিন্দু ধর্মে বন্দ হওয়া প্রয়োজন।পশু নয়,পশুত্ব বলি দিয়ে মায়ের পুজো ও আরাধনা করুন সবাই।তাতেই মা সন্তুষ্ট হবেন।মাকে দেওয়ার কত কি আছে,ফল মুল,মিষ্টি আরো কত কি।ভক্তি,ভালোবাসা ও অনুরাগ দিন মা তাতেই খুশী হবেন,পশু বা ছাগ বলির প্রয়োজন হবে না।

পাঠকের চিঠি

সমাজ সেবার ও সমাজ সেবকের পরিভাষাই বদলে গেছে

আজকাল সমাজ সেবা ও সমাজ সেবক কথা গুলো খুবই প্রচলিত।আজকাল খবরের কাগজে প্রায় ই দেখি অমুক বিশিষ্ট সমাজ সেবী মারা গেলেন।অমুক ব্যক্তি খুব সমাজ সেবার কাজ করছেন।সমাজের যিনি কাজ করেন সাধারণত তাকেই সমাজ সেবক বলা হয় ।সমাজ সেবা বলতে কি বুঝি সরকারি ফান্ডে চাপাকল,সড়ক, স্কুল ভবন,বাউন্ডারি,শৌচালয় প্রভৃতি করে দেওয়া কিংবা বৃদ্ধা পেনশন,ইন্দ্রা বাস,জাতি প্রমান পত্র প্রভৃতি কাজ করে দেওয়া।কিংবা রাস্তায় যে দুর্ঘটনা গ্রস্ত হয়ে পড়ে আছে তাকে হাসপাতাল পৌঁছে দেওয়া,কিংবা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা,কিছু ছেলেদের নিয়ে ব্লক,থানা,ডিসি অফিস ঘেরাও করা,জিন্দাবাদ মুর্দাবাদ করে জেলে যাওয়া প্রভৃতি এই সব গুলোকেই কি সমাজ সেবার কাজ বলা হয় বা যারা এ সব কাজ করে তাদের সমাজ সেবক বলা হয়।আর যারা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করছে,যারা রক্তদান করছে,যারা নিশুল্ক নেত্র চিকিৎস্যা শিবিরের আয়োজন করছে,গরিব মানুষের চোখের আলো ফিরিয়ে নিয়ে আসছে,যারা ফ্রী মেডিক্যাল ক্যাম্প করে মানুষের জীবন বাঁচাচ্ছে, যারা গরিবদের অন্ন বস্ত্র বিতরণ শিবিরের আয়োজন করছে,যারা ছাত্র ছাত্রী দের প্রতিভা বিকাশের জন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক প্রতিযোগিতা করছে,তাদের পুরস্কৃত করছে,তাদের নৈতিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের কাজ করছে,যারা মেয়েদের আত্ম নির্ভরশীল করার জন্য সেলাই,কড়াই,কম্পিউটার,যোগ প্রভৃতি প্রশিক্ষন দিচ্ছে,যারা মানুষের মধ্যে ধার্মিক চেতনা জাগাতে চাইছে,ভক্তি ও জ্ঞান দিয়ে তাদের চরিত্র নির্মাণ ও সুধার করার চেষ্টা করছে,ধার্মিক একতা, সম্প্রীতি ও সমন্বয় স্থাপনের চেষ্টা করছে,যারা নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি কে বাঁচানোর জন্য বিভিন্ন কাজ করছে তারা কি সমাজের কাজ করছে না,তাদের কে কি সমাজ সেবক বলা যায় না। বড় দুঃখের বিষয় যারা সমাজে চুপচাপ সমাজ সেবার কাজ করছে,সমাজ নির্মাণ ও মানুষ নির্মাণের কাজ করছে সমাজে তাদের বেশি কদর নেই।সেই সব মানুষ দের কেউ সমাজ সেবক বলে না।কোনো অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি ও বিশিষ্ট অতিথি করে তাদের সন্মান দেওয়া হয় না।যে সন্মান দেশে নেতা,অভিনেতা,খিলাড়ি,ও জনপ্রতিনিধিদের দেওয়া হয় সে সন্মান এই দেশে একজন শিক্ষক,কবি লেখক,সাংবাদিক,ও সমাজ ও দেশ নির্মাণের কাজে লিপ্ত একজন সমাজ সেবক কে দেওয়া হয় না।যারা সমাজ কে পথ দেখাচ্ছে,যারা দেশে নেতা,মন্ত্রী,আফিসার ও ভাবী নাগরিক তৈরি করছে তারাই আজ উপেক্ষিত ,অবহেলিত।আজ সমাজ সেবার ও সমাজ সেবকের পরিভাষাই বদলে গেছে।

সুনীল কুমার দে, পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

ঝাড়খন্ডের বাংলা ভাষী ছেলে মেয়েরা বাংলা শিখতে চায় কিন্তু সরকারী স্কুলে ব্যবস্থা নেই ঃ সুনীল কুমার দে

পোটকার বড় ভূমরি গ্রামে বাংলা শেখানোর ক্লাশ শুরু

৩৩ জন ছাত্র ছাত্রী বাংলা শিখতে নাম লেখালো

পোটকা ঃ ১১ ই জুন ২০২৩ সকাল ১০ টায় পোটকা অঞ্চলের বড় ভূমরি গ্রামে মাতাজী আশ্রম হাতার প্রেরণা ও সহযোগিতায় গৌর নিতাই ঠাকুর আজীবিকা র উদ্যোগে বাংলা ভাষা শেখানোর ক্লাশ শুরু করা হলো।এই উপলক্ষে মুখ্য অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক, সমাজসেবী ও মাতাজী আশ্রমের সঞ্চালক সুনীল কুমার দে,বিশিষ্ট অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন রামগড় আশ্রম হাতার অধ্যক্ষ সুধাংশু শেখর মিশ্র,দুর্গাবাড়ি জামশেদপুরের সমীর দাস,মূর্তিকার ও সমাজসেবী সুবোধ গড়াই, সমাজ সেবিকা মমতা পতি,বাংলা ক্লাব খয়ের পালের মৃনাল পাল,মাতাজী আশ্রমের ভক্ত অমল বিশ্বাস,বলরাম গোপ প্রমুখ।প্রথমে সুনীল কুমার দে ও সুধাংশু মিশ্র সংযুক্ত ভাবে ধুপ দীপ জ্বেলে ও মা সরস্বতীর প্রতিকৃতিতে পুস্পার্ঘ্য প্রদান করে শুভ কাজের সূচনা করলেন।বিমল মণ্ডল সকল অতিথি ও শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানালেন।রিতা মণ্ডল ও রিনা মণ্ডল সরস্বতী সংগীত গেয়ে অনুষ্ঠানটির শুভারম্ভ করলেন।এই অবসরে সুবোধ গড়াই, সুধাংশু মিশ্র,মৃনাল পাল,ঋষভ মণ্ডল নিজের নিজের মহত্ব পূর্ণ বক্তব্য রাখলেন ও সকল বাংলা ভাষীদের নিজেদের মাতৃভাষা বাংলা কে শেখার জন্য ও বাঁচিয়ে রাখার জন্য আহ্বান জানালেন।মমতা পতি একটি রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করলেন।সুনীল কুমার দে বললেন,,ঝাড়খন্ডের ছেলে মেয়েরা নিজেদের মাতৃভাষা বাংলা শিখতে চায় কিন্তু সরকারী স্কুলে কোনো ব্যবস্থা নেই।ঝাড়খন্ড সরকার কে রাজ্যের ৪২ বাংলাভাষীদের ভাবনা কে সম্মান দেওয়া উচিত ও অবিলম্বে স্কুল গুলো তে বাংলা পড়ানোর কাজ শুরু করা উচিত।বাংলা ঝাড়খন্ডের বুনিয়াদি ভাষা।তারপর উপস্থিত বাংলা শিক্ষার্থীদের মাতাজী আশ্রমের পক্ষ থেকে বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয় ও খাতা দেওয়া হয় ও বাংলা ক্লাবের পক্ষ থেকে কলম দেওয়া হয়।৩৩ জন ছাত্র ছাত্রী বাংলা শেখার জন্য নাম লেখায়।সুনীল কুমার দে বাংলা শেখানোর প্রথম ক্লাশ টি নেন।প্রতি রবিবার সকাল ৯ টায় বাংলা ক্লাশ নেওয়া হবে যা নিশুলক হবে।বাংলা শেখাবেন রিনা মণ্ডল,রিতা মণ্ডল,মমতা ময়ী মণ্ডল,করুণাময়ী মণ্ডল ও রেখা রানী মণ্ডল।শেষে রিতা মণ্ডল সবাই কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ও অনুষ্ঠানটি কে সঞ্চালন করেন সুনীল কুমার দে।

পাল্টা আক্রমণ করে তিন গ্রাম মুক্ত করলো ইউক্রেন

ইউক্রেন ঃ পূর্ব দনেৎস্ক তিনটি গ্রাম রাশিয়ার কবল থেকে মুক্ত করার দাবি করেছে ইউক্রেন। রাশিয়া এই দাবি অস্বীকার করেছে। সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করা ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, দনেৎস্কর ব্লাহোদাতনে সহ তিনটি গ্রামে ইউক্রেনের সেনা বিজয়োৎসব পালন করছে। বাড়িতে ইউক্রেনের পতাকা আবার উড়ছে। ইউক্রেনের ডেপুটি প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, আরো একটি গ্রাম সেনা দখল করে নিতে পেরেছে। পাল্টা আঘাত হেনে এই অঞ্চলে এই প্রথম সাফল্য পেল ইউক্রেনের সেনা। শনিবারই ইউক্রেনের প্রেসিডেংট জেলেনস্কি জানিয়েছিলেন, দনেৎস্ক ইউক্রেনের সেনা পাল্টা আক্রমণে গেছে। তারপরই তিনটি গ্রাম মুক্ত করার দাবি করা হয়েছে। এই তিনটি গ্রাম মারিউপল যাওয়ার রাস্তায় পড়ে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এরপর ইউক্রেন মারিউপল উদ্ধার করতে ঝাঁপাবে। আবার ব্লাহোদতনে গ্রামে উড়লো ইউক্রেনের পতাকা। আবার ব্লাহোদতনে গ্রামে উড়লো ইউক্রেনের পতাকা। রাশিয়া অবশ্য এখনো পর্যন্ত এই দাবি সমর্থন করেনি। নোভা কাখোভকার পর রাশিয়ার সেনা ঝাপোরিজ্জিয়া অঞ্চলে আরো একটি বাঁধ ভেঙে দিয়েছে বলে ইউক্রেনের অভিযোগ। কিছুদিন আগে নোভা কাখোভকায় বাঁধের একটা অংশ উড়িয়ে দেয়া হয়। তারপর প্রবল বন্যায় বিস্তীর্ণ এলাকা ডুবে গেছে। ইউক্রেনের সেনা মুখপাত্র বলেছেন, এরপর রাশিয়া নোভোদারিভকা গ্রামের কাছে আরো একটি বাঁধ উড়িয়ে দিয়েছে। এর ফলে ওই অঞ্চলে বন্যা দেখা দিয়েছে। মুখপাত্র জানিয়েছেন, ২০২২-এর ফেব্রুয়ারি থেকে এলাকাটি রাশিয়ার দখলে।

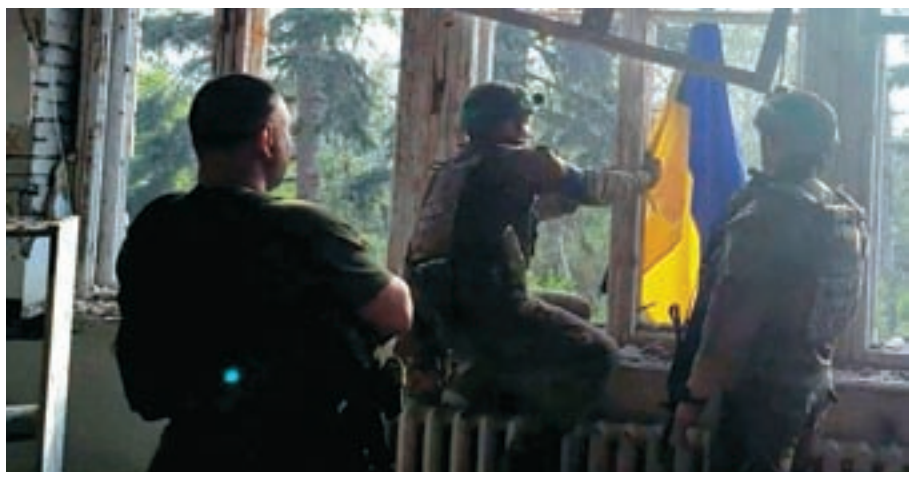

মারা গেছেন ইটালির সাবেক প্রধানমন্ত্রী বার্লুসকোনি

মিলান ঃ ৮৬ বছর বয়সে মারা গেলেন ইটালির আলোচিত ব্যক্তিত্ব সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও মিডিয়া মোগল সিলিভিও বার্লুসকোনি। ইটালির রাজনীতি ও ব্যবসামহলে বর্ণাঢ্য এক জীবন পার করা এই ব্যবসায়ী শেষ বয়সে লিউকোমিয়ায় ভুগছিলেন।

সোমবার সকালে মারা যান ইটালির তিনবারের প্রধানমন্ত্রী সিলভিও বার্লুসকোনি। মারা যাবার সময় তার বয়স ছিল ৮৬ বছর। লিউকোমিয়া ছাড়াও শেষ দিকে তার ফুসফুসে সংক্রমণ হয়েছিল।

বার্লুসকোনি ১৯৯৪-৯৫, ২০০১-২০০৬ ও ২০০৮-২০১১ মেয়াদে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি সরকারের কোন অংশ না হলেও ইটালির রাজনীতিতে তার প্রভাব আছে। তার দল ফোরসা ইটালিয়া এখনো বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির ডানপন্থি জোট সরকারের অংশ।

রাজনীতিতে যোগ দেবার আগেই তিনি ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। ইটালির সবচেয়ে বড় মিডিয়া প্রতিষ্ঠান 'মিডিয়া ফর ইউরোপ' প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। এই প্রতিষ্ঠানের সিংহভাগ শেয়ার বার্লুসকোনি পরিবারের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ফিনিনভেস্ট গ্রুপের কাছে রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, তার মৃত্যুর পর তার বড় মেয়ে মারিনা বার্লুসকোনি এই প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নেবেন।

তার মৃত্যুর পর ইটালির সরকারের দুই জন মন্ত্রী তাৎক্ষণিকভাবে শোক প্রকাশ করেন। ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার, মাত্তেও সালভিনি বিবৃতি দিয়ে তাকে 'একজন বিরাট ইটালিয়ান ব্যক্তিত্ব' হিসেবে উল্লেখ করেন।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী গুইদো ক্রসেত্তো টুইটারে লিখেছেন, একটি যুগের অবসান হল। ''আমি তাকে অনেক ভালোবাসতাম। বিদায় সিলভিও,'' লেখেন তিনি।

তার বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ী জীবনে তিনি বেশ কয়েকবার কর ফাঁকি ও দুর্নীতির অভিযোগে কারাদণ্ড ভোগ করেন। পরে অবশ্য ছাড়া পেয়ে যান। এছাড়া একজন টিনএজ পতিতার সঙ্গে যৌনমিলনের অভিযোগও গঠিত হয় তার বিরুদ্ধে।

রাজপথে উন্মুক্ত গব্বর, কামরূপ মেট্রো এবং ডিব্রুগড় জেলা শাসককে জবাবদিহি করলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

আগামী পাঁচ দিনের ভয়াবহ বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাসের জেরে প্রত্যেক জেলা শাসককে সতর্ক থাকার নির্দেশ, ডিমা হাসাও জেলায় বিশেষ দৃষ্টি

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ বর্তমান গুয়াহাটি মহানগর সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় রাজপথে উন্মুক্ত গব্বর থাকা যেন এক চিরাচরিত নিয়মে পরিণত হয়েছে। জলজীবন মিশন, বিএসএনএল, অন্যান্য মোবাইল পরিষেবা সংস্থা, গ্যাস পাইপ লাইন, ট্রাফিক সিগনাল ইত্যাদি নানা কারণে রাজপথে মাটি খুঁড়ে গর্ত করা হচ্ছে। কিন্তু নানা ক্ষেত্রে কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও সেই গর্ত বন্ধ করা হচ্ছে না। এর ফলে ইতিমধ্যে গুয়াহাটি মহানগরে এক ছাত্রী এবং ডিব্রুগড়ে এক ব্যক্তি সহ মোট দুজন প্রাণ হারিয়েছেন। ফলে এবার এক্ষেত্রে কামরূপ মেট্রো এবং ডিব্রুগড় জেলা শাসককে জবাবদিহি করলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। একই সঙ্গে আগামী পাঁচ দিনের ভয়াবহ বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাসের জেরে প্রত্যেক জেলা শাসককে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। তাছাড়া ডিমা হাসাও জেলায় বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে এসডিআরএফ এর একটি দলকে তাৎক্ষণিকভাবে এই জেলায় পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার জন্য ছুটির দিন রবিবার জেলাশাসকের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে মিলিত হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বিশেষ করে রাজপথে উন্মুক্ত গব্বর এবং পাঁচ দিনের ভয়াবহ বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাসের ফলে বন্যার আগাম সতর্কতা হিসাবে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য জেলাশাসকদের সঙ্গে তিনি আলোচনা করেছেন। গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর স্থিত অসম সচিবালয় জনতা ভবনে আযোজিত এই ভার্চুয়াল বৈঠক মুখ্যমন্ত্রী জেলাশাসকদের উপর কঠোর বাক্যবাণ নিক্ষেপ করেছেন। তিনি বলেন এভাবে রাজপথে রাজপথে উন্মুক্ত গব্বর থাকার ফলে কোনো ঘটনা ঘটলে অথবা কোন ব্যক্তি প্রয়াত হলে এরপর সরকারের টনক নড়তে হবে সেটা উচিত নয়। বর্তমান ব্যাপক বৃষ্টিপাতের ফলে যদি সড়ক জলমগ্ন হয়ে যায় তাহলে কোথায় গর্ত আছে সেটা সাধারণ মানুষ কিভাবে বুঝবেন। ফলে সেই গর্ত গুলোর চারদিকে বাঁশের বেরিকেট নির্মাণ করতে হবে। সে সঙ্গে লাগাতে হবে লাল পতাকা। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দৃঢ় সুরে বলেন উজান অসম থেকে নিম্ন অসম, বরাক উপত্যকা থেকে মধ্য অসম পর্যন্ত কোথাও কোনো রাজপথে উন্মুক্ত গব্বর অর্থাৎ গর্ত থাকতে পারবেনা। সোমবারের মধ্যে প্রতিটি গর্ত মাটি দিয়ে ভরে দিতে হবে। যদি কোথাও কাজের জন্য গর্তের প্রযোজনীয়তা রয়েছে তাহলে সেটার চারদিকে বাঁশের বেরিকেট দিয়ে লাল পতাকা লাগাতে হবে বলে স্পষ্টভাবে প্রত্যেক জেলা শাসককে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ডিব্রুগড় জেলাশাসককে প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন একজন ব্যক্তির গর্ততে পড়ে মৃত্যু হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে গ্রেফতার করা হয়েছে কিনা। তিনি বলেন ঘটনার ৬-৭ ঘন্টার পরও প্রশাসন এটাই বলতে পারেনি যে এই গর্তটি কোন বিভাগ খুড়ে রেখেছিল। একইভাবে কামরূপ মেট্রোর জেলাশাসকের প্রশ্ন উত্তোলন করে তিনি বলেন উলুবাড়ি বি বড়ুয়া রোডে গত দেড় বছর ধরে ফুটপাতের কাজ চলছে। শুধুমাত্র ফুটপাত নির্মাণ করার জন্য এত সময় কেন প্রযোজন হয় সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন এবার এক্ষেত্রে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। মহানগরে উন্মুক্ত গর্তের জন্য একজন ছাত্রীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে প্রশ্ন উত্থাপন করার পর এক্ষেত্রে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জেলা প্রশাসনের তরফে মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হয়। তিনি বলেন একটি ঘটনা হয়ে যাওয়ার পর বৈঠকে মিলিত হওয়ার যুক্তিযুক্ততা কোথায়। ঘটনা সংঘটিত হওয়ার আগে পদক্ষেপ নিতে হবে। বিভিন্ন বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারদের রাজপথে নামার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন সাধারণ মানুষ যখন কোনো বিষয়ে অভিযোগ জানান সেটা প্রশাসনের তরফে কেন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। সেই অভিযোগ না শোনার কারণ কি সেই প্রশ্নও উত্থাপন করেছেন তিনি। রাজ্যের প্রতিটি জেলার সড়কে থাকা গর্তের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সোমবার পর্যন্ত সময় নির্দিষ্ট করে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন এরপরেও যদি রাজপথে উন্মুক্ত গর্তের জন্য বিশেষ করে বেরিকেট হীন উন্মুক্ত গর্তের জন্য যদি কোনো ঘটনা সংঘটিত হয় তাহলে শুধুমাত্র বিভাগীয় ব্যবস্থা নয়, বরং তিনি স্বয়ং পুলিশ সুপারকে ফোন করে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেবেন বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। অন্যদিকে তিনি বলেন জাতীয় আবহাওয়া দপ্তর থেকে জারি করা সতর্কতা অনুযায়ী আগামী পাঁচ দিন সারা রাজ্য জুড়ে বিশেষ করে কয়েকটি জেলায় ব্যাপক বৃষ্টিপাত হতে চলেছে। ফলে ক্ষেত্রে প্রত্যেক জেলা শাসককে সতর্ক থাকতে হবে। এই বৃষ্টিপাতের ফলে রাজ্যে বন্যার পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে বলে আশঙ্কা করে প্রত্যেক জেলা শাসককে ও আগাম ভাবে বন্যার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি নিতে হবে। শিবির নির্মাণ,ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ, এসডিআরএফ মোতায়ন ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আগের থেকেই প্রযোজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য জেলা শাসকদের সতর্ক করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।। মুখ্যমন্ত্রী শর্মা বলেন বন্যা সাহায্যের বিতরণের ক্ষেত্রে এক দুই দিন দেরী হলেও সাধারণ মানুষ সেটা ক্ষমা করে দেন। কিন্তু এর ফলে যদি কারো প্রাণ হারায় সেটা সরকার ফিরিয়ে দিতে পারবে না। ফলে এই বিষয়ে প্রত্যেককে সতর্ক থাকতে হবে। বাক্সা, বরপেটা, নলবাড়ি জেলা শাসকদের ভুটানের উপর বিশেষ নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন ভুটানের জল সাধারণত অসমে এসে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। ফলে এক্ষেত্রে বিশেষ নজর রাখতে হবে। গত বছরের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ডিমা হাসাও জেলা শাসককে বিশেষভাবে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। তাছাড়া এসডিআরএফ এর একটি দলকে তাৎক্ষণিকভাবে ডিমা হাসাও জেলায় পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

প্রাক্তন বিধায়ক অমিত মাহাতো খতিয়ান ভিত্তিক স্থানীয় এবং পরিকল্পনা নীতির জন্য ২১ কিলোমিটার দৌড়লেন

সুধীর গোরাই

জামশেদপুর ঃ অমিত মাহতো, সিলির প্রাক্তন বিধায়ক এবং খাতিয়ানি ঝাড়খণ্ড পার্টির কেন্দ্রীয় সভাপতি, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ থেকে প্রতিদিন ২১ কিলোমিটার ম্যারাথন দৌড়চ্ছেন। এখানে সোমবার ১২২তম দিনে তার দল ইচাগড় সমাবেশে পৌঁছায়। যেখানে তিনি তার হাজার হাজার সমর্থক, কর্মী এবং স্থানীয় ছাত্রদের নিয়ে ইচাগড় বিধানসভা কেন্দ্রের কুকড়ু ব্লকের দারুদা মোড় থেকে ইচাগড় ব্লকের মিলন চক, সিতু বাজার পর্যন্ত ২১ কিলোমিটার দূরত্বে দৌড়ে যান। যাকে তিনি ঐতিহাসিক বলেছেন।

প্রতিদিন ২১ কিলোমিটার দৌড়ানোর কারণ কী?

প্রতিদিন ২১ কিলোমিটার দৌড়ানোর কারণ জানার চেষ্টা করা হয়েছিল, প্রাক্তন সিলি বিধায়ক অমিত মাহাতো বলেন যে এর মূল উদ্দেশ্য হল ঝাড়খণ্ডের মানুষকে ঝাড়খণ্ডের অংশ দেওয়া। আজ বহিরাগতরা ঝাড়খণ্ডের মানুষের ভাগ খুন করছে। তাই ১৯৩২ সালের খতিয়ানী যতক্ষণ না ঝাড়খণ্ডের প্রতিটি অফিসের চেয়ার দখল না করে ততক্ষণ ঝাড়খণ্ড লাভবান হবে না। আগের সরকারগুলোও তা উপেক্ষা করেছিল এবং বর্তমান হেমন্ত সরকারও তাই করছে। তিনি বলেন যে প্রতিদিন ২১ কিলোমিটার অর্থাৎ হাফ ম্যারাথন মানে আমরা ঝাড়খণ্ডীরা ১৯ বা ২০ নয়, ২১। এজন্য আমরা ২১ কিমি দৌড়াচ্ছি।

ঝাড়খণ্ডের পরিচয় নিয়ে খেলা হতে দেবে না

প্রাক্তন বিধায়ক অমিত মাহাতো বলেন যে আমি ঝাড়খণ্ডের স্বার্থে দল ছেড়েছি। এখন যে কোনো মূল্যে ঝাড়খণ্ডের গর্ব নিয়ে খেলা হতে দেওয়া হবে না এবং এই প্রতিবাদ অব্যাহত থাকবে। এ সময় মিছিলে হেমন্ত সোরেন সরকার বিরোধী স্লোগানও ওঠে। একই সময়ে, তিনি হেমন্ত সোরেন সরকারের ৬০ঃ৪০ পরিকল্পনা নীতি, স্থানীয় নীতি এবং অন্যান্য নীতির তীব্র নিশানা করেন এবং বলেন যে সরকার যুব, মহিলা এবং অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য কোন পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে সক্ষম নয়। রাজ্যের যুবকরা বেকার হয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে ইস্যুতে হেমন্ত সোরেনের সরকার নির্বাচনে জিতেছিল, সেসব ইস্যু মাটিতে আনা হয়নি। আরও বলা হয়েছে যে ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ থেকে দৈনিক ২১ কিলোমিটার ম্যারাথন দৌড় ১৯ জুন, ২০২৩-এ রাঁচিতে শেষ হবে। তার আগে যদি হেমন্ত সোরেনের রাজ্য সরকার স্থানীয় নীতি, পরিকল্পনা নীতি ও খতিয়ানের ভিত্তিতে পরিচয় ও কর্মসংস্থান দিতে না পারে, তাহলে তুমুল আন্দোলন হবে।

কর্মসূচিতে এসব কর্মীসমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন আকাশ দাস, নিত্য শঙ্কর মাহতো, কৃষ্ণ চন্দ্র মাহতো, উকিল চন্দ্র মাহতো, ভগীরথ মাহতো, সঞ্জয় মাহতো, নাগেশ্বর মাহতো, মহাদেব মাহতো, সুদীপ কুমার মাহতো, সিদাম মাহতো, রাজেশ গোপ, অরবিন্দ মাহতো, অশোক কুমার মাহতো, নিত্য রঞ্জন মাহতো, মঙ্গল চন্দ্র মাহতো, বিশ্বকর্মা মাহতো, কংগ্রেস মাহতো, বিবেক মাহতো, নিবাস মাহতো, ছুটু মাহতো, ল্যাব মাহতো, সুধীর মাহতো সহ হাজার হাজার সমর্থক, কর্মী ও স্থানীয় ছাত্ররা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় আজসু দলের সদস্যপদ নেন বিভিন্ন দলের কর্মীরা

জামশেদপুর (সুধীর গোরাই) ঃ কুকড়ু ব্লকের অধীন এদেলডিহে আজসু পার্টির একটি সভা অনুষ্ঠানের আযোজন করা হয়েছিল। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আজসু পার্টির কেন্দ্রীয় সচিব হরেলাল মাহাতো। এ উপলক্ষে বিভিন্ন দলের নেতাকর্মীরা আজসু দলের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। হরেলাল মাহাতো আজসু পার্টির সদস্যপদ গ্রহণকারী কর্মীদের স্বাগত জানান এবং তাদের সংগঠনের আদর্শ অনুসরণ করার অঙ্গীকার করেন। যারা আজসু-এর সদস্যপদ নিয়েছেন তাদের মধ্যে প্রধানত কার্কিডিহের গ্রাম প্রধান অজয় সিং মুন্ডা, হেমন্ত সিং মুন্ডা, বাসুদেব মাহাতো, অশোক কুমার, ভূত নাথ সিং মুন্ডা, দিলীপ মন্ডল, শক্তি পদো মন্ডল, গোরাঙ্গো প্রামাণিক, সুকদেব প্রামাণিক, সুভাষ মাহাতো, মহেশ্বর সিং লাইক, অশোক কুমার মাহতো, যুধিষ্ঠির মাহতো প্রমুখ। এই উপলক্ষ্যে সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে আজসু নেতা হরেলাল মাহাতো বলেন, রাজ্যের হেমন্ত সরকারের ভুল নীতির কারণে যুব সমাজের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয়ই নষ্ট হচ্ছে। হেমন্ত সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল তা পূরণ না করে তরুণদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। হরেলাল মাহাতো বলেন, বর্তমান সরকারের সাড়ে তিন বছরে একটিও অর্জন নেই। রাজ্য সরকার এলাকার মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। পানীয় জল, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, রাস্তাঘাট, স্বাস্থ্য সুবিধার অভাবে রয়েছে এলাকার মানুষ। ৪০ বছর পরও ইচাগড় বিধান সভার বিস্থাপিতেরা ন্যায়বিচার পাচ্ছেন না এটা দুঃখজনক। তিনি বলেন, নারী শিক্ষার জন্য এলাকায় একটিও মহিলা কলেজ নেই। এই উপলক্ষ্যে ঋষিকেশ মাহাতো, তুলসী মাহাতো, অশোক কুমার, ভূতনাথ সিং মুন্ডা, ভীমনাথ মাহাতো, মেঘু প্রামাণিক, সুখদেব প্রামাণিক, বিশ্বরঞ্জন মাহাতো, হেমন্ত সিং মুন্ডা, অজয় সিং মুন্ডা, অসিত মন্ডল, যুধিষ্ঠির মাহাতো, অশোক কুমার মাহাতো, প্রভাকর মাহাতো প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

‘অলিম্পিকে একবার দৌড়েই সোনা জিততে হয়’রোহিতকে কামিন্সের জবাব

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক) ঃ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে হেরে ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা তিন ম্যাচ ফাইনালের দাবি করেছেন। রোহিত মনে করেন টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের মতো বড় আসরের ফাইনাল এক ম্যাচের হওয়া উচিত নয়। রোহিতের এই দাবির জবাবে খোঁচা মেরেছেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স, ‘অলিম্পিকে এক দৌড়েই সোনা জিততে হয়।’

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে কাল ফাইনাল শেষে সংবাদ সম্মেলনে কামিন্স বলেছেন, ‘আমার কোনো সমস্যা নেই। ৫০ ম্যাচের সিরিজও হতে পারে। তবে অলিম্পিকে এক দৌড়েই কিন্তু সোনার পদক জিততে হয়। অস্ট্রেলিয়ান ফুটবল ও রাগবি প্রতিযোগিতারও ফাইনাল হয়। খেলা তো এটিই।’

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক মূলত নিজের মন্তব্যে রোহিতের দাবিকে অযৌক্তিক প্রমাণ করতে চেয়েছেন। শুধু বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ কেন, ওয়ানডে ও টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপও জিততে হয় একটি ফাইনাল খেলেই। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠাও কামিন্সের কাছে কম প্রতিযোগিতামূলক নয়, ‘ফাইনালে উঠতে পৃথিবীর সব জায়গায় জিততে হয়। এক চক্রে ২০টি টেস্ট ম্যাচ খেলতে হয়। আমরা এই ২০ টেস্টের মধ্যে তিন বা চারটি টেস্টে শুধু হেরেছি। আমাদের দলের খেলোয়াড়েরা পুরো প্রতিযোগিতায় চমৎকার খেলেছে। আমরা এই প্রতিযোগিতার চাপের সঙ্গে নিজেদের ভালোভাবে খাপ খাওয়াতে পেরেছি বলেই টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জেতাটা খুবই তৃপ্তির।’

গতকাল অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ২০৯ রানে হেরেছে ভারত। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে ভারতের অধিনায়ক বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে তিন ম্যাচের সিরিজ আয়োজনের কথা বলেন। দুই বছর পরিশ্রমের পর মাত্র এক ম্যাচে সবকিছুর নিষ্পত্তি হওয়া রোহিত মেনে নিতে পারছেন না, ‘খুব ভালো হয় তিন ম্যাচের ফাইনাল হলে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, তিন ম্যাচ আয়োজনের সময় পাওয়া যাবে কি না! এমন বড় মঞ্চে দুই দলের সমান সুযোগ পাওয়া উচিত। দুই বছর ধরে পরিশ্রমের পর একটা ম্যাচ হারলেই সব শেষ। পরেরবার এটি তিন ম্যাচের সিরিজ হোক।’

গতবারও বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে খেলেছিল ভারত। প্রতিপক্ষ ছিল নিউজিল্যান্ড। সেবারও ফাইনালে হেরে একই কথা বলেছিলেন বিরাট কোহলি। তিনি বলেছিলেন, বিশ্বের সেরা টেস্ট দল একটি টেস্ট দিয়েই বেছে নেওয়া হবে, সেটি মানতে তিনি রাজি নন।

‘ক্রিকেটে আসক্ত অ্যান্ডারসন’ ঃ ব্রড

ওভাল ঃ ‘এ তো শুধু পেশা নয়, নেশাও বটে।’

সত্যজিৎ রায়ের নায়ক সিনেমায় প্রধান চরিত্র অরিন্দম মুখার্জির (উত্তম কুমার) সংলাপ। আগামী মাসে ৪১ পূর্ণ করতে চলা ইংলিশ পেসার জেমস অ্যান্ডারসনের ক্ষেত্রেও খুব যায় কথাটি। অন্তত তাঁর দীর্ঘদিনের বোলিংসঙ্গী স্টুয়ার্ট ব্রড বলছেন অমনই। বয়স ৪০ পেরিয়ে গেলেও ইতিহাসের সফলতম পেসার অ্যান্ডারসন সাফল্য পেয়েই চলেছেন, বয়সের ভারে ধার হারিয়ে ফেলার বদলে দিন দিন আরও ধারালো হচ্ছে তাঁর বোলিং। অ্যান্ডারসনের এমন সাফল্যখিদের রহস্য কী? ব্রড বলছেন, অ্যান্ডারসন এখনো ক্রিকেটের প্রতি দারুণ ‘আসক্ত’।

৬৮৫ উইকেট নিয়ে ইংল্যান্ডের ইতিহাসের সফলতম বোলার অ্যান্ডারসন, ইতিহাসের সফলতম পেসার। এ বছর সবচেয়ে বয়স্ক বোলার হিসেবে আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে ওঠার রেকর্ডও গড়েছেন। এবার ক্যারিয়ারে দশম অ্যাশেজ খেলতে যাচ্ছেন অ্যান্ডারসন।

অ্যাশেজের আগে অবশ্য এবারও চোটের শঙ্কা তৈরি হয়েছিল তাঁকে ঘিরে। কুঁচকির চোটে এ মাসের শুরুতে লর্ডসে হওয়া আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে একমাত্র টেস্টে খেলতে পারেননি তিনি। তবে ১৬ জুন এজবাস্টনে শুরু হতে যাওয়া অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের আগে অবশ্য ফিট হয়ে উঠবেন বলে আশা করা হচ্ছে। ২০১৯ সালে ইংল্যান্ডে হওয়া সর্বশেষ অ্যাশেজে ৪ ওভার বোলিং করেই উঠে যেতে হয়েছিল তাঁকে চোটের কারণে।

তবে এবারের অ্যাশেজে খেলতে অ্যান্ডারসনের নাকি তর সইছে না, লিজেন্ডস অব অ্যাশেজ পডকাস্টে এমনই জানিয়েছেন ব্রড। এখনো প্রতিদ্বন্দ্বিতার ‘নেশা’ অ্যান্ডারসনকে পেয়ে বসে, ব্রড মনে করেন, ‘জিমি দারুণ লড়াকু। এটিই তার মূল শক্তি। আমার মনে হয় যে খেলাই খেলুক না কেন, সে বোধহয় জস বাটলারকে বাদ দিলে আমার দেখা সবচেয়ে লড়াকু একজন। অ্যান্ডারসন দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী। সত্যি বলতে কী, সে ক্রিকেটে আসক্ত। সে অনুশীলনে আসক্ত। আরও ভালো করার, উন্নতি করার নেশা আছে তার।’

সতীর্থ পেসারে ব্রড রীতিমতো মুগ্ধই, ‘এটা তো এখন দেখাই যাচ্ছে। তার বয়স ৪০, কিন্তু চার বছর আগের চেয়েও সে এখন আরেকটু ভালো বলেই মনে হয়। এটা তার নিজের ও ক্রিকেটের প্রতি দারুণ একটি বার্তা।’

অ্যান্ডারসনের মতো অত বয়স না হলেও কম হয়নি ব্রডেরও। এ মাসে ৩৭ পূর্ণ করবেন তিনি। অ্যান্ডারসনের সঙ্গে এটি হতে যাচ্ছে ব্রডের নবম অ্যাশেজ সিরিজ। ১৩৪ টেস্টে দুজন মিলে নিয়েছেন ১০১৭টি উইকেট, ইতিহাসের সফলতম বোলিং জুটিও তারা।

অথচ সর্বশেষ অ্যাশেজের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে বাদ দেওয়া হয়েছিল দুজনকেই। অনেকেই তখন এ দুই পেসারের ক্যারিয়ারের শেষই ধরে নিয়েছিলেন। অধিনায়ক বেন স্টোকস ও প্রধান কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালামের অধীনে যে নতুন ধাঁচের টেস্ট খেলছে ইংল্যান্ড, অ্যান্ডারসনব্রড অবশ্য তার মধ্যে আছেন ভালোভাবেই।

স্টোকস ও ম্যাককালাম দায়িত্ব নেওয়ার পর ১৩টি টেস্টের মধ্যে ১১টিতেই জিতেছে ইংল্যান্ড। এ সময়ে অ্যান্ডারসনেরও উন্নতি হয়েছে বলেই মনে করেন ব্রড, ‘বাজ (ম্যাককালাম) ও স্টোকসি (স্টোকস) দায়িত্ব নেওয়া পর গত এক বছরে অন্য যে কারও মতো তারও উন্নতি হয়েছে।’

দুজনের জুটির ‘রসায়নটা’ও খুলে বলেছেন ব্রড, ‘তার সঙ্গে নিজের জুটিকে আমি এভাবে দেখি প্রথম ১০ ওভারে প্রতিপক্ষ ব্যাটসম্যানদের চেয়ে দ্রুত কন্ডিশন বুঝতে পারা। তখনই আমরা ব্রেকথ্রু পাই এবং এটি যোগাযোগের মাধ্যমেই হয়। এটা ক্রমাগত একটা তথ্যপ্রবাহের মতো, এবং এটিই যে আমাদের জুটিকে পরের ধাপে নিয়ে গেছে, তা নিয়ে কোনো সংশয় নেই।’

সৌদির প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন ক্রুস

রিয়াদ (ওয়েবডেস্ক) ঃ লিওনেল মেসিকে না পেয়ে চুপ করে বসে থাকেনি সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলাল। এরপর নেইমার প্রস্তাব পেয়েছেন, দাবি করেছে সিবিএস স্পোর্টস। এবার জার্মানির ক্রীড়া সাময়িকী ‘বিল্ড’ জানিয়েছে, রিয়াল মাদ্রিদের তারকা মিডফিল্ডার টনি ক্রুসও প্রস্তাব পেয়েছেন সৌদি আরবের একটি ক্লাব থেকে। তবে সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন রিয়ালের সঙ্গে নতুন চুক্তির অপেক্ষায় থাকা ক্রুস। চলতি মাস শেষে রিয়ালের সঙ্গে ক্রুসের বর্তমান চুক্তির মেয়াদ ফুরাবে। ‘বিল্ড’এর পডকাস্ট ‘ফ্রাজেন মাহের’ অনুষ্ঠানে ক্রুসের এজেন্ট ফয়কার সুখ জানান, সৌদি আরবের ক্লাব ফুটবল থেকে ক্রুসকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট কোনো ক্লাবের নাম তিনি বলেননি। শুধু ক্রুস নন, জার্মানির হয়ে ২০১৪ বিশ্বকাপজয়ী মারিও গোটশে ও টমাস মুলারও সৌদি আরব থেকে প্রস্তাব পেয়েছেন। ক্রুসের মতো অন্য দুজনও প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন। ৩০ জুন ক্রুসের সঙ্গে রিয়াল মাদ্রিদের বর্তমান চুক্তির মেয়াদ ফুরাবে। স্পেনের সংবাদমাধ্যম ‘এএস’ জানিয়েছে, ক্রুস রিয়ালেই থাকতে চান। যদিও তাঁর সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি রিয়াল।

চ্যাম্পিয়নস লিগে সদ্য শেষ হওয়া মৌসুমের সেমিফাইনাল প্রথম লেগ ম্যাচের আগে নিজের চুক্তি নবায়ন নিয়ে ‘এএস’কে আশ্বস্ত করে ক্রুস বলেছিলেন, ‘আমি শুধু নিজের কথাই বলতে পারি। কয়েক সপ্তাহ আগে বলেছিলাম সবকিছু ঠিকঠাকমতোই এগোচ্ছে। আনুষ্ঠানিকভাবে (চুক্তি নবায়ন) ব্যাপারটা জানানোর দায়িত্ব আমার না। তবে সবকিছু ঠিকঠাকই আছে। ক্লাবই এ বিষয়ে কথা বলবে।’ ৩৩ বছর বয়সী ক্রুস রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তির স্কোয়াডে গত মৌসুমে নিয়মিতই ছিলেন। সব মিলিয়ে ৫২ ম্যাচে ২ গোল করার পাশাপাশি ৬টি গোলও করিয়েছেন। মাঠে ছিলেন মোট ৩ হাজার ৮১৩ মিনিট। পরিসংখ্যান দেখে আন্দাজ করে নেওয়া যায়, ক্রুসকে আগামী মৌসুমেও সম্ভবত গুরুত্বপূর্ণ মনে করবেন আনচেলত্তি এবং রিয়ালও দ্রুতই তাঁর সঙ্গে চুক্তি নবায়নের বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দেবে। বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের ইংল্যান্ড মিডফিল্ডার জুড বেলিংহাম এলেও আনচেলত্তির স্কোয়াডে ক্রুস গুরুত্বপূর্ণ থাকবেন বলেই মনে করা হচ্ছে। আর ক্রুসও নাকি চুক্তির মেয়াদ এক বছর বাড়াতে সম্মত হয়েছেন।

বাবর উইলিয়ামসনের কাছ থেকে কোহলিদের শিখতে বললেন নাসের

লন্ডন ঃ আরেকটি আইসিসি টুর্নামেন্ট ফাইনাল, আরেকবার শিরোপা জিততে ব্যর্থ ভারত। স্বাভাবিকভাবেই শুরু হয়ে গেছে সমালোচনা। বেশি সমালোচনা করছেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটাররাই। আর সাবেক ইংল্যান্ড অধিনায়ক নাসের হুসেইন বলছেন, ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা শিখতে পারেন বাবর আজম ও কেইন উইলিয়ামসনের কাছ থেকে।

ওভালে টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে প্রথম ইনিংসে বড় সংগ্রহ দাঁড় করায় অস্ট্রেলিয়া। তবে দুই ইনিংসে বিক্ষিপ্ত লড়াই ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে টেক্কা দিতে পারেনি ভারত। বিশেষ করে দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের ব্যাটসম্যানদের শট নির্বাচন নিয়ে আছে সমালোচনা। রোহিত শর্মা, চেতেশ্বর পূজারা, বিরাট কোহলি আউট হয়েছেন শট খেলার চেষ্টায়।

চতুর্থ দিন কোহলি ও অজিঙ্কা রাহানের জুটি ভারতকে আশা জোগালেও গতকাল শেষ দিনের প্রথম সেশনেই শেষ ৭ উইকেট হারিয়ে অলআউট হয়ে যায় ভারত। ম্যাচ শেষে স্কাই স্পোর্টসকে এ ম্যাচে ধারাভাষ্য দেওয়া নাসের বলেছেন, ‘সত্যি ভারতীয় ব্যাটারদের নিয়ে হতাশ। হয়তো তাদের সমর্থকেরা এটা শোনার পর তেড়ে আসবে। তবে আমার মনে হয়, বল যখন সুইং করে, তখন কীভাবে খেলতে হয়, সেটির জন্য বাবর ও কেইনকে দেখতে পারে ভারতীয় ব্যাটাররা। এ দুজনই সম্প্রতি ভালো করেছে।’

দলের হারের পর ভারতের প্রধান কোচ রাহুল দ্রাবিড় মূল দায়টা দেখেছেন বোলারদেরই। প্রথম ইনিংসে এটি ৪৬৯ রান করার মতো উইকেট ছিল না বলেও মনে করেন তিনি। তবে ব্যাটিং নিয়ে তাঁর পর্যালোচনা, ‘গতকাল (পরশু) আমার মনে হয়েছে এই উইকেটে আমরা এমন তিনচারটি শট খেলেছি, যেগুলো নিয়ে আরেকটু সতর্ক থাকতে পারতাম। (পরিস্থিতি) কঠিন ছিল, তবে আশাও ছিল। যতই পিছিয়ে পড়ুন না কেন, সব সময়ই লড়াই করতে হবে। গত দুই বছরে এমন পরিস্থিতিতে পড়েছি, যখন পিছিয়ে পড়েও আমরা ঘুরে দাঁড়িয়েছি।’ ওভালে শেষ দিনে সে লড়াইটা করতে পারেনি ভারত। যাঁরা এর আগে ইংল্যান্ডে ভালো খেলেছেন, তাঁরাও যোগ দিয়েছেন ব্যর্থতার মিছিলে। দ্রাবিড়ের হতাশা সেখানেই, ‘আমাদের অসাধারণ একটি পারফরম্যান্স দরকার ছিল, বড় একটি জুটি। তা করার মতো খেলোয়াড় আছে আমাদের। তবে অস্ট্রেলিয়া এগিয়ে ছিল, তারা ভালো বল করেছে, উইকেট নিয়েছে। এমনটি হতেই পারে।’

এমন হারের পেছনে অবশ্য ব্যাটিং ব্যর্থতার দায়ই দেখেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা, ‘এমন কন্ডিশনে আগেও খেলেছে, এমন পাঁচ ছয়জন ব্যাটসম্যান থাকার পরও যখন কেউই বড় স্কোর পাবে নাহয়তো এ কারণেই হেরেছি। তবে দেখুন, এ নিয়ে খুব বেশি সমালোচনা করতে চাই না। আমি এমন বলছি, কারণ সর্বশেষ যখন এখানে এসেছিলাম, বেশ কয়েকজন সিনিয়র ক্রিকেটারই ভালো খেলেছিল।’ রোহিত এরপর বলেছেন মানসিকভাবে পিছিয়ে থাকার কথাও, ‘এমন হতেই পারে। গত দুই বছর আমাদের ভালো কেটেছে। অস্ট্রেলিয়া বা ইংল্যান্ড যেখানেই খেলি না কেন। তবে এটি একটিই ম্যাচ, আর মানসিকভাবে আপনি চাঙা না থাকলে ম্যাচ হারতেই পারেন। আমার মনে হয় এটিই ঘটেছে।’ এ নিয়ে টানা দুটি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে হারল ভারত। ২০১৩ সালের পর থেকেই আইসিসির বৈশ্বিক কোনো টুর্নামেন্ট জেতার অপেক্ষাটাও আরেকটু দীর্ঘ হয়েছে তাদের। সর্বশেষ ১০ বছর আগে ইংল্যান্ডের মাটিতেই চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জিতেছিল দলটি।

সংক্ষিপ্ত ››

জামায়াতকে দিয়ে নির্বাচন প্রতিহত করার বিষয়ে বলিয়াছে বিজিনপি : হাছান মাহমুদ

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটের প্রধান শরীক হচ্ছে জামায়াত। ১০ জুন বিএনপি জামায়াতকে দিয়ে নির্বাচন প্রতিহত করার কথাগুলো বলিয়েছে। ১১ জুন দুপুরে সচিবালয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন ড. হাছান মাহমুদ। তিনি বলেন, জামায়াতের সমাবেশ থেকে যেভাবে আস্ফালন করা হয়েছে। এগুলো আসলে জামায়াতের বক্তব্য নয়, বিএনপির বক্তব্য। তারা নির্বাচন প্রতিহত করার কথা বলেছে। জামায়াতকে মাঠে নামার সুযোগ দেয়া হলো কেন, জানতে চাইলে ড. হাছান মাহমুদ বলেন, জামায়াত যেহেতু এখনো নিষিদ্ধ হয়নি তারা রাজনৈতিক দল হিসেবে সমাবেশের জন্য আবেদন করেছিলো, সেজন্য তাদের অনুমতি দেয়া হয়েছে। তবে জামায়াত যে বক্তব্য দিয়েছে, তা আসলে বিএনপিরও বক্তব্য। ড. হাছান মাহমুদ বলেন, নির্বাচনের বাকি মাত্র ৬ মাস। এসময় সকল রাজনৈতিক দল সভা-সমাবেশ করবে। নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করবে এটাই স্বাভাবিক। সে কারণে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সভা-সমাবেশ করছে। তবে, বিএনপি ও জামায়াতের উদ্দেশ্য তা নয়। এদিকে, বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, নিরপেক্ষ সরকারের প্রশ্নে কোনো আপোস হবে না। লড়াই সংগ্রামের মাধ্যমে রাজপথে ফয়সালা হবে। ১১ জুন দুপুরে গাজীপুর মহানগর বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। বিএনপি মহাসচিব বলেন, তারা (আওয়ামী লীগ) সকালে বলে এক কথা বিকেলে বলে আরেক কথা। ঐ দলের সাধারণ সম্পাদক বলছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি ডেড ইস্যু। কিন্তু না, তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি জীবন্ত ইস্যু। সারাবিশ্ব চায় বাংলাদেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ একটি নির্বাচন হোক। মির্জা ফখরুল বলেন, আওয়ামী লীগ নির্বাচন চায় না। তাদের সঙ্গে ফয়সালা হবে রাজপথে। তিনি আরো বলেন, মানুষ ন্যায়বিচার পাবে, সাম্য প্রতিষ্ঠা হবে, গরীব আরো গরীব হবে না, ধনী আরো ধনী হবে না, আমরা এমন একটি বাংলাদেশ চেয়েছিলাম। কিন্তু আওয়ামী লীগ আমাদের স্বপ্ন তছনছ করে দিয়েছে। ৭১ সালে যে লক্ষ্যে বাংলাদেশ গড়েছিলাম, সেই বাংলাদেশ ফিরিয়ে দিতে হবে।

চীনা তরুণদের যেসব মীমে ফুটে উঠছে 'মোহভঙ্গের' বেদনা

হংকং (ওয়েবডেস্ক)ঃ আমাদের প্রজন্মের এখন আশা বলতে কিছুই নেই - বলছেন ২৪ বছর বয়স্ক ইন। মেডিক্যাল কলেজে পড়া এই চীনা তরুণী - যিনি তার পুরো নাম প্রকাশ করেননি - স্নাতকের ছাত্রী কিন্তু তিনি জানেন না - এ ডিগ্রি দিয়ে তার একটা চাকরি মিলবে কিনা।

মিজ ইনের ডাক্তারি প্র্যাকটিসের লাইসেন্স আছে, তার আশা - একটা বড় হাসপাতালে চাকরি পাবার। কিন্তু চীনেন তীব্র প্রতিযোগিতামূলক চাকরির বাজারে যে ডিগ্রির একসময় ভালো দাম ছিল - তা এখন আর নেই, কারণ দেশটিতে গ্রাজুয়েটের সংখ্যা এখন চাকরির সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে।

কিছুদিন আগে এদেশে একটা আন্ডারগ্রাজুয়েট ডিগ্রির যে দাম ছিল, এখন গ্রাজুয়েটরাই সেই স্তরে নেমে গেছে। ভবিষ্যতে হয়তো পিএইচডির দামই এখনকার গ্রাজুয়েটের পর্যায়ে নেমে আসবে - বলছিলেন মিজ ইন।

এই মোহভঙ্গের প্রতিধ্বনি শোনা যাবে চীনের অসংখ্য তরুণতরুণীর কথায়।

কারণ চীনে এখন ১৬ থেকে ২৪ বছর বয়স্কদের এক-পঞ্চমাংশই বেকার - বলছে মে মাসে প্রকাশিত সরকারি পরিসংখ্যান। আর এই হতাশা এখন প্রকাশ পাচ্ছে অনলাইনে ভাইরাল নানা রকম মীমের মাধ্যমে।

এই মীমের উৎস এক শতাব্দীরও বেশি পুরোনো একটি বিখ্যাত ছোটগল্প।

কং ইজির গল্প

গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র হচ্ছে কং ইজি - একজন ব্যর্থ জ্ঞানী ব্যক্তি যিনি দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটিয়েছিলেন।

তার নামটি এখন হয়ে উঠেছে চীনের লক্ষ লক্ষ গ্রাজুয়েট ডিগ্রিধারীর প্রতীকী সাংকেতিক শব্দ - যা দিয়ে তারা অনলাইনে তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করছেন।

চীনা ভাষায় এসব মীমকে বলা হচ্ছে কং ইজি সাহিত্য। এর সংখ্যা শত শত। দেশটির প্রায় প্রত্যেকটি সামাজিক মাধ্যম প্ল্যাটফর্মে দেখতে পাওয়া যাবে এই মীম। একে পাওয়া যাবে অনলাইন মন্তব্যে, সাহিত্যের প্রতীকসম্বলিত রেখাচিত্রে, এমন কি নতুন করে লেখা পুরো একটি গল্পে। এই গল্প নিয়ে কেউ বানিয়ে ফেলেছেন এনিমেশন ভিডিও, কেউ লিখেছেন র‍্যাপ স্টাইলের গান।

অবশ্য বেজিংএর কর্তৃপক্ষ এই কং ইজি র‍্যাপ গানকে 'বাড়াবাড়ি' হিসেবে নিয়েছে এবং ইন্টারনেট থেকে মুছে ফেলেছে।

'তোমার লম্বা গাউন খুলে ফেলে দাও'

মিজ ইন বলছেন, মীমের ব্যাপারে রাষ্ট্রের এই প্রতিক্রিয়া তার কাছে ভণ্ডামি মনে হয়েছে। চীনের রাষ্ট্রীয়-মালিকানাধীন সিসিটিভিতে কং ইজির গল্পের এক বিশেষ দিকের প্রতি ইঙ্গিত করে এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ছাত্রদের উচিত তাদের লম্বা গাউন খুলে ফেলা।

লম্বা গাউনের উদ্ধৃতিটি গুরুত্বপূর্ণ।

কারণ গল্পে কং যে লম্বা গাউন পরতেন - তা চিনিয়ে দিতো তখনকার চীনে কে ধনী এবং শিক্ষিত, আর কে দরিদ্র ও অশিক্ষিত । কারণ লেখাপড়া-না-জানা গরীব চীনারা খাটো জ্যাকেট পরতেন।

সুতরাং সিসিটিভির পরামর্শ হচ্ছে - ছাত্রদের উচিত তাদের অহমিকা ত্যাগ করে, লম্বা গাউন খুলে ফেলে দিয়ে যে চাকরি পাওয়া যায় সেটাই নিয়ে নেয়া।

কিন্তু মিজ ইন বলছেন, তারা বলেছিল আমাদের ভবিষ্যত হবে উজ্জ্বল ও সুন্দর, কিন্তু এখন আমরা দেখছি আমাদের স্বপ্ন ভেঙে খানখান হয়ে গেছে।

তিনি বলছেন, এই সেদিন পর্যন্ত তরুণ চীনাদের এটাই বলা হতো যে তারা যদি ডিগ্রির জন্য কয়েকটা বছর ব্যয় করে - তাহলে আখেরে ভালো হবে।

ইন এবং তার মতো আরো অনেকে তাদের জীবনের সাথে কংএর অনেক মিল দেখতে পাচ্ছেন - যদিও সেই গল্পটি অনেক পুরোনো।

ধারণা করা হয়, গল্পটির সময়কাল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ । চীনে তখন চলছে কিং রাজবংশের শাসন।

তখন চীনের অত্যন্ত সম্মানজনক আমলাতন্ত্রে চাকরি পেতে হলে 'কেজু' নামে একটি খুব কঠিন রাজকীয় পরীক্ষায় পাস করতে হতো।

কিন্তু কং সেই পরীক্ষায় ফেল করেছিলেন। তবে তখনকার চীনা সমাজে ওপর দিকে ওঠার একপাত্র পথই ছিল 'কেজু' পাস করা। এতে অনুত্তীর্ণ হবার ফলে কং চিরকালের জন্য ব্রাত্য হয়ে গেলেন। তার জীবন নিয়ে এই গল্প আজও স্মরণীয় হয়ে আছে কারণ তা ছিল চীনের 'সিস্টেমের' এক নির্মম সমালোচনা। এখন এ যুগের নতুন প্রজন্মের মনে সেই প্রাচীন গল্পই নতুন করে অনুরণন তুলেছে - যারা চাকরি পাচ্ছে না, এবং যারা এক কঠোর পরীক্ষা-সংস্কৃতির চাপে বিপর্যস্ত ও হতাশ।

কং-অনুপ্রাণিত মীম প্রথম প্রকাশ পায় এ বছরের প্রথম দিকে ওয়েইবোতে - যাকে বলা যায় টুইটারের চীনা সংস্করণ।

একটি মীমে বলা হয়, ছোটবেলায় গল্পটি পড়ে বুঝিনি, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, আর মনে হচ্ছে - আমিই কং ইজি।

আমি মনে করেছিলাম শিক্ষা হচ্ছে উন্নতির প্রথম ধাপ, কিন্তু আমি ক্রমশ উপলব্ধি করেছি যে এটা আসলে এমন একটা জিনিস যেখানে একবার পা রাখলে আমি আর নেমে আসতে পারবো না, আর লম্বা গাউন-পরা কং ইজি এখান থেকে আর ওপরে উঠতে পারেনি - বলেছেন একজন ওয়েইবো ব্যবহারকারী।

ব্যাপারটা অন্য মাত্রা পেয়ে যায় - যখন সিসিটিভি এ বিষয়ে তাদের ব্যাখ্যা প্রচার করে। কংএর ট্রাজিক জীবনের জন্য তাকেই দোষারোপ করে সিসিটিভি মন্তব্য করে, কং পরিস্থিতির সাথে নিজকে মানিয়ে নিয়ে ব্যর্থ হয়েছে, যে চাকরি পাওয়া যাচ্ছিল সে তা নিতে পারেনি।

সিসিটিভি আরো মন্তব্য করে যে কং ইজির যুগ অতীত হয়ে গেছে, এবং উচ্চাভিলাষী তরুণদের আর কখনোই লম্বা গাউন আঁকড়ে পড়ে থাকা উচিত নয়। এর প্রতিক্রিয়ায় অনলাইনে অসংখ্য মন্তব্য ও পোস্ট দিতে থাকেন ক্রুদ্ধ চীনা তরুণ-তরুণীরা। তারা শিক্ষা ও চাকরির এই গরমিল, বেকারদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা-জালের অভাব এবং সমাজে ওপর দিকে ওঠার ক্রমশঃ সংকুচিত হতে থাকা সুযোগকে অন্যায় ও অনুচিত বলে মন্তব্য করেন।

কেউ কেউ বলেন সিসিটিভির এ প্রতিক্রিয়া 'গ্যাসলাইটিং' বা তরুণদের মনে হীনমন্যতা ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টার সাথেও তুলনা করেন।

চীনের আরেকটি সামাজিক প্ল্যাটফর্ম জিহু'তে একজন ব্যবহারকারী প্রশ্ন তোলেন - যদি কোন একজন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র চাকরি না পায় তাহলে হয়তো সেটা তারই দোষ । কিন্তু যখন আন্ডারগ্রাজুয়েটদের মধ্যে বেকারত্ব এত বেশি তখন কি তাদের সবাইকে 'লম্বা গাউন খুলে না ফেলার জন্য' দায়ী করা যায়?

এই ব্যবহারকারী এবং তার মতো আরো বেশ কয়েকজন মন্তব্য করেন - চীনা ছাত্ররা অনেকগুলো বছর পড়াশোনার জন্য ব্যয় করে কিন্তু তারা এখন অনুভব করছে যে তারা প্রতারিত হয়েছে। তাদের যদি এখন নিজেদের স্বপ্ন পরিত্যাগ করতেই হয়, তাহলে এতদিন লেখাপড়া করে কী লাভ হলো?

দশ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে অনেকে লেখাপড়ার জন্য সাধু-সন্ন্যাসীর মত জীবন যাপন করে বলছিলেন আরেকজন - তারা নিজেদের আনন্দের জন্য তেমন কিছু করে না, মেয়েদের সাথে মেলামেশাও খুবই বিরল। তাদের পরিবার ভালো স্কুল আছে এমন এলাকায় বাড়ি কেনার জন্য, অথবা ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য বিদেশে পাঠানোর জন্য অনেক অর্থ খরচ করে।

তাদের মন্তব্য থেকে এটাই বেরিয়ে আসে যে চীনের সামাজিক নিরাপত্তা জালে বিরাট ফাঁক রয়ে গেছে। শহুরে শ্রমিকদের অর্ধেকেরও কম এখন বেকারভাতা পাচ্ছে। শুধু তাদের নিজেদের নয়, দেশের ভবিষ্যত নিয়ে তারা উদ্বিগ্ন।

একজন মন্তব্য করেন, সাধারণ পরিবার থেকে আসা কেউ কি এদেশে বড় সাফল্য পেতে পারবে? আমার মনে হয় সেটা হবে খুবই কঠিন। বড়লোকরা আর আমাদের সাথে এক কাতারে নেই।

মুখে বলা না হলেও - দশকের পর দশক ধরে চীনে এমন একটা সামাজিক চুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল যে পার্টির হাতে একচ্ছত্র ক্ষমতার ধাকবে, আর তার বিনিময়ে পাওয়া যাবে সমৃদ্ধি ।

কিন্তু কয়েকদশকের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পর এখন চীনের অর্থনীতিতে নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে।

তরুণ চীনারা - যারা তাদের অভিভাবকদের সাফল্য পেতে দেখেছে - তারা এখন এই ব্যাপক পরিবর্তন দেখে হতবাক হয়ে গেছে।

ওয়াং ইউশির বয়স ২৫ বছর। তার কথা, আমি যখন ছোট ছিলাম আমার বাবা কঠোর পরিশ্রম করে তার কেরিয়ার গড়েছেন - কিন্তু তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস ছিল।

কিন্তু ওয়াংএর গ্রাজুয়েট স্কুলে ঢোকার একসময়কার আনন্দ এখন পরিণত হয়েছে হতাশায়। তিনি তার ভবিষ্যত বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন - যে কোন কিছু। মিজ ইন বলছেন, আমাদের বাবা-মায়েরা মনে করতেন একটা ভালো চাকরি মানেই জীবনে সাফল্য। কিন্তু আমরা এখন দেখছি যে তাদের সামনে যেসব সুযোগ ছিল আমাদের সামনে সেসব সুযোগ নেই।

চীনে এ বছর ১ কোটি ১৫ লাখ গ্রাজুয়েট তৈরি হবে।

কিন্তু দেশটির নেতৃস্থানীয় ১০০ কোম্পানির ৬০ শতাংশই বলছে, তারা অপেক্ষাকৃত কম গ্রাজুয়েট নিয়োগ দেবে।

গত ২০২২ সালের নভেম্বর মাসের এক রিপোর্টে সরকার বলছে, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের ক্রমবর্ধমান 'উদ্বেগ, হতাশা ও বিভ্রান্তির ব্যাপারে তারা সচেতন' এবং এটা সমাজের অর্থনৈতিক আস্থায় বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

সামাজিক মাধ্যমে কং ইজির গল্পকে কেন্দ্র করে এরই প্রতিফলন দৃশ্যমান হয়েছে।

গল্পটি লিখেছিলেন লু সুন ১৯১৯ সালে। তাকে মানা হয় চীনা সাহিত্যের একজন দিকপাল বলে, তুলনা করা হয় চার্লস ডিকেন্স ও জর্জ অরওয়েলের সাথে।

লু তার গল্পে সেদেশের সামন্তবাদ ও নিপীড়নের যে তীক্ষ্ম সমালোচনা করেছেন তা এতই সুপরিচিত যে ভাইরাল হতে বা মীমে পরিণত হতে সময় লাগে না। পার্টির তিরস্কার থেকেও তা মুক্ত থাকতে পারে।

মাও জেদং একসময় লু সুনকে আখ্যায়িত করেছিলেন সেদেশের শীর্ষস্থানীয় একজন 'ঋষি' হিসেবে। কমিউনিস্ট পার্টি এত উচ্চ স্থানে তাকে বসানোর পর তো আর তার কণ্ঠরোধ করতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পোমোমা কলেজে চীনা সাহিত্যের অধ্যাপক আইলিন চেং বলেন, লু ছিলেন স্বাধীনচেতা এবং সরকারি নিপীড়ন ও ব্যক্তির কণ্ঠরোধের কড়া সমালোচক।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, ক্ষমতাসীন পার্টি লু সুন সম্পর্কে বলে থাকে যে তার এসব সমালোচনা অতীতের চীনকে নিয়ে এবং ১৯৪৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠার অনেক আগেই তিনি মারা গিয়েছিলেন।

কিন্তু চীনে এ যুগের ছাত্ররা তার রচনাকে এখন রাষ্ট্রবিরোধী উপায়ে কাজে লাগাচ্ছে, বলছেন প্যারিসের স্কুল অব এ্যাডভান্সড স্টাডিজ ইন সোশাল সায়েন্সেস-এর অধ্যাপক সেবাস্টিয়ান ভেগ। চীনে যখন ভিন্নমত প্রকাশের সুযোগ কমে আসছে, তখন মনে হচ্ছে লু সুন যেন নতুন করে বেরিয়ে আসছেন।

টুকরো খবর

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের শক্তিশালী সমর্থন চেয়েছে বাংলাদেশ

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ মিয়ানমার থেকে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের স্বদেশে দ্রুত, নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে শক্তিশালী সমর্থন চেয়েছে বাংলাদেশ। রবিবার (১১ জুন) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে রোহিঙ্গা ইস্যুতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে তাদের সমর্থন বাড়ানোর জন্য আহ্বান জানানো হয়। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মো. তোফাজ্জেল হোসেন মিয়া বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। ঢাকায় অবস্থানরত বিদেশি রাষ্ট্রদূত ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা এতে যোগ দেন। পরে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বৈঠকে বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের দ্রুত, নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ এবং তাদের নিজ দেশে স্থায়ী প্রত্যাবাসনের জন্য আন্তর্জাতিক সমর্থন বাড়ানোর ওপর জোর দেয়া হয়েছে। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব বলেন, এই সংকটের একমাত্র সমাধান, রোহিঙ্গাদের তাদের মাতৃভূমি মিয়ানমারে মর্যাদাপূর্ণ ও স্থায়ী প্রত্যাবাসন-এর মধ্যেই রয়েছে। এ বিষয়ে সরকারের অবস্থান তুলে

ধরে তিনি বলেন, স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে রোহিঙ্গাদের একীভূত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ঢাকায় জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী গোয়েন লুইস বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক ও খাদ্য সহায়তার জন্য বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি এবং অন্যান্য দাতা সংস্থার বরাদ্দ হ্রাসের বিষয়টি তুলে ধরেন। বৈঠকে, সৌদি আরব, ইরান, ফিলিস্তিন, তুরস্ক, কাতার, কুয়েত ও চীনের রাষ্ট্রদূতরা নিজ দেশের অবস্থান তুলে ধরেন। তারা, রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় বাংলাদেশের যেকোনো উদ্যোগের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন, জননিরাপত্তা বিভাগের সচিব মুস্তাফিজুর রহমান, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ সচিব কামরুল হাসান বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রদূতদের মধ্যে ছিলেন সৌদি রাষ্ট্রদূত এসা ইউসেফ এসা আল দুহাইলান, চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন, সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত আবদুল্লাহ আলী আবদুল্লাহ খাসেফ আল হামুদি, কাতারের রাষ্ট্রদূত সেরায়া আলী আল-কাহতানি, তুরস্কের রাষ্ট্রদূত রামিস সেন, কুয়েতের রাষ্ট্রদূত আলী আহমেদ ইব্রাহিম আল-ধুফাইরি, ওমানের রাষ্ট্রদূত আব্দুল গাফফার আল বুলুশি, ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত ইউসুফ এস.ওয়াই. রামাদান, ইরানের রাষ্ট্রদূত মনসুর চাভোশি, ইরাক দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স মোহানাদ এ আর খালাফ আল-দাররাজি। এছাড়া, জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী গুইন লুইস, বাংলাদেশে ইউএনএইচসিআর-এর প্রতিনিধি জোহানেস ভ্যান ডের ক্লাউ ও বাংলাদেশে ডব্লিউএফপি'র কান্ট্রি ডিরেক্টর ডম স্কাল্লেলি বৈঠকে অংশ নেন।

কুমিল্লায় পুলিশ-যুবদল সংঘর্ষের ঘটনায় ৮৯ জনের বিরুদ্ধে পুলিশের মামলা

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের কুমিল্লা শহরে শুক্রবার(৯ জুন) মিছিল চলাকালে যুবদলের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনায়, বিএনপির অঙ্গ সংগঠন যুবদলের ৮৯ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা উপ-পরিদর্শক (এসআই) নাজমুল হাসান বলেন, এ ঘটনায় কুমিল্লা কোতোয়ালি মডেল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) খাজু মিয়া বাদী হয়ে ১৯ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা আরো ৭০ জনকে অভিযুক্ত করে মামলা দায়র করেন। মামলায় কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা যুবদলের ভারপ্রাপ্ত আহবায়ক খলিলুর রহমান বিপ্লব, সদস্য সচিব ফরিদ উদ্দিন শিবলু, মহানগর যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক রিয়াজ উদ্দিন রিয়াজ, সদস্য সচিব রমন হাসান, আদর্শ সদর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক সাইফুল ইসলামকে অভিযুক্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, শুক্রবার দুপুরে জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবদুল মোনায়েম মুন্নাকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে, যুবদলের কুমিল্লা শাখার নেতাকর্মীরা মিছিল বের করার চেষ্টা করলে এ সংঘর্ষ হয়। যুবদল কর্মীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। সংঘর্ষে যুবদলের ২০ নেতাকর্মী আহত হন। পুলিশ ১০ জনকে আটক করে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
মঙ্গলবার
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
13-06-2023
দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

জামায়াতে ইসলামীর সমাবেশ ঘিরে রাজনীতিতে যত প্রশ্ন ও হিসেবনিকেশ

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ এক দশকের বেশি সময় পর ঢাকায় জামায়াতে ইসলামীর প্রকাশ্য সমাবেশ নিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন আলোচনা তৈরি হয়েছে। যে দলটিকে এতো বছর কোন সভা সমাবেশের অনুমতি দেয়া হয়নি, নিজেদের কার্যালয়ে সভা করতে গেলেও যাদের গ্রেপ্তার হতে হয়েছে, সেই দল হঠাৎ কীভাবে রাজধানীতে সমাবেশ করতে পারলো, তা নিয়ে কৌতূহল তৈরি হয়েছে অনেকের মধ্যে। বিশ্লেষকদের কেউ কেউ মনে করছেন, জাতীয় নির্বাচন ঘিরে রাজনীতিতে 'পর্দার অন্তরালে' যেসব যোগাযোগ বা নানারকম হিসাবের চেষ্টা চলছে, তারই প্রতিফলন ঘটেছে জামায়াতের ইসলামীর সমাবেশের মাধ্যমে। শনিবার ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশনের মিলনায়তনে সমাবেশ করেছে জামায়াতে ইসলামী, যেখানে দলটির বহু নেতাকর্মী অংশ নেয়। সেই সমাবেশ থেকে জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন ফিরিয়ে দেয়া,দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ, জামায়াতের নেতাকর্মীদের মুক্তি এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের মতো দাবি তোলা হয়েছে। ওই সমাবেশের বিষয়ে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে রবিবার আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, জামায়াত মাঠে নামে নাই, তাদের মাঠে নামিয়েছে তাদের বিশ্বস্ত ঠিকানা, তাদের আসল মুরব্বি বিএনপি। ওই সমাবেশের প্রসঙ্গে তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ বলেছেন, ''জামায়াতে ইসলামীর সভা থেকে যেভাবে আস্ফালন করা হয়েছে, এগুলো জামায়াতের বক্তব্য নয়, বিএনপির বক্তব্য। বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোটের শরিক হচ্ছে জামায়াত।

যে গ্রামে কেউ জুতা পরে না, আরো যেসব অদ্ভুত রীতি মেনে চলা হয়

তিরুপাতি (এজেন্সী) ঃ এই যুগে এসে এটা ভাবতে অবাক লাগলেও ভারতের একটি গ্রামের সব বাসিন্দা আসলেই খালি পায়ে থাকে, তারা কোন ধরনের জুতা পরে না। এমনকি তাদের বাইরে কোথাও যাওয়ার দরকার হলেও তারা খালি পায়েই যাতায়াত করে।

শুধু এটাই নয়, পরিবারের কেউ যদি অসুস্থ হয়, তাহলেও তারা হাসপাতালে যায় না। আর কোন কারণে যদি তাদের আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে যাওয়ার দরকার হয় বা অন্য কোথাও যাওয়ার দরকার হয় তাহলে তারা বাইরের কোন খাবার এমনকি জলও পান করে না।

এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও, এরকমই একটা গ্রাম রয়েছে ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের তিরুপাতি থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে। এই গ্রামের নাম ভেমানা ইন্দলু।

এই গ্রামের বাসিন্দারা জানায় যে, এটা তাদের অনেক পুরনো ঐতিহ্য।

গ্রামবাসীরা বলছেন যে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যখন গ্রামে প্রবেশ করেন তার আগে নিজেও জুতা খুলেই প্রবেশ করেন।

গ্রাম প্রধান ইরাব্বা বলেন, এই গ্রামে আমাদের সম্প্রদায় এসে বসবাস শুরু করার সময় থেকেই এই রীতি চলে আসছে। তিনি বিবিসি তেলেগুকে বলেন, আমরা যখন বাইরে যাই, ফিরে এসে আমরা আগে গোসল করি, তারপর বাড়িতে ঢুকি ও খাবার খাই। আমি অনেকবার আমার গ্রামের বাইরে গিয়েছি। একবার আদালতের একটি কাজে আমাকে পাঁচ দিন গ্রাম থেকে বাইরে থাকতে হয়েছিল। যেখানে আমি ছিলাম, সেখানকার কোন খাবার আমি স্পর্শ পর্যন্ত করিনি।

ইরাব্বা বলেন, ৪৭ বছর ধরে আমাকে আদালতের কাজের জন্য বাইরে যেতে হয়। কিন্তু আমি কখনোই বাইরে গিয়ে জল ছাড়া আর কিছুই পান করি না। পান করার জন্য জল আমি বাড়ি থেকে নিয়ে যাই এবং সেই জলেই পান করি। বাইরে থেকে জল পান করার প্রশ্নই উঠে না। এমনকি আমরা বাইরে খাবারও খাই না।

গ্রামে কেউ জুতা পরে না

অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপাতি জেলার পাকালা মান্দাল এলাকার একটি গ্রাম ভেমানা ইন্দলু।

এখানে ২৫টি ঘর আছে যার বাসিন্দা মোট ৮০ জন মানুষ। এই গ্রামে মোট ৫২ জন ভোটার রয়েছে। এদের মধ্যে মাত্র হাতে গোনা কয়েক জন স্নাতক শেষ করেছেন। এখানকার মানুষ খুব একটা শিক্ষিত নয় এবং তারা কৃষির উপরই নির্ভর করে।

যাই হোক, মজার জিনিস হচ্ছে, এদের আত্মীয়স্বজন যারা এই গ্রামে দেখা করতে আসেন তাদেরকেও এই রীতি মেনে চলতে হয়।

মহেশ নামে এক ব্যক্তি যিনি এই গ্রামে বেড়াতে এসেছেন, তিনি জানান যে, তার বোনের বিয়ে হয়েছে এই গ্রামে।

মহেশ বলেন, মনে হয় যে এই গ্রামের সব মানুষই আমার আত্মীয়। আমরা যখনই গ্রামে আসি, এসব রীতি মেনে চলি। কিন্তু যখন আমরা আমাদের গ্রামে থাকি, তখন আবার আমাদের নিজেদের রীতি মেনে চলি।

মহেশ আরো বলেন, গ্রামের প্রবেশের আগেই আমরা জুতা খুলে ফেলি। কোন বাড়িতে যদি আমাদের ঢুকতে হয় তাহলে তার আগে গোসল করতে হয়। আপনি গেলেও এই গ্রামে প্রবেশ করতে পারবেন না।

এই গ্রামের শিক্ষিত মানুষেরাও এই রীতি মেনে চলে। এই গ্রামের মানুষ বিশ্বাস করে যে তারা পালভেকারি গোত্রের। পালভেকারি মূলত তামিল নাড়ুর কৃষক সম্প্রদায় বা গোত্র। অন্ধ্র প্রদেশে তাদেরকে নিম্নগোত্রভূক্ত মনে করা হয়। এই গ্রামের সব বাসিন্দা একই গোত্রের। তারা গ্রামের বাইরে কোন আত্মীয়তা করলেও একই গোত্রের মানুষদের সাথেই করে থাকে।

হাসপাতালে যায় না তারা

গ্রামের মানুষ প্রাচীন মন্দিরে গিয়ে পূজাঅর্চনা এবং অন্যান্য রীতিনীতি পালন করে থাকে। গ্রামে তারা নরসিংহ স্বামী ও গঙ্গা মায়ের পূজা করে। তারা বিশ্বাস করে যে, দেবতাই সব কিছুর খেয়াল রাখবেন। যার কারণে এই গ্রামের মানুষ কখনো হাসপাতালে যায় না।

গ্রামের প্রধান ইরাব্বা বলেন, আমাদের যদি সাপে কামড়ও দেয়, আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের দেবতা সেটি আরোগ্য করবেন। আমরা কোন হাসপাতালে যাই না। আমরা সাপের পাহাড় প্রদক্ষিণ করি। আমরা নিম গাছ প্রদক্ষিণ করি। আমরা হাসপাতালে যাই না।

আমাদের দেবতাই আমাদের খেয়াল রাখেন। আমরা অসুস্থ হলে মন্দির প্রদক্ষিণ করি। এটা করলে দুই দিনের মধ্যে আমাদের রোগ সেরে গিয়ে আমরা আবার সুস্বাস্থ্যবান হয়ে উঠি। এটাই আমাদের ঐতিহ্য।

এই গ্রামের যে শিশুরা স্কুলে যায় তারাও জুতা পরে না এবং স্কুল থেকে যে দুপুরের খাবার দেয়া হয়, সেটাও তারা খায় না। তারা যদি বাইরের কাউকে স্পর্শ করে তাহলে গোসল না করে বাড়িতে প্রবেশ করে না।

পাশের গ্রামের এক বাসিন্দা ববিতা বলেন, ওই গ্রামের নারীদের মধ্যে কেউ গর্ভবতী হলেও তারা হাসপাতালে যায় না। সবকিছু বাড়িতেই হয়।

ববিতা বলেন, স্কুলগামী শিশুরাও সেখানে দেয়া দুপুরের খাবার খায় না। তারা খাবার খেতে বাড়িতে ফেরে, খাবার খেয়ে আবার স্কুলে যায়।

দলিত সম্প্রদায়ের মানুষদের এই গ্রামে প্রবেশ করা নিষেধ। এমনকি এই গ্রামের মানুষ দলিত সম্প্রদায়ের কারো সাথে কথাও বলে না।

নারীদের ঋতুস্রাবের সময়ে গ্রামের বাইরে থাকতে হয়। গ্রামের মানুষ মিডিয়া থেকেও নিজেদেরকে দূরে রাখে।

বাবু রেড্ডি যিনি গ্রামের রেশনের দোকান চালান তিনি বলেন, এই গ্রামে যে আসবে যে যদি সরকারি কর্মকর্তা এমনকি পার্লামেন্ট সদস্যও হয়ে থাকেন, তাহলেও তাকে গ্রামের বাইরে জুতা খুলে তারপর প্রবেশ করতে হবে।

নিম্ন বর্ণের মানুষদের এই গ্রামে প্রবেশের অনুমতি নেই। গ্রামের মানুষ এসব বর্ণের মানুষদের সাথে কথা বলে না, স্পর্শও করে না। প্রতি মাসে ঋতুস্রাবের সময় নারীদের অন্তত পাঁচ দিন গ্রামের বাইরে থাকতে হয়, তিনি বলেন। গ্রামের বাইরে ঋতুস্রাবের সময় নারীদের থাকার জন্য কক্ষ তৈরি করা হয়েছে। রাতদিন তাদেরকে ওই একই কক্ষে থাকতে হয়। গ্রামের মানুষ সব ধরণের সরকারি সুযোগসুবিধা পায়। আমরা তাদের বাড়িতে গিয়ে রেশন দিয়ে আসি, তাদের রেশন অন্যদের থেকে আলাদা এবং শুধু তাদের কাছেই হস্তান্তর করা হয়। বিবিসি তিরুপাতি জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ভেঙ্কাটারামি রেড্ডির সাথে কথা বলেছে ভেমানা ইন্দলু গ্রামের এসব রীতিনীতি নিয়ে।

তিনি বলেন যে, তিনি গ্রামে একটি সচেতনতামূলক প্রচারণার আয়োজন করবেন এবং বাসিন্দাদের মধ্যে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করবেন।

এফবিআই এবং মার্কিন আইন দপ্তরকে 'দুর্নীতিবাজ' আখ্যা দিলেন ট্রাম্প

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় গোপন নথিপত্র অনুমোদন ছাড়াই ফ্লোরিডায় তার বাড়িতে নিয়ে অরক্ষিত স্থানে ফেলে রাখার জন্য তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযুক্ত করার পর শনিবার দুটো নির্বাচনী সভায় মার্কিন বিচার দপ্তরকে কঠোর ভাষায় গালমন্দ করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ।

শুক্রবার দায়ের করা ৩৭ দফা অভিযোগনামার মোদ্দা কথা হলো স্পর্শকাতর বিভিন্ন সরকারি নথি নিয়ে হেলাফেলা করে তিনি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ঝুঁকিতে ফেলেছেন, এবং এ ঘটনার তদন্তে তিনি বাধা দিয়েছেন।

তবে মি. ট্রাম্প বলেন, তার বিরুদ্ধে আনা এসব অভিযোগ নিতান্তই 'হাস্যকর' এবং 'ভিত্তিহীন'। মার্কিন বিচার দপ্তর এবং কেন্দ্রীয় দপ্তরকে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেন মি ট্রাম্প।

তিনি বলেন, দুর্নীতিগ্রস্ত এফবিআই ও বিচার দপ্তরের এসব অভিযোগ নির্বাচনে হস্তক্ষেপের সামিল।

২০২৪ সালের নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির মনোনয়ন পাওয়ার চেষ্টা করছেন মি. ট্রাম্প, এবং মনে করা হচ্ছে প্রার্থী নির্বাচনের দৌড়ে তিনিই এগিয়ে রয়েছেন।

মি. ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের গোপন পারমাণবিক অস্ত্র এবং সামরিক পরিকল্পনা সহ বিভিন্ন স্পর্শকাতর নথিপত্র তার ফ্লোরিডার মারআলাগোর বাড়িতে নিয়ে বাথরুম এবং বলরুমের মত অরক্ষিত জায়গায় রেখে দিয়েছিলেন।

এই প্রথম কোনো আমেরিকার সাবেক কোনো প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার অপরাধের মামলা করছে।

তবে, মি. ট্রাম্প শনিবার বলেন, তিনি কোনো অপরাধ করেননি।

জর্জিয়ায় রিপাবলিকান পার্টির সভায় শনিবার ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন দুর্নীতিগ্রস্থ এফবিআই ও বিচার দপ্তরের এসব অভিযোগ নির্বাচনে হস্তক্ষেপের সামিল।

জর্জিয়া এবং নর্থ ক্যারোলাইনায় শনিবার ঘন্টাখানেকেরও বেশি সময় ধরে তিনি ভাষণ দেন। সেসময় মি. ট্রাম্প বলেন, বন্দুক তাক করা এফবিআই এজেন্টরা মারআরলাগোতে তল্লাশি চালায়।

জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে রিপাবলিকান দলের সম্মেলনে ভাষণে তিনি বলেন, তারা প্রতারণা করছে, তারা প্রতারক, দুর্নীতিবাজ - এসব অপরাধীদের কোনোভাবেই পুরস্কৃত করা যাবেনা, তাদের হারাতে হবেই।

মি. ট্রাম্প বলার চেষ্টা করেন বাইডেন সরকার তাকে রাজনৈতিকভাবে হেনস্থা করার চেষ্টা করেছে।

তার বিরুদ্ধে দায়ের করা এই অভিযোগকে তিনি দুর্নীতিবাজ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ধাপ্পাবাজি বলে বর্ণনা করে বলেন এসব অভিযোগ নেহাতই পরিহাস।

সভাগুলোতে আগত তার সমর্থকদের তিনি দেশপ্রেমী বলে প্রশংসা করে বলেন অশুভ শক্তি এখন দেশ চালাচ্ছে।

নিজের ক্ষমতাকালকে সবচেয়ে সফল সময় বলে দাবী করে তিনি বলেন, আমরা বর্তমানের ক্ষমতাসীনদের রাজনৈতিক শক্তির মুখোমুখি দাঁড়াবো...যে কাজ শুরু করেছি তা শেষ করবো। সেসময় মানুষজন ইউএসএ, ইউএসএ বলে স্লোগান দিতে থাকে।

আমি কখনই নতি স্বীকার করবো না, পিছু হটবো না, বলেন মি. ট্রাম্প। তারা তার পেছনে লেগেছে, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, এদের মধ্যে রয়েছে মার্কসিস্ট, কম্যুনিস্ট, কট্টরপন্থী পরিবেশবাদী আর সেসব মানুষ যারা - তার মতে - আমেরিকার সীমান্ত খুলে দিলে চায়।

বিচার দপ্তরের নিয়োগ করা যে কৌঁসুলি তদন্তে নেতৃত্ব দেন, সেই জ্যাক স্মিথ জোর দিয়ে বলেন তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে একাজ করেননি। এদেশে আইন একটাই এবং সবার জন্যই তা প্রযোজ্য।

তিনি বলেন, প্রতিরক্ষা বিষয়ক তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে যেসব আইন রয়েছে সেগুলো অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে।

বিমান দুর্ঘটনায় রক্ষা পাওয়া চার শিশু গভীর জঙ্গলে কীভাবে ৪০দিন বেঁচে ছিল

কলম্বিয়া (এজেন্সী) ঃ কলম্বিয়ার পয়লা মে এক মা ও তার চার সন্তানের পারিবারিক ভ্রমণ পরিণত হয় এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায়। মাঝপথে তাদের বহনকারী বিমানটি বিধ্বস্ত হয়ে অ্যামাজনের দুর্গম জঙ্গলে পড়ে।

স্থানীয় আদিবাসীদের সাথে সেনাবাহিনী মিলে উদ্ধার অভিযান চালাতে থাকে। দুর্ঘটনার প্রায় দুই সপ্তাহ পর জঙ্গলে দুই পাইলট ও মায়ের মরদেহ মেলে।

কিন্তু চার ভাইবোন যাদের একজনের বয়স মাত্র ১১ মাস, তাদের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি তখন।

অবশেষে গত শুক্রবার কলম্বিয়ার অ্যামাজন জঙ্গলে তাদের জীবিত খুঁজে পাওয়ার কথা জানান কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো। তিনি বলেন সারা দেশের জন্যই এটা একটা আনন্দের সংবাদ। সেনাবাহিনী তাদের জঙ্গল থেকে উদ্ধার করে হেলিকপ্টারে তোলে। এরপর তাদের নিয়ে আসা হয় রাজধানী বোগোটার সেন্ট্রাল মিলিটারি হাসপাতালে। আর সেখানেই পরিবারের সাথে মিলিত হয় বাচ্চাগুলো।

তারা এখন 'খুবই দুর্বল অবস্থায়' আছে কিন্তু 'পরিবারকে দেখতে পেয়ে তারা আনন্দিত' বলে জানিয়েছেন বাচ্চাদের নানা ফিদেন্সিও ভ্যালেন্সিয়া।

পরিবারটি হুইতোতো আদিবাসী গোষ্ঠীর সদস্য। গত পহেলা মে মা ম্যাগডালিনা মুকুতুই ভ্যালেন্সিয়া তার তিন মেয়ে ও এক ছেলে, যাদের বয়স যথাক্রমে ১৩, ৯ ও ৪ বছর এবং সবচেয়ে ছোটটির বয়স ১১ মাস মাত্র, তাদের নিয়ে বিমানে ওঠেন। সেসনা ২০৬ একটি ছোট হালকা ধরণের বিমান। এই পাঁচ জনের সাথে দুজন পাইলটসহ মোট সাতজন নিয়ে বিমানটি ক্যাকুয়েটা প্রভিন্সের জঙ্গলাকীর্ণ আরারাকুয়ারা বিমানবন্দর থেকে ওড়ে। তাদের গন্তব্য ছিল কলম্বিয়ার জঙ্গলের উপর দিয়ে ৩৫০ কিমি দূরের শহর সান হোসে দেল গুয়াভিয়ারে।

কিন্তু বিমানটি আকাশে উঠার কিছুক্ষণের মধ্যেই এর পাইলট ইঞ্জিনের ত্রুটির কথা জানিয়ে সংকেত পাঠান এবং এরপর রাডার থেকে বিমানটি হারিয়ে যায়।

অ্যামাজন জঙ্গলের এই অংশে জাগুয়ার, সাপ ও অন্যান্য ভয়ংকর প্রাণী ছাড়াও বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠীরও তৎপরতা রয়েছে । স্থানীয় আদিবাসী সম্প্রদায় ও কলম্বিয়ান আর্মি মিলে বিমানটির খোঁজে গভীর জঙ্গলে অভিযান শুরু করে।

অবশেষে মে মাসের ১৫ তারিখে দুর্ঘটনার দুই সপ্তাহ পর জঙ্গলে বিমানটির দেখা মেলে।

এটিকে খাড়াভাবে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা যায়। দুই পাইলট ও শিশুগুলোর মা ম্যাগডেলিনার মরদেহ মেলে।

কিন্তু বাচ্চাদের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে সঙ্গে থাকা শিকারী কুকুর প্রথমে বাচ্চাদের জল খাওয়ার একটি বোতল শনাক্ত করে।

এরপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আধ খাওয়া ফল, জামা কাপড়সহ নানা প্রাণের অস্তিত্ব ধরা পড়ে উদ্ধারকারীদের চোখে। খোঁজ শুরু হয়।

বাচ্চাদের জীবিত ফেরত পাওয়ার আশায় জোরালো করা হয় উদ্ধার অভিযান।

সেনাবাহিনী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে যোগ হয় বিমানবাহিনীও। নিচে এই জঙ্গলেই বসবাস করা গ্রামবাসী ও সেনাবাহিনীর একশোর উপর সদস্য অভিযান চালায়। আর আকাশ থেকে বিমান ও হেলিকপ্টারে করে শিশুদের খোঁজে উদ্ধার অভিযান চলতে থাকে।

এর মাঝে দুর্ঘটনাস্থলের আশেপাশে পাওয়া যেতে থাকে একের পর ক্লু। জঙ্গলেই বানানো একটা থাকার জায়গা চোখে পড়ে উদ্ধারকারী দলের। এছাড়া কাঁচি, চুলের ফিতা, টাওয়েল ও জুতারও খোঁজ মেলে।

তবে তৃতীয় সপ্তাহে এসে দুটি ব্যবহৃত ডায়াপার ও পায়ের ছাপ দেখে আর্মি নিশ্চিত হয় দুর্ঘটনায় বাচ্চারা মারা যায়নি। কিন্তু তারা সতর্ক করে দিয়ে বলেন এই বাচ্চারা খুব সম্প্রতি দুর্ঘটনাস্থল থেকে সরে যায়নি, বরং বিভিন্ন ক্লু দেখে মনে হচ্ছে তারা '৩ থেকে ৮ মে'র মধ্যে' জায়গাটা ত্যাগ করেছে।

তবে ভারী বৃষ্টি শুরু হলে এই ঘন জঙ্গলে উদ্ধার অভিযান কঠিণ হয়ে পড়ে।

এর আগে ব্যাপক সমালোচনার মধ্যে পড়েন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো। তিনি একটা টুইট করে জানান শিশুদের খোঁজ মিলেছে। তবে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সেটি মুছে দিয়ে বলেন তাকে ভুল তথ্য দেয়া হয়েছে।

উদ্ধারকারী দল বিমান থেকে জঙ্গলের ভেতর স্প্যানিশ ও হুইতুতো ভাষায় লেখা বার্তা ফেলতে থাকে যেন বাচ্চারা একসাথে থাকে এবং বিভিন্ন দিকে ঘোরাফেরা না করে। একইসাথে তার নানির কন্ঠেও এই কথাগুলি রেকর্ড করে বাজানো হয় জঙ্গলজুড়ে।

মিরাকল! মিরাকল! মিরাকল!

কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্টই প্রথমে এ চারজনকে খুঁজে পাওয়ার কথা জানান। তার ভাষায় গত ৯ই মে ছিল 'ম্যাজিকাল ডে'। তারা একা একাই ছিল, তারা টিকে থাকার এক দুর্দান্ত উদাহরণ তৈরি করেছে যা ইতিহাসে লেখা থাকবেবলেন মি. গুস্তাভো।

জেনারেল পেদ্রো সানচেজ যিনি এই উদ্ধার অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তিনি এই সফলতার জন্য কৃতিত্ব দিয়েছেন অভিযানে এগিয়ে আসা আদিবাসী সম্প্রদায়কে। আমরা বাচ্চাদের খুঁজে পেয়েছি, মিরাকল, মিরাকল, মিরাকল!সাংবাদিকদের এভাবেই নিজের প্রতিক্রিয়া জানান মি. পেদ্রো।

কলম্বিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের শেয়ার করা এক ভিডিওতে দেখা যায় উদ্ধারকৃত শিশুদের অন্ধকার জঙ্গল থেকে একটা হেলিকপ্টারে তোলা হচ্ছে।

এরপর তাদের রাজধানী বোগোটায় উড়িয়ে আনা হয়। সেখান থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নেয়া হয় বাচ্চাদের।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইভান ভেলাসকুয়েজ বলেন, সবমিলে বাচ্চারা ভালো অবস্থায় আছে, মেডিকেল রিপোর্ট অনুযায়ী তারা বিপদমুক্ত। আর্মি ডাক্তার কার্লোস রিনকন জানিয়েছেন তাদের একটা 'পুষ্টিগত সমস্যা' আছে। আর 'সামান্য টিস্যু ইনজুরি, চামড়ায় কিছু আচড় কামড়ের দাগ' ছাড়া তেমন কোন সমস্যা নেই।

হুইতুতু সম্প্রদায়ের পরিচিতি আছে জঙ্গলে মানিয়ে চলার দক্ষতার জন্য। উদ্ধার অভিযানে থাকা এই সম্প্রদায়ের সদস্যরা বলছিলেন বিভিন্ন ফলমূল চেনা ও জঙ্গলে টিকে থাকার কেৌশল এই বাচ্চাদের বাঁচিয়ে রেখেছে।

বাচ্চাদের নানি, ফাতিমা ভ্যালেন্সিয়া, তার নাতিনাতনিদের উদ্ধারের খবর পেয়েই বলেন, আমি খুবই কৃতজ্ঞ এবং ধরিত্রী মাতাকেই ধন্যবাদ তাদের নিরাপদে মুক্ত করে দেয়ার জন্য।

তিনি জানান এই চার ভাইবোনের মধ্যে সবচেয়ে বড় লেসলি মুকুতির বয়স ১৩ বছর। আর সে আগে থেকেই তার মা কাজে গেলে বাকি তিন ভাইবোনের দেখাশোনা করতো।

আর এটাই তাদের জঙ্গলে টিকে থাকতে সাহায্য করেছে। এছাড়া বিমানের ধ্বংসাবশেষ থেকে দরকারি জিনিসও সংগ্রহ করেছে তারা।

সে তাদের আটা এবং ক্যাসাভা রুটি খাইয়েছে, ঝোপঝাড় থেকে ফল সংগ্রহ করেছে, তারা জানে যে কোনটি খাওয়া যাবে - মিজ ভ্যালেন্সিয়াকে এমনটি বলতে দেখা যায় ইভিএনে প্রচারিত এক ভিডিওতে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইভান ভেলাসকুয়েজও লেসলির প্রশংসা করে বলেন, তাকে ধন্যবাদ, তার নেতৃত্বগুণ, জঙ্গল সম্পর্কে জ্ঞান ও তার যত্ন বাকি তিনজনকে টিকে থাকতে সাহায্য করেছে।

কলম্বিয়ার ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অ্যাসট্রিড ক্যাসেরেস জানিয়েছেন বাচ্চারা এখনো সেভাবে কথা বলছে না এবং তাদের পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে।

সংবিধানের বাইরে গিয়ে রাজনৈতিক সংলাপের প্রস্তাব পাইনিঃ প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম বলেছেন, কোনো দেশ বা সংস্থার কাছ থেকে বর্তমান সংবিধানের বাইরে গিয়ে রাজনৈতিক সংলাপের কোনো প্রস্তাব বা পরামর্শ পাইনি। রবিবার (১১ জুন) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন। শাহরিয়ার আলম বলেন, এমনকি কোনো দেশ বা সংস্থা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তার অন্যান্য কলিগদের কাছেও এমন কোনো প্রস্তাব দেয়নি। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ (বিরোধীরা) কেন এসব কথা বলছেন, আমি জানি না। তবে আমরা কোনো দেশ বা সংস্থার কাছ থেকে এমন কোনো প্রস্তাব পাইনি। জাতিসংঘকে যুক্ত করার বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন, কোন প্রযোজন নেই। জাতিসংঘ যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ বা ব্যাপক সংঘাতের পরিস্থিতিতে জড়িয়ে পড়ে।তেমন পরিস্থিতি অনেককাল আগে অতিক্রম করেছে বাংলাদেশ। শাহরিয়ার আলম বলেন, সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশন কাজ করছে এবং এই প্রচেষ্টা সার্টিফাই করার জন্য ইসি বিদেশি নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের আমন্ত্রণ জানাবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রলালয় ইসির দেয়া নির্দেশনা প্রতিপালন করবে। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম বলেন, বাংলাদেশ এখনো রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা অতীতে যা বলেছি, তা অপরিবর্তিত রয়েছে।